শ্যাওলা

শ্রীব্যাসব

ব্লু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬।

কুশলী সাহিত্যিক

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়কে :

শ্যাওলা

প্রথম স্তবক

১

ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী স্কুল। বাবু সেই স্কুলের নামজাদা দুষ্টু ছেলে। বয়সে অনেকের ছোট হ'লেও দুষ্টুমীতে সকলের পাণ্ডা। দৌড়ঝাঁপ, গাছে ওঠা, দল পাকিয়ে মারামারি করায় বাবু সকলের অগ্রণী। স্কুলে পড়ার বই আনতে ভুলে যায়। কিন্তু বল্, লাট্টু কিংবা মার্বেল আন্‌তে কখনো তার ভুল হয় না। তার উপদ্রবে স্কুলের টিচাররা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। অথচ তার কচি সুশ্রী মুখ আর সুন্দর দেহসৌষ্ঠব সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার ঢেউ-তোলা ঝাঁক্‌ড়া কালো চুলে-ঘেরা সুন্দর মুখখানির ওপর মায়া-ভরা ডাগর চোখ দুটির পানে চাইলে তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

স্কুলে নতুন দিদিমণি এসেছে। নতুন দিদিমণি আসছে ক্লাশ নিতে। সবাই দিদিমণিকে দেখবার আগ্রহে উৎসুক হ'য়ে উঠেছে। সকলে যখন দিদিমণির আসার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব, সেই সময় বাবু চুপি চুপি টেবিল হ'তে খড়ি নিয়ে বড় বড় অক্ষরে বোর্ডে লিখে দিল: 'স্বাগতম্'।

ছেলেমেয়েরা অস্ফুষ্ট গুঞ্জন ক'রে উঠলো। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেলে না।

অল্প বয়সের ছোটখাটো একটি সুশ্রী মেয়ে এসে ক্লাসে ঢুকল'। ঘরখানা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। মেয়েটির সৌন্দর্যে ঘরখানা ঝলমলিয়ে উঠল'।

গায়ের রঙ্‌ ফর্সা। দেহের সুশ্রী গড়ন। পরণে রঙীন্ শাড়ী। সুন্দর মুখে দীর্ঘ পল্লবে ঢাকা কালো টানা দুটি চোখ। মুখে চোখে হাসি উপচে পড়চে। ছেলেমেয়েরা রুদ্ধশ্বাসে দিদিমণিকে অপলকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। সকলেরি চোখে প্রশংসার মুগ্ধ দৃষ্টি। তাদের সম্মিলিত চোখের দৃষ্টি যেন সমস্বরে বলচে, বাঃ! বেশ তো। এতো ছোট দিদিমণি!

দিদিমণি টেবিল হ'তে খড়ি হাতে নিয়ে বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, 'স্বাগতম্'! তার ঠোঁটে ভেসে উঠল' হাল্‌কা হাসি। উচ্ছ্রিত চাপা হাসির শব্দে ঘরখানা শব্দায়মান হ'য়ে উঠলো। কোন কিছু না ব'লে দিদিমণি নিঃশব্দে বোর্ডের লেখাটার নীচে লিখল': 'আমার নাম আভা দেবী। আমি তোমাদের নতুন টিচার। তোমরা আমার বন্ধু।'

হাসতে হাসতে ফিরে দাঁড়িয়ে এইবার দিদিমণি কথা বললে। বললে, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমরা আমার বন্ধু,—কেমন?

ছেলেমেয়েরা খুশী হলো, দিদিমণির মধুর কণ্ঠস্বরে। তার কথা বলার ভঙ্গীমায়।

আভা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে বললে, তোমাদের ধন্যবাদ। তোমরা আগেই আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছ।

ক্লাসের মাঝে আবার একটা অস্ফুট কল-গুঞ্জন জাগলো। বাবু চোখের ইঙ্গিতে শাসিয়ে তাদের স্তব্ধ ক'রে দিল।

আভা মিষ্টি গলায় প্রশ্ন করলে, কে লিখলে? বেশ হাতের লেখা তো!

সকলের সম্মিলিত উৎসুক দৃষ্টি বাবুর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল'। বাবু সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়াল। সে নির্ভীক প্রশংসমান দৃষ্টি তুলে

আভার মুখের পানে তাকাল'। বাবু সহজ অকুণ্ঠস্বরে উত্তর দিল, আমি লিখেছি দিদিমণি।

বাবু চিরদিনই শেষের দিকের বেঞ্চে বসে। হাতে থাকে, রবারের বল্ কিংবা লাট্টু বা অন্য কিছু খেলার সামগ্রী।

আভা ডাকলে, তুমি কাছে এসো।

বিব্রত হ'য়ে কি-একটা মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে বাবু এগিয়ে গেল, আভার দিকে।

আভা অপলকে চেয়ে দেখলে, তার সুষ্ঠু ও সুশ্রী দেহের পানে। চলার দৃপ্ত ভঙ্গীমা ও প্রাণচঞ্চল চোখের উজ্জ্বল দীপ্তির পানে। তার ভালো লাগল।

হাত ধ'রে কাছে টেনে নিয়ে আভা জিজ্ঞেস করলে, বোর্ডে তুমি লিখেচো?

সোজাসুজি তার চোখে চোখ রেখে বাবু বললে, আমি লিখেচি।

—নিজেই লিখলে, না সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে লিখেচো?

—নিজেই লিখেচি। কারুকে না জানিয়ে নিজেই আমি লিখেচি। দোষ ক'রেছি দিদিমণি?

ঘাড় নেড়ে আভা বললে, না, না। দোষ করবে কেন? বেশ তো লিখেচো। তোমার নাম কি, বোর্ডে গিয়ে লেখতো।

খড়ি হাতে নিয়ে বাবু বোর্ডের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। আভা তার হাতে ঝাড়ন খানা দিয়ে বললে, মুছে দাও লেখাগুলো। তারপর লেখো।

কি-ভেবে বাবু বললে, থাক্ না লেখাগুলো। জায়গা রয়েছে তো। এইখানেই লিখি।

সুন্দর হাতে বাবু স্পষ্ট ক'রে লিখলে, 'আমার নাম অমিয়কান্তি ঘোষাল। সকলে বাবু ব'লে ডাকে।'

—বাঃ! বেশ নাম তো। তোমার হাতের লেখা ভালো।

আবার তাকে কাছে টেনে নিয়ে আভা জিজ্ঞেস করলে, আমি তোমায় কি ব'লে ডাকবো?

—সকলেই যখন বাবু বলে, আপনিও বাবু বলবেন। বন্ধুকে বাবু ডাকাই ভালো।

আভা সশব্দে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও হেসে উঠলো।

আভা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বাবু ঠিক্ বলেচে। আমরা সবাই বন্ধু।

২

ক্লাশ শেষ হ'য়ে গেলে, সব ছেলেমেয়েরা যখন চলে গেল, বাবু যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে আভাকে বললে, এইবার বোর্ডটা মুছে দোব দিদিমণি?

মৃদু হেসে আভা প্রশ্ন করলে, কেন?

বই খাতা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বাবু বললে, সবাই দেখবে। কী দরকার আমাদের বন্ধুত্বের কথা বড় বড়দিদিমণি বা হেড্-মাষ্টারকে জানিয়ে।

আভার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই একটা মগে জল নিয়ে এসে বাবু বোর্ডটা পরিষ্কার ক'রে মুছে দিল। আভা অপলক বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে রইল। তার চাপা মনে পুলকের শিহরণ জাগ্‌লো।

এক শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রী আছে যাদের খুশী করবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সদাই সচেতন। তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য ছাত্রদের ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। কেউ একখানা রঙীন্ ক্যালেণ্ডার, কেউ একটা ফুল, কেউ দুটো কমলালেবু, কেউ একটা রঙীন্ প্রজাপতি, এমনি কিছু উপহার দেবার জন্য তারা যেন উন্মুখ। ছেলে মেয়েদের মধ্যে চলতে থাকে গোপন প্রতিযোগিতা। আভা সেই দলের। তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলো।

পরের দিন দেখা গেল, বাবু হঠাৎ দশবারোখানা বেঞ্চি টপ্‌কে শেষের দিক হ'তে একেবারে প্রথম বেঞ্চিতে ঠিক দিদিমণির সামনে এসে ব'সেছে। শেষ বেঞ্চের সঙ্গীরা বাবুকে সতর্ক ক'রে দিল। পড়া ক'রে না এলে আবার এইখানে ফিরে আসতে হবে। সে নিঃশব্দে তাদের ভ্রুকুটি ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সে রইল।

বাবুকে লক্ষ্য ক'রে আভা বললে, বাবুর তা হলে লেখাপড়া করবার ইচ্ছে হয়েছে? সে মাথা নীচু করে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। আভা মুখ টিপে হাসলে।

বাবুর সঙ্গে আর বল নেই। লাট্টু নেই। মার্বেল নেই। খেলার কোন সামগ্রী নেই। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কোলের ওপর বই খুলে সে ব'সেছে। সে মনোযোগ দিয়ে আভার পেতি কথাটি বোঝবার চেষ্টা করে। বুঝতে না পারলে, সোজা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করে। তার এই ঔৎসুক্যকে আভা মনে মনে প্রশংসা না ক'রে পারে না।

কিছুদিন যেতে না যেতে আভা বুঝতে পারলে বাবু ছেলেটি সেই জাতের যারা চলার পথে দু'পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পথ চলে। যা দেখে তা সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়িয়ে

যায় না। পথের সামান্য কীট পতঙ্গ থেকে, আকাশের আলোর বিবর্ত্তন পর্য্যন্ত। পৃথিবীকে সে চোখ মেলে দেখতে চায়। যা কিছু দেখে তাকে মন দিয়ে ধরতে চায়। শেখবার আগ্রহ তার অসীম। শুধু পড়ার বই-এর পাতার মাঝে সে আগ্রহ সীমাবদ্ধ নয়।

আভা আসার পর হ'তেই কে যেন বাবুর দুরন্তপনায় ছেদ টেনে দিল। সে আর খেলা করে না। কারুর সঙ্গে ঝগড়া করে না। কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেশে না। সে হঠাৎ শান্ত ও সংযত হ'য়ে গেল। এই বিশাল ধরণীর কোন্ অদৃশ্য লোকের সন্ধানে সে যেন দূর দিগন্তের পানে চেয়ে থাকে। কখনো খোলা ফাঁকা মাঠে কচি ঘাসের ওপর বুক রেখে শুয়ে গাছের পাতায় বাতাসের কানাকানি শোনে। পাখির গান শোনে। কখনো বই পড়ে।

৩

স্কুলের পথে, আভা দেখে দু'পাশে হাত দুলিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, গম্ভীর ভাবে বাবু স্কুল চলেছে। মাথার ঝাঁকড়া গুচ্ছ চুলগুলো গতির তালে দুল্‌ছে আর বাতাসে উড়ছে। রোদের ঝলকে মুখখানা রাঙা হ'য়ে উঠেছে। আভার ডাকে সে হঠাৎ চমকে ফিরে তাকায়। মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির স্বচ্ছ হাসি।

আভা ডাকলে, ছাতার ভেতরে এসো। বড্ড রোদ।

কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বাবু বললে, তোমার বইগুলো আমায় দাও।

আভা হাসে। কেন? বেশতো আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—তা হোক্। দাও না আমায়।

বাবুর গলায় অনুনয়ের করুণ সুর।

আভার বই খাতাগুলো বগলে নিয়ে দুজনে পাশাপাশি চলতে থাকে।

আভা তার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা আমার বইগুলো তুমি ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছো কেন বল'তো?

মুখ না তুলেই বাবু উত্তর দিল, গেলেই বা। আমরা তো বন্ধু।

—তা বটে।

আভা মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করলে।

আভা কিছুক্ষণ পরে বললে, আচ্ছা বাবু, এখন তো তুমি বেশ পড়াশুনা করচো।

বড়ো বড়ো উৎসুক-ভরা চোখ দুটি মেলে বাবু জিজ্ঞেস করল, সত্যি? ভালো পড়ছি? ফাষ্ট হ'তে পারবো?

—কেন পারবে না? সবাই বলে আগে তুমি মোটেই পড়াশুনো করতে না। আমি আসার পর হ'তে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়েচো। সত্যি?

মুখখানা কুঁচকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বাবু বললে, ওরা কেউ পড়াতে জানে না। তাই আমার পড়তে ভালো লাগতো না।

—ওঃ! আভা দাঁতে ঠোঁট চেপে হাসি চাপলে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলে আভা আবার বললে, তা হ'লে তোমার মতে এখানে আমি ছাড়া আর কোন টিচার পড়াতে জানে না। কি বলো বাবু?

প্রসন্নভরা মুখ তুলে বাবু উত্তর দিল, কেউ না।

আভা মুখ ফিরিয়ে হাসে। জিজ্ঞেস করলে, আর সব ছেলেমেয়েরা কি বলে। তারাও কি তোমার সঙ্গে একমত?

—তা জানি না।

—এটা তা হ'লে তোমার একার মত?

—হাঁ। আমার কথা আমি বলতে পারি।

আভা কৌতুকের স্বরে বললে, ঠিক তো। আমার কথাও আমি ব'লতে পারি। আমিও তোমার মত শান্ত শিষ্ট, এমন বাধ্য ছাত্র আর দেখিনি।

—সত্যি? আভার মুখের ওপর বাবুর কৌতূহলী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ল।

—সত্যি। তুমি চেষ্টা করলে, আর ভালো ভাবে পড়াশুনো করলে, আরো ভালো হ'তে পারবে। খুব ভালো।

—আমি চেষ্টা করবো। তুমি পড়ালে আমি পারবো। নিশ্চয় পারবো।

—আমি পড়ালে? অস্ফুট আর্তধ্বনির মতো আভার অগোচরে স্বরটা কণ্ঠ হ'তে বেরিয়ে এলো।

বাবু সতৃষ্ণনয়নে আভার পানে তাকালে। আভা মুখ ফিরিয়ে নিল।

আভা একসময় জিজ্ঞেস করে, তুমি বড় হ'য়ে কি করবে বাবু? কী ইচ্ছে তোমার?

অকুণ্ঠস্বরে বাবু বলে, আমি লিখবো। সাহিত্যিক হবো।

—সাহিত্যিক? খুব উঁচু আশা তো তোমার। সে কিন্তু অনেক পড়াশুনোর দরকার।

—নিশ্চয়। আমার বাবা সাহিত্যিক। বাবার অনেক বই আছে। আমিও অনেক কিছু পড়ি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্র রায়। তুমি পড়বে দিদিমণি? আমি অনেক বই এনে দোব।

—রবীন্দ্রনাথ পড়েচ?

—হাঁ। বাবার কাছে। তোমাকে আবৃত্তি শোনাবো।

আভা তার মুখের ওপর হ'তে উড়ো চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললে, আজই ক্লাশে গিয়ে শুনবো।

স্কুলের কাছাকাছি এসে আভার হাতে তার বইগুলো দিয়ে বাবু বললে, আমি এইখান থেকে একা যাই। আমাদের ভাব দেখে অন্য ছেলেমেয়েরা হিংসে করবে।

ডাগর চোখ দুটি কপালে তুলে আভা বললে, তাই নাকি?

তার বুকের নীচে একটা হাসির তরঙ্গ ফেনিয়ে উঠলো।

স্কুলের পথে, নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে আভার বাসার দোরে হাজিরা দেওয়া বাবুর দৈনন্দিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর আভার হাত হ'তে বইগুলো নিয়ে দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি স্কুল পর্য্যন্ত পথ চলা। আভা লক্ষ্য করে গভীর প্রশান্তিতে বাবুর মুখখানি ভ'রে ওঠে। প্রতীক্ষাকাতর চোখের অতলে ভেসে ওঠে তৃপ্তির আভাস। দুজনের নিভৃত মিলনের এই সময়টুকুর আশায় সে যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকে। দুজনের অন্তরের যত কিছু কথা, এই চলার পথে। এখানে তারা শিক্ষক ছাত্র নয়। গুরু শিষ্য নয়। এখানে তারা বন্ধু। চিরন্তন বন্ধু।

আভা বলে, রোজ রোজ আমার জন্যে এমনি পথের ধারে তোমার দাঁড়িয়ে থাকা আমি পছন্দ করি না। আমার দুঃখ্য হয়।

—আমার কিন্তু ভাল লাগে যে। যা আমার ভালো লাগে না তা আমি করি না।

—তা হবে। কিন্তু—

—না। আমায় মানা করো না আভাদি'। এ আমায় করতেই হবে।

বিস্ময়ের আতিশয্যে আভার মুখখানা আরক্ত হ'য়ে ওঠে। নিঃশব্দে দুজনে পাশাপাশি চলতে থাকে।

আভা জিজ্ঞেস করে, তোমার মা'কে মনে আছে বাবু?

—না। আমার তখন জ্ঞান হয়নি। বাবার কাছে মায়ের ছবি দেখেছি। অনেকটা তোমার মতই দেখতে।

—তাই বুঝি আমাকে তোমার ভালো লাগে?

—তা জানি না।

আভার ঠোঁটে ভেসে ওঠে ক্ষীণ হাসি। কিন্তু বুকের নীচে ফেনিয়ে ওঠে, ব্যথার দীর্ঘশ্বাস।

বাবু মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে বললে, একা একা বাড়ীতে ভালো লাগে না তাই—

—তাই কি? আভা চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলে।

বাবু বললে, কাল রবিবার। চলোনা আভাদি, কাল দুপুরে কোথাও বেড়িয়ে আসি। পায়ে হেঁটে যতোদূর পারি। মাঠে মাঠে, গঙ্গার ধারে ধারে। বাঁধের কাছে। সঙ্গে নিয়ে যাবো, খাবার, চা। মাঠে ব'সে দুজনে খেয়ে দেয়ে আবার সন্ধ্যেয় ফিরে আস্‌বো। আমি প্রায়ই বাবার সঙ্গে যাই।

—বাবার সঙ্গেই যেয়ো। আমার অনেক কাজ।

—বাবা তো এখানে নেই। কলকাতা গেছে।

—তবে তুমি যেয়ো।

৪

রবিবার।

দুপুরে, বাবু একা শুয়ে বাঙলা রবিন্ হুড্ পড়ছিল।

হঠাৎ জুতোর শব্দে সচকিত হ'য়ে চেয়ে দেখলে, দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আভা মিটিমিটি হাসছে।

—আভাদি! বাবু লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঘরে ঢুকে আভা বললে, কই, বেড়াতে যাবে যে।

আভার পিঠে লম্বা বিনুনী, কাঁধে ষ্ট্রাপ দেওয়া রঙীন্ কীট। শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়ানো।

—তুমি যাবে? মিছিমিছি বললে যাবে না, তাইতো চুপটি ক'রে শুয়েছিলুম। জামাকাপড় পরিনি। কিছু যোগাড় করিনি।

বিছানার একপাশে ব'সে ঘরখানা দেখতে দেখতে আভা বললে, কিছু করতে হবে না। জামাকাপড় পরে নিয়ে চলো।

বাবু হাফ্-প্যাণ্ট আর সার্ট গায়ে দিয়ে, জুতোর ফিতে বাঁধতে বসলো। আভা তার মাথা আঁচড়ে দিল। স্নো আর পাউডার ঘষে মুখখানা উজ্জ্বল ক'রে তুললে। তারপর মুখখানা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে গালে একটি চুমো দিয়ে বললে, সুন্দর হ'লে কি হবে, মুখখানা দুষ্টুমী মাখানো।

নিজের জুতো দুটো ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে, হঠাৎ বাবু আভার পায়ের কাছে ব'সে বললে, তোমার জুতোয় বড্ড ধূলো আভাদি, ব্রাশ ক'রে দিই।

—ওরে, না না।

আভা বাধা দেবার চেষ্টা করল'। কিন্তু বাবু তার পায়ের ওপর একখানা হাত রেখে, উবু হ'য়ে ব'সে ব্রাশ দিয়ে জুতো ঘষতে লাগল'।

অস্বস্তির সঙ্গে একটা অজানা পুলকের বন্যায় আভার দেহমন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। সে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে বাবুকে নিঃশব্দে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন করলে।

বাবু একটা টিনের কৌটো হ'তে এক মুঠো 'টফি' বের ক'রে পকেটে রাখলে।

—একটা চক্‌লেট খাও আভাদি'।

দুজনে দুটো টফি গালে পুরে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

উঃ! কী মজা! লোকালয় হ'তে দূরে, ছায়া-ঘন বনপথে, নদীর শ্যামল তীরে তীরে ছুটোছুটি ক'রে দুজনে শ্রান্ত হ'য়ে বাঁধের ওপর একটা গাছের নীচে এসে বসল'। দূর দিগন্তে ঘনবনের মধ্যে তাল গাছগুলো মাথা উঁচু ক'রে উঠেছে। কোথাও মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়। বাঁধের নীচে বিস্তৃত বালুচর। নদীর আঁকাবাঁকা জলরেখা। পরপারে বিস্তৃত শূন্য মাঠ। বুনো গাছের ঝোঁপঝাড়। নদীর বুকে জেলেডিঙ্গী। মাল বোঝাই পাল তোলা নৌকো। ওপারের নদীর কিনারায় হংসবলাকার ঝাঁক পাখা ঝাপ্টানি দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে চড়ে বেড়াচ্ছে। দুজনে ব'সে ব'সে দেখে। শ্রান্ত হ'লেও ভেতরের উল্লাস তাদের ঝিমিয়ে পড়তে দেয়নি।

বাবু আনন্দে আত্মহারা। আভার মতো বন্ধু পেয়ে, আভাকে খেলার সাথী পেয়ে আনন্দের গৌরবে তার ছোট্ট বুকখানি বোঝাই হ'য়ে উঠেছে। আর আভা! আভা যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঘুমের ঘোরে

চলে এসেছে অন্য এক জগতে। অভিনব অজানা সে জগৎ। সে নিজের অতীতে ফিরে এসেছে। মুছে গেছে জীবন হ'তে তাদের বয়সের পার্থক্য। বর্ত্তমানের বেড়া টপকে সে ফেলেআসা জীবনের আঙিনায় আবার ফিরে এসেছে। বাবুর জগতে এসে সে বাবুর হাত ধ'রে দাঁড়িয়েছে। সে বাবুর সঙ্গে গাছের শাখা ধ'রে দুলেছে। বনফুল তুলেছে। প্রজাপতি ধ'রেছে। বাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ঝাঁপ ক'রেছে। বাবুর গলায় গলা মিলিয়ে ছেলেবেলার গান গেয়েছে। আভা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সমস্ত সত্ত্বা ডুবিয়ে দিয়েছে, বাবুর আনন্দময় চেতনার গভীরে। বাবুর শিশু মনের সঙ্গে সে নিবিড়ভাবে মিশে গেছে। ফ্রক-পরা ছোট্ট মেয়েটির মত অজস্র আনন্দের উপকরণে বুক বোঝাই ক'রে সে প্রাণচঞ্চল বাবুকে চঞ্চলতর ক'রে তুলেছে।

বাবু তন্ময় হ'য়ে আভার মুখের পানে চেয়ে থাকে। আভা গল্প বলে, বাবু তার কোলের ওপর কনুই-এর ভর দিয়ে উবু হ'য়ে ব'সে শোনে। আভা লক্ষ্য করে তার চোখে পলক নেই। সে সমগ্র চেতনা দিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে আছে। বিশ্ব-সংসার তার চেতনা হ'তে লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

ফেরবার পথে বাবু বললে, আচ্ছা আভাদি, আমরা যদি সব সময় এক সঙ্গে থাকতে পেতুম।

অন্যমনস্ক আভা চম্‌কে ওঠে। তার পানে চকিত দৃষ্টি মেলে চাইতেই সে বললে, এখুনি দুজনে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যাবে। ভারী বিশ্রী লাগে।

দাঁতে ঠোঁট চেপে মৃদু হেসে আভা বললে, ভারি মন কেমন করে, না রে ?

—উঃ! আমার ভারী মন কেমন করে আভাদি'।

—আমারো।

আভা তাকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা বাবু, আমি যদি এ স্কুল হ'তে চলে যাই, কিংবা—

বাবু তাকে বলবার অবসর না দিয়েই ব'লে উঠলো, তুমি যে স্কুলে যাবে, আমিও ট্রান্সফার নিয়ে সেইখানে যাবো।

—তা কি হয়। অন্যদেশে তুমি যাবে কেমন ক'রে ?

বাবু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, মিছে কথা, তুমি এ স্কুল ছাড়বে কেন ?

আভা হাস্‌তে হাস্‌তে বলে, আমি কি চিরদিনই চাক্‌রী করবো ?

—তবে কি করবে ?

—বাড়ী চ'লে যাবো। কিংবা বিয়ে হ'লে শ্বশুর বাড়ী যাবো।

বাবুর মুখখানা সহসা শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। একথা তো তার মনে হয়নি। সে শিউরে উঠে এমনিভাবে আভাকে চেপে ধরলে, যেন এখুনি কেউ তাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আভার বুকের নীচেটা টনটন্ ক'রে উঠলো। বাবুর মাথায় হাত রেখে সে মিহিস্বরে বললে, সত্যি বাবু, আমাদের দুজনের এতো ভাব কিন্তু ভালো নয়। ছাড়াছাড়ি হ'লে দুজনেরি ভারি কষ্ট হবে। অথচ ছাড়াছাড়ি একদিন হবেই।

—কেন ? শঙ্কিত চোখের সচকিত দৃষ্টি দিয়ে বাবু তার মুখের পানে চায়।

আভা লক্ষ্য করে অশ্রুভারে তার চোখ দুটি ছলছল করছে। আভা কথা ব'লতে পারে না।

বাবু হঠাৎ রুদ্ধস্বরে আভাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি চ'লে গেলে কি আর তোমায় দেখতে পাবো না ?

আভা মনে মনে হাসলে। কিন্তু তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে প্রাণটা আকুলি বিকুলি ক'রে উঠলো। বললে, তা কেন পারবে না।

দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে নিঃশব্দে পথ চলতে থাকে।

৫

এক হপ্তা পরে।

টিফিনের সময় আপিস্ ঘরে বাবুর ডাক পড়ল। বাবু ঘরে ঢুকে দেখে, বড়দিদিমণি, হেড-মাষ্টার, পণ্ডিত আর আভা ঘরে ব'সে আছে। আভার রুক্ষ কঠিন মুখের পানে চেয়ে বাবু শিউরে উঠলো। আভার এ মূর্ত্তি সে কোনদিন চোখে দেখেনি। কান থেকে সারা মুখখানা তার আগুনের মত গন্‌গণে লাল। চোখদুটো দেখলে মনে হয় যেন পাথরের চোখ। শক্ত নিঃসাড় মূর্ত্তির মতো কাঠ হ'য়ে ব'সে আছে। তার মুখের পানে চাইতে বাবুর সাহস হলো না। ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে বাবু চারিদিকে তাকালে। কেউ কোন কথা বললে না। স্তব্ধতায় ঘরখানা ভারী হ'য়ে উঠেছে।

বড়দিদিমণি আভার পানে চেয়ে বললে, চুপ ক'রে রইলে কেন, জিজ্ঞেস করো।

আভা কঠিন স্বরে উত্তর দিল, আপনারা থাক্‌তে আমি কেন জিজ্ঞেস করবো? আপনারা করুন। সাজা দিতে হয় আপনারা দিন।

হেড্-মাষ্টার বয়সে প্রবীণ। মাথা নেড়ে বললে, কিন্তু ছেলেটি যে তোমাকে ছাড়া আর কারুকে মান্‌তে চায় না।

আভা নির্লিপ্তের মত বললে, যাতে মানে তার ব্যবস্থা করুন। শাস্তি দিন। তাতেও না হয়, রাস্‌টিকেট করুন।

বড়দিদিমণি বললে, ওকে শাস্তি দিতে গেলে, নিজের সম্মান বাঁচানো দুষ্কর। আমাকে বলে কি, আভাদি'র পায়ের ধূলোর যুগ্যি নও।

আভা দাঁতে দাঁত ঘষে বাবুর পানে মুহূর্ত্ত অগ্নিদৃষ্টি বর্ষন ক'রে চোখ নামিয়ে নিল।

বাবু কথা বললে। বড়দি'মণি আমাকে বললে কেন, ছোটদি' তোমার মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছে।

আভা মাথা নীচু ক'রে বললে, ওর নাম কেটে দিয়ে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিন।

অসহায় আর্ত্তদৃষ্টি মেলে বাবু আভার মুখের পানে তাকালে।

বড়দি শ্লেষের কণ্ঠে ব'লে উঠলো, তবু ওকে শাস্তি দিতে তোমার হাত উঠবে না?

হেড্-মাষ্টার বললে, ছেলেমেয়েরা সবাই বলে, তুমি ওকে অত্যধিক আদর দাও।

বড়দি বললে, শুধু ছেলেমেয়েরা বল্‌বে কেন, আমরাও দেখেছি। যখন তখন, যেখানে সেখানে ছেলেটা তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে।

—অতএব আমাকেই হাতে ক'রে ওকে শাস্তি দিতে হবে। এই না আপনাদের ইচ্ছে?

বড়দি বললে, সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছে তোমাকে ঘিরে। নীলিমা মেয়েটাকে ও মেরেছে কেন জানো?

আভা উত্তর দিল, শুনেচি। নীলিমা আমাকে সুন্দর না ব'লে কালো বলে।

সকলে হেসে উঠল'। বাবু বললে, মিছে কথা। শুধু কালো বলেনি। আভাদি'কে সে গাল দিয়েছে।

আভা দৈবাৎ ক্রুদ্ধ সিংহীর মতো বাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। বললে, আভাদি'কে গাল দিয়েছিল তা তোর্ কি ? তুই তাকে শাসন করবার কে ?

আভা যেন ক্ষেপে উঠেছে। বাবুর চুলের মুঠি ধ'রে তার গালে পিঠে অজস্র কিল, চড় মারতে লাগল। বাবুর মুখে টুঁ শব্দটি নেই। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মার খেল।

বড়দি' বাধা দেবার চেষ্টা করলে আভা বললে, আপনারা কেউ কথা বলবেন না। না দেখতে পারেন, ঘর হতে বেরিয়ে যান্। আমাকে ওকে শাস্তি দিতে দিন্।

আক্রোশে ফুল্‌তে ফুল্‌তে আভা মুঠোর মাঝে বাবুর চুলগুলো চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস করলে, বড়দি'কে কী ব'লেচো ?

বাবু কাকুতির স্বরে বললে, অন্যায় করেছি। আর করবো না। মাপ চাইছি।

সকলে চাপা হাসি হাসলে। শব্দায়িত হাসির তরঙ্গ আভার গায়ে আগুন ছিটিয়ে দিল। সে রাগে অন্ধ হ'য়ে তার চুলের মুঠিশুদ্ধ মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, আমার কাছে মাপ চাইলে কি হবে, ওঁর পায়ে ধরে মাপ চাও।

আভা সজোরে তাকে ঠেলে দিল, বড়দি'র পায়ের কাছে। বাবু কিন্তু সে প্রচণ্ড ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে, ছিটকে গিয়ে পড়ল বড়দি'র চেয়ারের ওপর। হাতলের আঘাতে তার কপালটা কেটে, রক্তের ধারায় মুখখানা ভেসে গেল। বাবু সেই অবস্থাতেই বড়দি'র পা দুটি দুহাতে স্পর্শ করে বললে, মাপ চাইচি বড়দি' !

সকলে স্তম্ভিত, হতবাক্।

নিঃশব্দে, আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে আভা বাবুর রক্তাপ্লুত মুখের পানে চেয়েছিল। দৈবাৎ সে ছুটে গিয়ে আঁচল দিয়ে তার ললাটের ক্ষতস্থানটা চেপে ধরলে। অস্ফুট আর্ত্তস্বরে ডাকলে, বা-বু!

আভার বুকে মুখ লুকিয়ে বাবু উত্তর দিল, আভাদি!

ত্র্যস্তে আভা তাকে দুহাতে বুকে তুলে নিয়ে ঘর হ'তে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, তোকে আমি খুন করলুম বাবু'।

বাবু আভার কাঁধের ওপর কানের কাছে মুখ রেখে বললে, তুমি তো কিছু করোনি আভাদি। আমিই তো পড়ে গেলুম।

আভার চোখের অশ্রু আর বাবুর কপালের তাজা রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে প'ড়ে আভার শাড়ীখানা রাঙিয়ে দিল। আভা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো, পথে। নিঃশব্দে পেছনে দাঁড়িয়ে রইল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো হতবাক্ জনতা। কারুর কথা বলবার শক্তি বা সাহস হলো না।

দ্বিতীয় স্তবক

১

এ কাহিনীর যবনিকা উঠছে, দীর্ঘ দশ বছর পরে। সংসার রঙ্গ-মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে, আভার পাশে কুড়ি বছর বয়সের বাবু। বাবুর দেহে যৌবনের সমারোহ। সর্বাঙ্গে ঝল্‌মল্‌ করছে বলিষ্ঠ পৌরুষ। চোখে-মুখে মনুষ্যত্বের প্রখর প্রকাশ। সে সম্প্রতি বি,এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'য়ে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

আভা আজো সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি। দশ বছরের প্রভাব তার দেহমনে বিশেষ পরিবর্ত্তন আন্‌তে পারেনি। দীর্ঘ দিন ধ'রে সে নিরলস সাধনা করেছে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর মত সে দুশ্চর তপস্যা করেছে, বাবুর কল্যাণ কামনায়। সেই তার জীবন। বাবুর পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর হ'তে দেহের নিঃশ্বাসের মত সে সহজভাবে তাকে গ্রহণ ক'রেছে। আত্মার এই দুর্নিবার আকর্ষণকে সে অস্বীকার করতে পারেনি।

আভাও ইতিমধ্যে বি,এ, বি,টি পাশ ক'রেছে। সে এখন ডেভিড্‌ হেয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

শিল্পীর মন নিয়ে সে বাবুকে দিনের পর দিন গ'ড়ে তুলেছে। মাটির তাল নিয়ে পটুয়া যেমন মূর্ত্তি গড়ে, তেম্‌নি ভাবে কাদার তালের

মত্ত বাবুর নরম মনকে সে রূপায়িত করেছে, তার স্বপ্ন রঙীন্ তরুণ মনের স্পর্শ দিয়ে। অন্তরের সমস্ত সম্পদ ও নারী মনের অকাতর স্নেহ দিয়ে সে তার শিশু মনে প্রেরণা জুগিয়েছে। বালকের স্নেহপিপাসু মন, আভার স্নেহের আস্বাদে বিভোর হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল' তার বক্ষপিঞ্জরে। আভা দিল তার স্নেহপক্ষপুট বিস্তার ক'রে। সেই ছায়াশীতল পটভূমিতে বাবু দিনে দিনে বেড়ে উঠলো। শৈশব হ'তে কৈশোরে, কৈশোর হ'তে যৌবনে। তার ধ্যান ধারণা, চিন্তা ও স্বপ্ন সব কিছুই আভাকে কেন্দ্র ক'রে। আভা তার জীবনে ঘুমের মত সহজ হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল'। বাবুর বিড়ম্বিত জীবনকে সার্থক ক'রে তোলবার সমস্ত দায়ীত্ব সে গ্রহণ করল, বুক পেতে।

বাবুর প্রতিভা প্রখর। প্রাণশক্তি প্রচুর। কাজেই সে এগিয়ে গেল, দ্রুততালে। ফার্ষ্ট হলো ম্যাট্রিকে। ফার্ষ্ট হলো আই, এ-তে। সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি, এ-তে হলো ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট।

বাবুর জীবনে আভার আবির্ভাব নিছক দৈবের ঘটনা। প্রথম যখন এই ছেলেটি আভার নারীমনের স্নেহের দুয়ারে করাঘাত ক'রেছিল, আভা একটা খেলার ছলেই তখন তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। নিকটতম সান্নিধ্য দিয়ে তাকে খুশী করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবুর শিশু আত্মার প্রচণ্ড আকর্ষণ আভার রিক্ত মনে প্রলয়ের সূচনা করলে। তার হৃদয় ছিঁড়ে তচনচ ক'রে দিল। সেই ক্ষুদ্র দস্যুর স্পর্শানুভূতি তার তন্দ্রাকাতর চোখে নবপ্রভাতের আলো জেলে দিল। আত্মাকে সচকিত ক'রে তুলল' নবজীবনের গানে। ব্যথিত আত্মা তার সৌন্দর্যে বিকশিত হ'য়ে উঠলো। আসল সৌন্দর্যের মাঝে যে ব্যথার অনুভূতি, সেই ব্যথা দিয়েই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করলে।

আভা দিনের পর দিন, যতোই বাবুকে কাছে টেনে নিয়েচে, ততই এক অজানা ব্যথার আঘাতে তার নারী আত্মা ভেঙে প'ড়েছে। এই ব্যথাই আত্মার বিকাশ। আত্মার চেতনা। এই জাগ্রত চেতনাই আদিম মানবকে স্বর্গোদ্যান হ'তে বিতাড়িত করেছিল। আবার এই চেতনাই মানুষকে শাশ্বত বিশ্বাসের অধিকারী ক'রেছে।

আভার মনেও একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, বাবু আন্‌বে তার জীবনে সার্থকতা। বাবু তার জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য। বাবুকে সগৌরবে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আজো সে অতন্দ্র।

২

আভা থাকে স্কুল হোষ্টেলে। বাবু নিজের কলেজ হোষ্টেলে।

সন্ধ্যের পূর্বে বাবু আভার হোষ্টেলের ঘরে এসে দেখলে, ঘরের তালা বন্ধ। আভা তখনো স্কুলের আপিসে কাজ করছে। বাবু সোজা আপিসে গিয়ে হাজির হলো। আভা মুখ তুলে তার পানে তাকাল। শ্রান্ত মুখে ফুটে উঠলো, প্রীতির হাসি। শ্লেষের কণ্ঠে বাবু বললে, কাজের যে শেষ নেই।

আভা বাঁ হাতে মুখের ওপর হ'তে লতানো চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে উত্তর দিল, কাজ না করলে আর শেষ হবে কেমন ক'রে ?

সামনের একখানা চেয়ারে ব'সে বাবু বললে, সারাদিন ক্লাশ ক'রে আবার বিকেল থেকে এই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বদ্ধ ঘরে ব'সে কাজ করলে, ইউ উড্‌ কিল্‌ ইয়োরশেল্‌ফ।

আভা হাসতে হাসতে উত্তর দিল, তা হ'লে তো হাড়ে বাতাস লাগে। তুমিও জুড়োও।

ভুরু কুঁচকে বাঁকা চোখে বাবু বললে, তুমি কিন্তু একথাটা ভুলে যাও কেমন ক'রে যে আমার জন্যে তোমার বেঁচে থাকাটা প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন। আর তোমার ধর্ম।

কৃত্রিম ক্রোধে চোখ দুটি ভরে আভা বললে, আমায় জ্বালাস্ নি বাবু! সারাদিন এই হাড়ভাঙা খাটুনি। এক কাপ চা পর্যন্ত এখনো পেটে পড়েনি। এই চাবি নাও। ঘর খুলে ব'সো। আমি আস্চি।

বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তিভরে বললে, চাকুরী ছেড়ে দাও। এ ভাবে—

বাধা দিয়ে আভা ব'ললে, খাবো কি ?

বাবু নিঃশব্দে পকেট হ'তে একখানা মোটা খাম বের ক'রে আভার টেবিলে ছুড়ে দিল। চিঠিখানা আভাকে পড়তে দিয়ে সে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

চিঠিখানা পড়ে আভা মনে মনে হাসলে। চিঠিখানা সেণ্ট-জেভিয়ার স্কুলের লেটার অব্ এপয়েণ্টমেণ্ট। কর্তৃপক্ষ বাবুকে ইংরেজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেচে। তিন শো টাকা মাইনেয়। যুক্ত কর দুটি কপালে ঠেকিয়ে আভা আঁচলে চোখ মুছলে।

ঘরে ফিরে আভা দেখলে ইলেক্ট্রিক ষ্টোভ জেলে বাবু চায়ের জল গরম করতে দিয়েছে।

হাসতে হাসতে আভা বললে, আমার ফিরতে তর্ সইলো না বুঝি ?

বাবু সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে উঠলো. চিনি নেই। দুখানা বিস্কুট পর্যন্ত ঘরে নেই। শুধু মেয়ে ঠেঙাতেই শিখেচো। ঘর সংসার করা তোমার দ্বারা হবে না। হোপ্‌লেশ।

আভা ড্রেসিং টেবিলের ওপর ব্যাগ ও বইখাতা রেখে হাস্তে হাস্তে বললে, চুপ ক'রে বসো। আমি সব ঠিক্ ক'রে দিচ্ছি।

—কিছু করতে হবে না। মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় বদ্‌লে নাও। শুধু এক কাপ ক'রে চা খেয়ে চলো, আমার সঙ্গে। ফ্লুরীতে গিয়ে চা খাওয়াবো। তারপর মেট্রোতে একখানা ভাল বই হ'চ্ছে।

—ইস্! দম্‌কা খরচ। ব্যাপার কী? চাক্‌রী হ'য়েচে ব'লে নাকি?

আভা ক্ষিপ্র সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে তাকাল।

—গুড্ গ্রেসাস্! খরচ আমি কেন করবো? খরচ করবে তুমি। গৌরী সেন না থাক্‌লেও আমার আছে আভা সেন। আমার পকেট একেবারে ভ্যাকুম্।

স্পেলেন্‌ডিড! খাওয়াবে তুমি, আর টাকা দোব আমি?

কপালে চোখ তুলে আভা বিছানার ধারে ব'সে পড়ল'।

—নিয়মের ব্যতিক্রম আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। প্রাত্যহিক জীবনের নিয়মকানুন্ একদিনে বদ্‌লে যাবে? খরচ করবো আমি। টাকা জোগাবে আমার ব্যাঙ্কার। যা চিরদিন হ'য়ে আস্‌চে।

বাবু ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল'। বাবুর এই হাসির একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। প্রথমদিনেই শিশু মুখের এই মধুর হাসি আভাকে আকৃষ্ট করেছিল। এখন সেই হাসি বাবুর যৌবন-পরিপুষ্ট অধরে আরো তীব্র, আরো প্রখর হ'য়ে উঠেছে। বিদ্যুতের শিখার মত সে হাসি নারী মনের আপ্রান্ত উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। অস্থিতে কাঁপুনী ধরায়। বাবুর দাঁড়ানোর এই অদ্ভুত ভঙ্গীটি দৈবাৎ আভার মনের গভীরে একটি মোহাবেশ রচনা করে। তার সৌন্দর্য সুষমা যেন নিঃশ্বাস কেড়ে নেয়। দীর্ঘ ছিপছিপে সুগঠিত দেহ। উন্নত কাঁধ। চওড়া ছাতি। সরু কোমর।

মাথায় পশমের মত কালো ঝাঁকড়া চুল। মুখে নারীর মাধুরী। উজ্জ্বল চোখে প্রতিভার প্রখর দীপ্তি। সোজা শাণিত নাক। গ্রীক দেবতার মত মুখের নিখুঁত ছাঁদ। আর এই ইংরাজী পোষাকে এমনি সুন্দর মানায় ওকে!

আভার এক তরুণী ছাত্রী বাবুকে দেখে বলেছিল, কবি শেলীর ছবির মত দেখতে। পুরুষের এ সৌন্দর্য দুর্লভ। বুনো গাছে মনোহর ফুলের মত। বাবু প্রকৃতির আকস্মিক সৃষ্টি। দৈবের রচনা। তার আকৃতি ও গঠন এমনি সম্পূর্ণ যে তাকে দেখায় আনন্দ আছে। বারবার দেখতে ইচ্ছে করে।

সেণ্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র সে। পাশ্চাত্যের রীতি-নীতি ও আদর্শ তার পরিচ্ছন্ন দেহে। দেহের আবরণ পদ্ধতিতে। চলার ক্ষিপ্র গতি ভঙ্গীতে।

৩

সাজসজ্জা ক'রে আভা এসে দাঁড়াতেই, বাবু তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে উঠলো, হাউ নাইস্। হাউ প্রেটি! বেবী ডিয়ার।

—দুষ্টুমী ক'রো না, ছাড়ো।

আভা স'রে গিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াল। বাবু তার পাশে দাঁড়িয়ে আয়নার প্রতিচ্ছবির পানে দেখিয়ে বললে, দেখচো আভাদি' আমার কাঁধ তোমার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আভার মাথাটি সযত্নে নিজের কাঁধের ওপর চেপে ধরলে।

আভা ছোট্ট মেয়েটির মতো খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বললে, তাতেই কি প্রমাণ হ'য়ে গেল যে তুমি মুরুব্বি হ'য়ে উঠেছো?

হঠাৎ এটেন্‌শনের ভঙ্গীতে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে বাবু বললে, নিশ্চয়! আমি মানুষ। এ ম্যান্ অব দিস্ ওয়ারলড্।

তরল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে, আভা তার গালে মৃদু করাঘাত করলে। হাস্‌তে হাস্‌তে ভিজে গলায় বললে, সত্যি। আমার সেই বাবু। এ যেন বিশ্বাস করতে মন চায় না। দশ বছর আগের সেই বাবুকে এর মাঝে খুঁজে পাই না।

বাবু তার ছোট্ট নিটোল হাতদুটি চেপে ধ'রে বললে, মেয়েরা পেছনের পানে চেয়ে দেখতে ভালোবাসে ব'লেই তারা এগোতে পারে না। আমরা সামনের দিকে চেয়ে থাকি।

আভা বললে, মেয়েরা পুরুষের পিছু পিছু চল্‌তে চায়।

—না। আধুনিক মেয়েরা তা বলে না। তারা চল্‌তে চায় পুরুষের পাশে পাশে।

আভা হেসে বললে, এগিয়ে যেতে তো চায় না।

—চায়। পারে না।

—তাই নাকি?

আভা ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ার থেকে টাকা বের করতে করতে বললে, এ রকম ক'রে খরচ করলে টাকা পাই কোথা বল' তো?

বাবু খোলা টানাটার গর্ভে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললে, টাকার আবার ভাবনা কি? এখন থেকে দুজনে রোজগার করবো। ক'টাকা নিলে?

মুখ ফিরিয়ে আভা উত্তর দিল, কুড়ি টাকা। যথেষ্ঠ।

বাবু সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলো, যথেষ্ঠ। ওইতেই হবে। তবে—

ঢোঁক গিলে চিবিয়ে চিবিয়ে বাবু বললে, তবে সঙ্গে দশ পাঁচ টাকা বেশী থাকা ভালো।

—খুব দুষ্টু! আভা হাসলে।

হঠাৎ কি ভেবে পাশের ড্রয়ার হ'তে ক'টা চক্‌লেট বের ক'রে বাবুর হাতে দিয়ে বললে, চক্‌লেট খাও, দুষ্টু ছেলে।

—এখনো তুমি চক্‌লেট খাও? কচি খুকী।

—আমার জন্যেই তো রাখি।

আভা হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলো।

—হাস্‌চো যে?

—একটা কথা মনে পড়ল।

—কী, শুনতে পাই না?

—আগে তুমি বলতে, আমি নাকি চকলেটের চেয়ে মিষ্টি।

আভার একখানা হাত ধ'রে বাবু বললে, এখনো তাই বলি। অ্যাজ্‌ সুইট্‌ অ্যাজ এভার। মাই সুইটেষ্ট ডিয়ারি!

আভার হাতের ওপর চুমো খেয়ে বললে, কিন্তু পেছনের আমিই তোমার সর্বস্ব। বর্ত্তমানের আমাকে তুমি চাও না।

আভা তার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে শাসালে, ডোনচ বি নটি।

৪

বিশ্বের আনন্দ আভার বুকে। কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। সে নিজেকে ধ'রে রাখতে পারে না। বাবু তার সারা বাঙলার, বছরের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। তারি হাতে-গড়া বাবু। তার অন্তর অন্তরীক্ষের ভাস্বর নক্ষত্র। তার নারী মনের যা কিছু মধু, যা কিছু শুভ্র ও পবিত্র সব দিয়েছে, ওকে অঞ্জলি ভরে। সেই ওর চোখে জ্ঞানের আলো

দিয়েছে। নিজের মনের ঐশ্বর্য নিংড়ে ওর মনকে সম্পদশালী ক'রে তুলেছে। বাবু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। ভারতী দিয়েছে বিদ্যা। ভাগ্য দেবে বিত্ত। পুণ্যময় শিক্ষাব্রত নিয়ে সে সংসারে পদক্ষেপ করছে। রঙীন্ ফানুসের মতো আভার মন উধাও হ'য়ে যায়, কোন্ এক অলক্ষ্য আনন্দলোকের পানে।

বাস্তবকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। অপরিমিত সৌভাগ্যে তার আস্থা নেই। তাই কেবলই তার মনে হয়, কেমন ক'রে সম্ভব হলো এই সৌভাগ্য। অথচ এই আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের সাধনায় কত বিনিদ্র রজনী সে অতিবাহিত ক'রেছে। সে কথা হয়তো আজ তার মনে নেই। সব তলিয়ে গেছে অতীতের গর্ভে। বাবু বলে, অতীতকে মন্থন ক'রে লাভ কি? কিন্তু আভার সত্যিকার পরিচয় যে সেইখানে, সে কথা সে বোঝে না কেন?

প্রথম যেদিন এই জীবননাট্যের সুরু হলো, আভার জীবন ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত। তার জীবন ছিল আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। বাবুর আবির্ভাবে ও দুটি হৃদয়ের অদৃশ্য যোগাযোগের নিবিড়তম বন্ধনে, তার জীবনযাত্রার ধারা গেল বদলে। বাবুর আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, তার সমস্ত পৃথিবী। নিজের জন্য সে কোনদিন তপস্যা করেনি। সুষুপ্ত রাত্রির স্তব্ধতায় বিনিদ্র নয়নে কঠোর তপস্যা করেছে, বাবুর কল্যাণ কামনায়। নিজের আসন্ন যৌবনকে উপবাসী রেখে সে মত্ত হ'য়ে উঠল', শিশুর মমতায়। এ সব স্মৃতির তরঙ্গকে সে ঠেকিয়ে রাখবে কেমন করে?

বাবুর এখন ছুটি। কোন কাজ নেই। অফুরন্ত তার অবকাশ। সময়ের আনাগোনার হিসেব নেই। সময়ে-অসময়ে আভার কাছে এসে

হাজির হয়। অকারণে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মুখে কিছু না বললেও, আভার চোখে ধরা পড়ে তার এই অধীরতা। বাবুর মন আভার কাছে খোলা বই। মুখস্থ যে তার সারা বইখানা। আভা মনে মনে হাসে।

রবিবার। বেলা প্রায় দশটা। আভা স্নানাগার হ'তে ফিরে এসে দেখলে, হোষ্টেলের ছাত্রী সুনন্দা আর বাবু পাশাপাশি ব'সে গল্প করছে।

ঘরে ঢুকে আভা জিজ্ঞেস করলে, এমন অসময়ে যে?

—এখানে আস্‌বো তার আবার সময়-অসময় কি? বাবুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস। আভা মনে মনে হাসলে।

বললে, চান্ করবার, খাবার সময় হ'য়েচে, তাই।

বাবু তার পানে বাঁকা চোখে চেয়ে বললে, একঘেয়ে হোষ্টেলে খেয়ে খেয়ে অরুচি ধ'রে গেল।

বাবুর মুখের ভঙ্গি দেখে সুনন্দা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

আভা তাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, নন্দা, ঠাকুরকে বলোতো আমাদের দু'পেয়ালা চা দিতে।

সুনন্দা ঘর হ'তে বেরিয়ে গেলে, আভা তার ভিজে চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিতে দিতে বললে, এটাও তো হোষ্টেল। আমাদের এখানে কি তোমাদের হোষ্টেলের চেয়ে ভালো খাওয়া হয়?

বাবু অবাক্ হয়ে আভার সদ্যোস্নাত অনাবরিত দেহাংশের পানে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আভার গায়ের রং ফর্শা। সাবানের ফেনায় দেহের শুভ্রতা যেন শুভ্রতর হ'য়ে উঠেছে। অত্যুজ্জল সাটিনের মতো মসৃণ ত্বক দুধের মত সাদা। চোখে চমক লাগে। তার সর্বাঙ্গে তারুণ্যের প্রখর প্রকাশ। ত্বকের এই অপূর্ব মসৃণতা সচরাচর দেখা

যায়, যৌবনের উন্মেষে। বাবু অন্যমনস্কে উত্তর দিল, আমি কেমন ক'রে জানবো?

সুনন্দা নাচের ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে, চা আন্‌চে। আর কিছু খাবার দিতে বল্‌বো কি দিদিমণি?

উৎসাহের কণ্ঠে বাবু বললে, নিশ্চয় বলবে।

আভা বললে, ব'লে দিয়ে তুমি চান্ করগে। বেলা হ'য়ে গেছে।

করুণ দৃষ্টিতে বাবুর পানে চেয়ে সুনন্দা ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

সে দৃষ্টির বাইরে গেলে বাবু সশব্দে হেসে উঠলো। আভাকে বললে, আহা! পুয়োর ডিয়ার! ওকে তাড়ালে কেন?

আভার রাঙা অধরে ফুটে উঠলো, দুষ্টুমীর হাসি। সে চোখে কটাক্ষ হেনে, বললে, তোমার কাছে বিশ্বাস ক'রে কোন মেয়েকেই রাখতে ভরসা হয় না। যে সুন্দর হ'য়ে উঠেছো।

বাবুর মুখে ফুটে উঠলো কৌতুকের ঈষৎ হাসি। কিন্তু চোখে নামলো গাম্ভীর্যের ধূসর ছায়া। সে নিজের হাতের মাঝে আভার এক-খানি হাত টেনে নিল। সুন্দর ছোট্ট হাতখানি। তার স্পর্শ হৃদয়তন্ত্রীতে মোচড় দেয়। বাবু হাতখানা নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করলে, শুধু ভরসা হয় না। না, জেলাসী?

আভার শিশিরে-ধোয়া ফুলের মত গাল দুটিতে রক্তের আভাস জাগলো। কৃত্রিম রাগের ভঙ্গীতে চোখ পাকিয়ে বললে, ডোন্‌চ বি ফুল বাবু। যতো সব অবান্তর কথা।

বাবু ঠিক তেমনি ভাবেই তার হাতখানা ধ'রে অস্ফুট স্বরে বললে, আমার কিন্তু হয়।

জিজ্ঞাসায় চোখ ভ'রে আভা তার পানে তাকাল।

বাবু বললে, ঐ যে, ইন্স্পেকটার অব স্কুলস্, তোমার ঐ লাহিড়ী। ও যখন তোমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে ভাব করে, আমার গা গিস্ গিস্ করে। রাগে না জেলাসীতে?

—সত্যি? তুমি একটি খুদে সয়তান। সব বোঝো। লাহিড়ী, পুয়োর সোল্ সত্যিই আমায় প্রপোজ ক'রেছিল। আমি 'রিফিউজ' করেছি।

—কেন?

৫

এই ছোট্ট প্রশ্নটির জবাব দিতে আভা হাঁপিয়ে উঠল'। নাকের ডগাটা লাল হ'য়ে উঠলো। আবেশে চোখ দুটি নত হ'য়ে পড়ল'।

বাবু অপরূপ ভঙ্গীতে ভুরু দুটি কপালে তুলে, মৃদু হেসে বললে, তোমায় ব'লতে হবে না, আমি বল্‌চি।

বাবু থেমে মিহিসুরে তার অনুমতি ভিক্ষা করলে।

—বল্‌বো?

—বলো। আভা যেন কেমন বিমূঢ় হ'য়ে গেল। বাবুর মুখে এমনি ঝাপসা একটি হাসি আর এম্‌নি অদ্ভুত অবিচলিত দৃষ্টি দিয়ে সে আভার মুখের পানে চেয়ে আছে যে সে তার মানে বুঝতে পারে না।

বাবু দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, কারণ আমি তোমার জীবনের একমাত্র পুরুষ। অন্য কোন পুরুষকে তুমি স্বীকার করতে পারো না।

বাবুর গাঢ় পৌরুষ কণ্ঠের দৃপ্ত তেজে আভার জানু দুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপে উঠলো। সারা দেহ কণ্টকিত হ'য়ে গেল। অপরিসীম লজ্জায় তার কুমারী মন বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ল'।

বাবু থামলো এবং মৃদু হেসে আভার লজ্জা-কণ্টকিত রক্তাভ মুখের পানে তাকাল'। সন্ধানী তীব্ররশ্মির মতো তার চোখের আলো আভার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল'। আভার কালো চোখের দীর্ঘ পালকগুলো গুটিয়ে এলো। নত হ'য়ে এলো চোখের দৃষ্টি।

মুগ্ধ প্রেমিকের সম্মোহন কণ্ঠে বাবু আভাকে অভয় দিল, ভয় পেয়ো না তুমি। এ কথা নতুন নয়। বিকৃত নয়। অস্বাভাবিক নয়। অন্যায় মনে হলে আমায় সেই মুহূর্ত্তে থামিয়ে দিও।

আভা আশ্বস্ত হ'য়ে মুখ তুলে তাকালে। বিস্মিত হলো, বাবুর মুখের পানে চেয়ে। যেন গ্রীসের সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর নিখুঁত মর্মর মূর্ত্তি। স্থির হ'য়ে ব'সে অপলকে চেয়ে আছে তার মুখের পানে। চোখে তার প্রচণ্ড প্রেমের দীপ্তি। শক্তিমান্ পুরুষের দুর্বল নারীকে সম্মোহিত করবার চিরন্তন দৃষ্টি। এ আদিম মানবের আদিম মানবীর কাছে প্রেম নিবেদন।

বাবু যেন আভার চিন্তার সূত্র ধ'রেই হাসতে হাসতে বললে, হাঁ। এই আকর্ষণই ভালবাসা। যার যোগসূত্রে পৃথিবীর নরনারীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। এই আসল প্রেম। এর মাঝে বাধ্য-বাধকতা নেই। চুক্তির আদান-প্রদান নেই। এ অন্তরের সত্য ও স্বতঃস্ফুর্ত্ত আবেদন। আদিম মানব আদাম এরই প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব ক'রেছিল, যখন সে ঘুম হ'তে জেগে দেখলে আদিম মানবী ইভ্ অপলক বিস্ময়ে তাকে চেয়ে দেখছে। এই প্রেম পশুপক্ষীকে পরস্পরের পানে আকর্ষণ করে। দেবতাদের মধ্যেও এই প্রেম। এই প্রেম বিশ্বের এক অলৌকিক অনুভূতি।

বাবু আবার একটু থেমে আভার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে

নিয়ে আবেদনের সুরে বললে, তুমি অমন স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে আছো কেন? খাঁটি সত্যের অবতারণা করতে গিয়ে যদি শ্লীলতার হানি হ'য়ে থাকে, আমায় মাপ করো।

আভা মৃদু হেসে বাবুর পানে তাকালো, কুমারীর সলজ্জ চাউনি দিয়ে। বললে, বলোনা। আমি শুন্‌চি।

বাবু বললে, আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসি এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সে ভালোবাসা আমাদের অস্থিমজ্জায়। সেই ভালোবাসা আমাদের জীবনে এনেছে অপার পূর্ণতা।

আভা কথা বললে। বললে, আমাদের জীবন দুজনের মাঝেই সম্পূর্ণ। একটা কথা আছে, দুজনের একজন ভালোবাসে, আরেকজন নিজেকে ভালবাসতে দেয়। কিন্তু আমরা দুজনেই দুজনকে ভালো বেসেছি। দুজনেই দুজনকে ভালোবাসতে দিয়েছি।

উৎসাহিত বাবু বললে, খাঁটি সত্য। আমাদের ভালবাসার মাঝে কোন ফাঁক নেই।

—এর মাঝে ভগবানের আশীর্বাদ খুঁজে পাই।

—প্রকৃতি চিরদিন নারী-পুরুষকে নিয়ে এই খেলা খেলছে। অতি শক্তিমান পুরুষেরও এর হাতে নিস্তার নেই।

আভা জিজ্ঞেস করলে, শুধু পুরুষেরি?

—হাঁ। পুরুষই তো গলা বাড়িয়ে দেয়। নারী দেয় ফাঁস পরিয়ে। নারীকে সৃষ্টি করা স্রষ্টার একটি মাত্র উদ্দেশ্য, পুরুষকে তার দাসত্ব করানো।

মৃদু হেসে আভা কটাক্ষ হেনে বললে, সেই তার মোক্ষ। কী যায় আসে, যদি তাতেই সে খুশী থাকে।

বাবু অপাঙ্গে তার পানে চেয়ে হাসলে। আভা বললে, না থেকেই বা উপায় কি? নইলে যে সৃষ্টি থাকে না।

বাবু চুপ ক'রে রইলো। আভা হঠাৎ তার কাঁধে হাত রেখে বললে, বসন্তের হাওয়ায় কবি মনে দোলা লেগেছে দেখছি। একটি সুন্দরী সাথী না হ'লে আর চলবে না।

ঢং ঢং ক'রে হোষ্টেলের পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজলো।

তৃতীয় স্তবক

১

পুতুলের মাঝে প্রাণ সঞ্চার ক'রে দীর্ঘদিন আভা সেই জীবন্ত পুতুল নিয়ে খেলা ক'রেছে। খেলার ছলে সে নিজেকে তার মাঝে বিলিয়ে দিয়েছে। আনন্দের গভীরতম অনুভূতি দিয়ে তাকে গ্রহণ ক'রেছে। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে। পৌত্তলিকের পুতুল পূজার মতো, মূর্ত্তিকে কখনো ভাবে পুত্র, কখনো ভাবে সখা, কখনো কল্পনা করে স্বামী। সেই মূর্ত্তিকে চোখের সাম্‌নে ধ'রে তার অন্তরে বাৎসল্য রসের সঞ্চার হয়। সখার প্রীতি সন্ধান করে। স্বামী-সঙ্গ-সুখ অনুভব করে। আভা যদি সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাবুকে জীবনের অবলম্বন ক'রে থাকে, সে ভুল ক'রেছে। বাবু পাথরের মূর্ত্তি নয়। মাটির পুতুলও নয়। রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ সে। দৃষ্টিতে প্রথম যৌবনের স্বপ্ন এঁকে সে বিশ্বের নারীর পানে প্রথম দৃষ্টিপাত করল। জগতের পুরুষ সৃজনী শক্তি নিয়ে পৌরুষ গর্বে চাইল, শাশ্বত নারীর পানে। রহস্যময় জীবনের সে এক অনধীত অধ্যায়। যা সে জান্‌তে চায়, উপলব্ধি করতে চায়।

আভা হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। সামনে বাবু। তার পথ আগলেছে। মুখে কৌতুহল, চোখে মহাজিজ্ঞাসা। কিন্তু তার কাছে কী সে চায়?

আভা ভাবে। জীবন হ'তে দশটা বছর যদি মুছে ফেলা যেতো। মনকে না হয় দশ বছর পেছনে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। এমন

কিছু বেশদিন নয়। কিন্তু দশ বছরের দৈনন্দিন ইতিহাস যে রক্তের মাঝে বাসা বেঁধে আছে।

সুনন্দা এসে ঘরে ঢুকলো। মেয়েটি সুশ্রী। দীঘল, ছিপছিপে হাল্‌কা গড়ন। বছর সতেরো আঠারো বয়স। সবচেয়ে সুন্দর তার মাথার কোঁকড়া চুলগুলি। তারো কালো ডাগর চোখে রহস্যের ছায়া-ঘন দৃষ্টি।

—কীরে নন্দা? আভা প্রশ্ন করলে।

সুনন্দা বললে, অমিয়দা আমায় সিনেমা নিয়ে যাবো ব'লেচে, তাই দেখতে এলুম এসেচেন কিনা।

—বাবু? বাবু তোমায় সিনেমা নিয়ে যাবো ব'লেচে?

আভার মুখে বিস্ময়, চোখে ঔৎসুক্য।

—হাঁ। কাল ব'লেছিলেন, আপনার সঙ্গে আমায় নিয়ে যাবেন।

—ওঃ! কই, তাতো জানি না। আমাকে তো বলেনি।

সুনন্দা মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াল।

আভা বললে, যদি যাই তো নিয়ে যাবো।

মাথা হেঁট ক'রে সুনন্দা ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

আভা তার দিকে চেয়ে রইলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের অগোচরে মনে মনে বললে, বাবুর সঙ্গে ওদেরি মানায়। ওরাই সৃষ্টি করবে নতুন যুগ। ওরাই সৃষ্টির ধারক।

আভার মনের দৈন্য তাকে ধিক্কার দেয়। সুনন্দা যেন তাকে লজ্জা দিতে, ধিক্কার দিতেই এসেছিল। তুমি কেন ওকে আঁচলে ঢেকে আগলে ব'সে আছো? কী অধিকারে? এ নতুন যুগ। নতুন যুগে স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্বের পথ উন্মুক্ত। নতুন নারীর জীবনে প্রয়োজন

হ'য়েছে পুরুষ বন্ধুর। পুরুষের চাই বান্ধবী। এই হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এ নীতিবিরুদ্ধ নয়। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, নতুন যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতেই হবে। উপায় নেই।

আভার জীবন অন্য জগতের। আজো তার জীবনে কোন পুরুষের পদক্ষেপ হয়নি। না স্বামী, না সখা। এক পুরুষ, যে শতরূপে তার জীবনে লীলা করছে, সে বাবু। তার জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-ভাবনা ওই ছোট্ট পুরুষটিকে কেন্দ্র ক'রে সার্থকতায় ভরে উঠেছে। যৌবনের ক্ষুধা তাকে আকুল করেনি। কামনায় রাঙা হ'য়ে ওঠেনি, তার গোপন মন। পুরুষের পদধ্বনির আশায় সচকিত হ'য়ে ওঠেনি, তার অন্তরের নিভৃততম কোন দিক। বাবুর জন্য স্নেহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতি তার জীবনের ও-দিকটাকে নিঃসাড় ও পঙ্গু করে রেখেছিল। লিপ্সার চেতনা চোখ মেলে চাইতে পারেনি। অবকাশ পায়নি। কাজ আর বাবু, এই দু'য়ে মিলে তাকে মাথা তুলে তাকাতে দেয়নি।

নারীর রক্তে যখন পুরুষের সঙ্গলিপ্সা জাগে, তখন সে শুধু পুরুষের যোগ্য সহচারিণী হবার তপস্যা করে। প্রেমাসক্ত কোন অপরিচিত সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করে। সে প্রতীক্ষা ও প্রার্থনার অবসর ছিল না, আভার প্রথম জীবনে। তার জীবন সুরু হ'য়েছে ছাত্র-ছাত্রীর কলরব-মুখর বিদ্যায়তনে। দশটা বাজতেই ঘড়ির কাঁটার মত বেঁটে ছাতা আর বই বগলে নিয়ে স্কুলে হাজিরা দিতে হ'য়েছে। দেহ আর প্রাণকে একত্র ধ'রে রাখতে হয়েছে স্বাবলম্বী হ'য়ে। সৌখীন মনের কথা ভাববার বা মনকে বিশ্লেষণ করে দেখবার সুযোগ ও অবসর তার ছিল না। জীবন ধারণের জন্য দশটা পাঁচটা চাকরী ক'রে যাদের জীবিকা আহরণ করতে হয় তাদের এ

সব কল্পনা বিলাস। দৈবাৎ দু'একটা এক্‌সেপশন মেলে, ক্ষেত্রবিশেষে। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মিলিত উপার্জনে সংসারের ব্যয় নির্বাহ্‌ হয়। সেখানে স্ত্রী স্বামীকে দেয়, দিনান্তের অপরিসীম ক্লান্তি আর মাসান্তের মাহিনা। বুকের মধু যায় নিঃশেষ হ'য়ে চাক্‌রীর যাঁতাকলে। কালিমা-মাখা নয়নের নীরব ভাষা লুকিয়ে যায়, নীরব অশ্রুর পশ্চাতে। আর দেহের যা অবশিষ্ট থাকে তা শীতের গাছের মতো।

আভার জীবনে আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন বল্‌তে কেউ ছিল না। ছিল যারা, তাদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন ছিল না। জীবন তার স্ব-নিয়ন্ত্রিত। চিরদিন সে স্বাবলম্বী। কিন্তু জীবন কি তার মরুভূমির মত উষর? জীবনে ছিল না কি তার কোন প্রত্যাশা, কোন সম্ভাবনা? ছিল। সেখানে ছায়া ছিল। স্নিগ্ধ শ্যামলিমা ছিল। দিগন্তে ছিল নীল আশা। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পানে চেয়ে চেয়ে আভার মনে হয়, এতোদিন শুধু সে আহরণ ক'রে সঞ্চয় ক'রেছে। স্বামী, পুত্র, প্রিয়জন ঘেরা প্রেমের নীড় বাঁধবার জন্যই কৃপণের মত তার জীবনের যতো কিছু ঐশ্বর্য সে শুধু সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। প্রতীক্ষাও ক'রেছে। দৈবাৎ তার মনে হয়, সে প্রতীক্ষা করেছে এই দীর্ঘ দশ বছর। গভীর নিষ্ঠায় ও অবিচলিত ধৈর্যে। ধ্যান ক'রেছে প্রতীক্ষারত দীর্ঘদিন। আশা, ঐ বালকের মাঝে আবির্ভাব হবে, এক কন্দর্প-সুন্দর শক্তিশালী পুরুষ! সে আশা পূর্ণ হয়েচে। তার মানস সুন্দর আবির্ভূত। ওর আবির্ভাবের সঙ্গেই তার নারী জীবনের উন্মেষ। ওই তার জীবনের প্রথম ও একমাত্র পুরুষ। হৃদয় দিয়ে তাকে সে রচনা ক'রেছে। তাকে জয় ক'রেছে।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আভা নিজের দুর্বলতায় চম্‌কে

উঠলো। তার পেছনে-ফেলে-আসা জীবনের পানে চেয়ে সে লজ্জায় শিউরে উঠলো। কী পাপ! নিজের ওপর গভীর বিতৃষ্ণা জাগলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে সুনন্দা ঘরে ঢুকে বললে, দিদিমণি, একজন পুলিশ। মেয়ে পুলিশ।

আভা তার মুখের পানে চেয়ে বললে, তা হ'য়েচে কি? অত হাঁপাচ্চো কেন?

সুনন্দা আঁচলে মুখ চেপে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। বললে, ওর পোষাক দেখলে আপনিও হাসবেন। শাড়ীর ওপর পুলিশ-মার্কা বোতাম আর সি, পি আঁটা কোট। এম্নি দেখতে হ'য়েছে।

মৃদু হেসে আভা বললে, কি করবে, ওটা যে ওদের য়ুনিফর্ম।

সুনন্দা বললে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—বেশ তো। এইখানে নিয়ে এসো।

২

সন্ধ্যে হয় হয়। আভা ঘরের আলো জ্বেলে দিল। আলোর বন্যায় আভার মনের কালো চিন্তাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। মনের আকাশ আবার আলোয় ঝল্‌মল্ ক'রে উঠলো। খোলা জানালা দিয়ে বসন্তের এক ঝলক দমকা বাতাস এসে তার চিন্তাক্লিষ্ট মনকে স্নিগ্ধতায় ভরে দিল।

—ভেতরে আস্‌বো?

সুনন্দার সঙ্গে মেয়েটি দরজার বাইরে পর্দার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আসুন। ভিতরে নিয়ে এসো নন্দা।

পর্দা সরিয়ে সুনন্দার সঙ্গে পুলিশ মেয়েটি ঘরে ঢুকলো। আভা অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, বসুন।

গায়ের পুলিশী কোটটা খুলে, ফ্লাট ফাইলের সঙ্গে টেবিলের ওপর রাখলে। দু'জনে টেবিলের দুধারে মুখোমুখি বস্‌লো। ফাইলটার ওপর হাত রেখে মেয়েটি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আভাকে দেখলে।

আভাও মেয়েটিকে একবার ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে প্রশ্ন করলে, আমাদের থানায় এসেচেন ?

মেয়েটি সবিনয়ে উত্তর দিল, আজ্ঞে না। আমি ডি, ডি হ'তে আস্‌চি।

আভা মেয়েটির পানে উৎসুক সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকালে।

—লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের সব ইনেস্পেকটার আমি।

কৌতুহলী দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আভা বললে, আই, সি।

মেয়েটি অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লে। ভারী রুক্ষ এলো-খোঁপাটা নগ্ন কাঁধের ওপর আছড়ে পড়ল'। মেয়েটির গায়ের রঙ্‌ শ্যামবর্ণ। উজ্জল নয়, নিপ্রভও নয়। যৌবনের পরপারে অবশ্য শ্যামলতা আর থাকবে না। যা থাকবে তা দিগন্তের কৃষ্ণতা। রূপ না থাকলেও মেয়েটিকে রূপসী বলতেই হবে। তারুণ্যের রূপ আছে। তরুণী মাত্রেই রূপসী। সুতরাং পুলিশ হ'লেও অল্পবয়সী মেয়ে যখন, তখন সে রূপসী তরুণী। গোল ভরাট মুখ, ছোট চোখ। মাংসল মোটা নাক। অনেকটা মঙ্গোলিয়ান্ টাইপের। মুখের নিচের দিকটা সুন্দর, ধারালো চিবুক। ছোট্ট অধরে পাতলা দুখানি রাঙানো ঠোঁট। প্রসাধনের প্রলেপ দিয়ে মুখে সজীবতা ফোটাবার ব্যর্থ প্রয়াস মুখখানাকে আরো নির্জীব আরো রুক্ষ করে তুলেছে।

পরনে একখানা বম্বে প্রিণ্ট ভয়েল শাড়ী। আঁট-সাট ক'রে কোমরে জড়ানো। গায়ে একটা পাতলা ফিন্‌ফিনে ল্যাভেণ্ডার রং-এর ব্লাউজ। ভেতরের টাইট্ কর্শেটটা স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকের বুকটা শাড়ী দিয়ে ঢাকা। কর্শেট-নিস্পিষ্ট অন্য বুকটি সিনেমার বিজ্ঞাপন পত্র। পায়ে হাই-হিল্ সুয়েডের রঙীন জুতো। ভূষণের মধ্যে কানে দুটি দুল আর অনাবৃত এক হাতে ষ্টে-ব্রাইটের লেডিজ্ রিষ্ট-ওয়াচ।

সুনন্দা একান্তে দাঁড়িয়ে পুলিশ মেয়েটির পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েছিল। বোধ হয় দু'চোখ ভরে পুলিশী নারীর বেশভূষার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করছিল। সুনন্দার বয়সের মেয়েদের অপার কৌতূহল, অপরের বিচিত্র বেশভূষার পানে। বেণী রচনার কৌশল। শাড়ী পরার বৈশিষ্ট্য। ব্লাউজের অতি আধুনিক ফ্যাশান। টয়েলেটের ইন্দ্রজাল। কপালের টিপের সাইজ্। মেয়েরা দেখে শিখতে চায়, কোন্ বেশবাসে হবে রূপের প্রখর প্রকাশ। সুনন্দার কেন, সর্বদেশের ও সর্বকালের নারীর চিরন্তন প্রত্যাশা, পুরুষের কাছে তার রূপের প্রশংসা ও স্বীকৃতি। এটা মেয়েদের জীবনের সব চেয়ে বড় অংশ।

ফাইলের ফিতে খুলতে খুলতে মেয়েটি বললে, এটা আপনার পার্শন্যাল ব্যাপার।

—আমার পার্শন্যাল, স্কুলের কিছু নয়? আভার কণ্ঠে উদ্বেগ ফুটে উঠলো। হঠাৎ সুনন্দাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, আভা বললে, তুমি দাঁড়িয়ে কেন নন্দা, ঘরে-যাও।

সুনন্দা ঘর হতে বেরিয়ে গেল।

ফাইলটা খুলে মৃদু হাসতে হাসতে মেয়েটি বললে, এমন একটা সুখবর ব'য়ে এনেছি মিস্ সেন, যে শুনলেই আমাকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না।

—তাই নাকি? ব্যাপার কি? ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ অব স্কুল-এর জন্য এপ্লাই ক'রেছিলুম। তারই এন্‌কোয়ারী বুঝি?

—না। বিলেতে আপনার কোন আত্মীয় ছিলেন?

একটু ভেবে মেয়েটির পানে চোখ তুলে আভা উত্তর দিল, হ্যাঁ। আমার এক মামা ছিলেন।

পুলিশী কায়দায় মেয়েটি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলে, তাঁর নাম?

—রনেন দাশগুপ্ত। তিনি ডাক্তার ছিলেন। কভেন্‌ট্রি হস্‌পিট্যালে।

—আপনার নাম মিস্ আভা সেন?

আভা ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

—পিতার নাম?

—লেট্ বিশ্বপতি সেন।

মেয়েটি আরো কতকগুলো প্রশ্ন ক'রে ক'রে নিজের নোট বই-এর পাতায় লিখে নিল। তারপর হঠাৎ পাদুটো টেবিলের নীচে সোজা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে, চেয়ারে হেলে প'ড়ে বললে, নাউ, লেট্ মি রিভিল দি নিউজ্ টু ইউ। এতবড় একটা সুসংবাদ দেবার—

—ক্রেডিট নিশ্চয়ই আপনার। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো।

—আপনার সেই মাতুল ডাঃ দাশগুপ্ত সম্প্রতি মারা গেছেন। এবং তাঁর উইলে শ্রীমতী আভা সেনকে দু'হাজার পাউণ্ডের লিগাসী দিয়ে গেছেন। ডাঃ দাশগুপ্তর বিলাতের সলিসিটার একটা দু'হাজার পাউণ্ডের ড্রাফট্ পাঠিয়েছে আপনাকে দেবার জন্য। অব কোর্স, আফটার প্রপার এন্‌কোয়ারী এণ্ড আইডেন্‌টিফিকেশন। হপ্তা দু'য়ের মধ্যেই ব্যাঙ্কের চিঠি পাবেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থেকে আভা আপন মনে বললে, রনেন মামা মারা

গেছেন। তা বয়েসও হ'য়েছিল। আমার মায়ের বড় ছিলেন। মা বেঁচে থাকলে তাঁর বয়সই হতো ষাটের ওপর।

মেয়েটি হাসতে হাসতে আভার হাতে হাত মিলিয়ে বললে, আই কনগ্রাচুলেট্ ইউ। একেই বলে লাক্। এই রকম একজন আত্মীয় থাকা, ও হাউ সুইট্! আমার হিংসে হয় আপনার সৌভাগ্যকে। আর আমাদের অদেষ্ট দেখুন। মাথা খুঁড়ে মলেও একটা কানাকড়ি দেবার লোক নেই ত্রিজগতে।

আভা কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে বললে, সবচেয়ে বড় বিস্ময় তাঁর মনের এই পরিচয়। যা আমার কাছে ছিল অজ্ঞাত জগৎ। শুনেচি তিনি ছেলেবেলায় আমায় ভালবাসতেন। তাই মনে হয় মানুষ যতোদূরেই থাক্, স্নেহের বস্তুকে ভুলতে পরে না। কেন পারে না, ব'লতে পারেন?

—এ কেন'র উত্তর আজো কেউ দিতে পারে নি। ভালোবাসি কেন? আমায় ভালোবাসে কেন? এর সলিউশন আজো হলো না।

আভার চোখে অশ্রুর বন্যা। বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে বললে, সংসারে প্রকৃত ভালোবাসা বাসা বাঁধে মানুষের আত্মায়। সংক্রামিত হয়, রক্তে আর অস্থিতে। ভালোবাসলে আর নিস্তার নেই।

পুলিশের সন্ধানী চোখে হঠাৎ ধরা পড়ল, আভার হৃদয়ের বেদনাঘন ছায়া। মুখে এর তপস্বিনীর কাঠিন্য কিন্তু বুকের মাঝে পুঞ্জিত হ'য়ে আছে, বঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস।

মেয়েটি মনে মনে হাসে। এর কুমারী মনও তাহ'লে বিপর্যস্ত। জীবনের এই নিঃসঙ্গতার পশ্চাতে আছে কারুর ছলনার ইতিহাস।

হঠাৎ আভা বললে, এতো কথা হলো, কিন্তু আপনার নামটি তো জানতে পারলুম না।

মেয়েটি বালিকার মত খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠল'। বললে, আমার নাম না বললে বুঝি চিন্‌তে পারবেন না ?

আভা যেন আকাশ হ'তে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে, হঠাৎ চোখ বুঁজলো। বিস্মৃতির অতল হ'তে সে যেন অতীতকে উদ্ধার করতে চায়।

মেয়েটি হাসে। আমি কিন্তু এসেই চিনেছি। নামটা দেখেই আমার কেমন সংশয় জন্মেছিল।

৩

স্মৃতির পুচ্ছতাড়নে বিব্রত হ'য়ে আভা অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বললে, তোমায় দেখেছি নিশ্চয়। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারচি না। আশ্চর্য !

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললে, কবি কালিদাস রায়ের 'ছাত্রধারা' মনে পড়ে গেল।

ব্যক্তি ডুবে যায় দলে
মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে ?

—ছাত্রী ছিলে, তা বুঝেছি ! কিন্তু তবু মনে করতে পারচি না।

মেয়েটি নত হ'য়ে আভাকে প্রণাম ক'রে বললে, আমার নাম নীলিমা দাস। কাল্‌নার সেই প্রাইমারী স্কুলে।

আভা চমকে উঠলো। ঠিক্ ! নীলিমা। কী আশ্চর্য ! কী বদলেই গেছো। মেয়েরা হঠাৎ এম্‌নি বদলে যায় ! অদ্ভুত ! যেন ভেঙ্গে গড়েছে। চেনবার উপায় রাখেনি।

নীলিমার একখানি হাত ধ'রে হাসতে হাসতে আভা বললে, ঐ কবিতাতেই আছে না ?

কৈশোরের কিশলয়
পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

নীলিমা বললে, আপনি কিন্তু বিশেষ বদলাননি। দশ এগারো বছর হ'য়ে গেল না ?

—তা হলো বৈকি। দেখো, বেঁচে থাকলে দেখা হয়।

নীলিমা বললে, আমার জন্যই তো আপনি স্কুল ছেড়ে চ'লে এলেন। বাবুকে মনে আছে, দিদিমণি ? শুনেছিলুম বাবু নাকি ম্যাট্রিকে ফার্ষ্ট হ'য়েছিল ?

আভা বললে, শুধু ম্যাট্রিকে নয়। আই, এ-তেও এবং বি, এ ইংরেজী অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হ'য়েছে।

নীলিমা স্তব্ধ বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে বললে, তাই নাকি ? খুব ব্রিলিয়াণ্ট তো। ছেলেটার প্রতিভা ছিল।

আভা হাসতে হাসতে বললে, আর কী দুষ্টুই ছিল। মনে আছে তো ?

—মনে আবার নেই ? কম মার খেয়েচি।

দুজনেই হেসে উঠলো।

আভা প্রশ্ন করলে, তুমি পুলিশে ঢুকেচো কদ্দিন ?

—বছর দুই হবে।

—লেখাপড়া কতদূর করেছিলে ?

—আই, এ পাশ ক'রেচি। কি করবো বলুন। বেঁচে থাকতে হ'লে টাকা চাই।

—কেন, এতো ভালো চাকরী। তোমরা নতুন ঢুকেচো ভালো চান্স পাবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলিমা বললে, চাকরীর আবার ভালো মন্দ। আর সত্যি কথা ব'লতে কি, এই কি বাঙালী মেয়ের জীবন? যুগ পালটেচে। জীবনযাত্রার পথও জটিল হ'য়েচে, তাই না? নইলে বাঙালীর মেয়ে আমরা, পুরুষের ভীড়ে, তাদের গায়ে গা মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করা, নিছক পেটের দায়ে। নইলে—

নীলিমার গলার স্বর বুঁজে এলো।

উঠে দাঁড়িয়ে আভা বললে, এক মিনিট বসো, নীলিমা। একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে ব'লে আসি।

—কেন ব্যস্ত হ'চ্ছেন?

—এখুনি আসচি।

আভা ফিরে এসে দেখলে, নীলিমা ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ফটো স্ট্যাণ্ড-এ বাবুর ফুল সাইজ ছবিখানা দেখচে।

—এ ক'ার ফটো? নীলিমা জিজ্ঞেস করলে।

আভা মুখ টিপে মৃদু হাসলে।

৪

বাবু এসে ঘরে ঢুকলো। হাতে একখানা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম ও জলযোগ।

—এ আবার কি? জিতান কোথা? আভা জিজ্ঞেস করলে।

বাবু সসম্ভ্রমে ট্রেখানা টেবিলের ওপর রেখে, নীলিমার পানে তাকাল।

নীলিমার চোখ দুটো ঠিক্‌রে গিয়ে বাবুর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। টার্গেট বোর্ডের ওপর প্রক্ষিপ্ত বুলেটের মতো। নীলিমা দেখে, ষ্ট্যাণ্ড-এর ফটোখানা যেন প্রাণবন্ত হ'য়ে সামনে দণ্ডায়মান। পুরুষের এতো রূপ কখন তার গোচরীভূত হয়নি।

আভা বাবুকে বসতে বলে, নীলিমার পানে চেয়ে প্রশ্ন করলে, একে চেনো না?

বিস্ময়াবিষ্টের মতো নীলিমা নীচু স্বরে উত্তর দিল, কেমন ক'রে চিনবো, আমি কী কখনো ওঁকে দেখেচি।

বাবু চেয়ারখানা টেনে নিয়ে নীলিমার কাছেই বসলো। নীলিমা নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়ে নড়ে স'রে ব'সে সম্ভ্রমের দূরত্বটুকু বজায় রাখলে। পুলিশ হ'লেও সে মেয়ে, একথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না।

নীলিমাকে লক্ষ্য ক'রে বাবু ব্যঙ্গস্বরে উত্তর দিল, যৌবন মেয়েদের মুখে স্বপ্নের মুখোস এঁটে দেয়। তারা এ বয়সে শুধু একটি পুরুষকেই চিনতে চায়। যাদের চিনতো তাদের ভুলতে চায়। নদীর মতো তারা এক কূল ভাঙ্গে এক কূল গড়ে।

টেবিলে চা আর খাবার সাজাতে সাজাতে আভা বললে, শোনো কথা।

নীলিমা অভিভূতের মতো বাবুর মুখের পানে চেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে তার কথা শুনছিল। চমৎকার তার কথা বলবার দৃপ্ত ও সতেজ ভঙ্গীমাটি।

বাবু একপ্লেট খাবার নীলিমার সামনে এগিয়ে দিয়ে সহজ বিদ্রুপের কণ্ঠে বললে, নো গুড্‌ বিটিং এবাউট দি বুশ। তার চেয়ে একটু মিষ্টিমুখ ক'রে আমাদের বাধিত করুন। জীবনের সব বড়ো চেয়ে বিস্ময়

আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। বাবু চায়ের পেয়ালাটা উঁচু ক'রে সামনে তুলে ধ'রলে।

নীলিমা মন্ত্রাচ্ছন্নের মতো মাথা নাড়লে।

আভা মৃদু হেসে নীলিমাকে বললে, খেয়ে নাও, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। বোকা মেয়ে! এখনো বাবুকে চিনতে পারচো না?

বিস্ময়ের প্রচণ্ড আঘাতে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে নীলিমা বলে উঠলো, বাবু?

বাবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে, সত্যি বাবু। আপনাদের দাসানুদাস বাবু। দীর্ঘ বর্ষ পরে আবার এসেচে ফিরে তোমার সকাশে।

বাবু চেয়ারে বসে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে, তবে এখন তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটা দিদিমণির ক্লাশও নয়, আর দুজনে কিলোকিলি, চুলো-চুলি করবার বয়সও আমাদের নেই।

সকলের সম্মিলিত হাসিতে ঘরখানা মুখরিত হ'য়ে উঠলো। বাবু এক-খানা 'সিঙারা' মুখে পুরে বললে, এ যেন বাল্যের দুটি প্রেমিক প্রেমিকার মিলন ঘটলো, অপ্রত্যাশিত ভাবে। দীর্ঘ একযুগ পরে। রোমান্টিক!

নীলিমার মুখখানায় রক্তের ছোপ লাগলো। কান দুটো লাল হ'য়ে উঠলো। বাবুর মুখের পরে তার বিহ্বল, একাগ্র দৃষ্টি। অজ্ঞাতে তার বিক্ষুব্ধ কণ্ঠ শব্দায়িত হ'য়ে ওঠে। বাবু? এতো সুন্দর!

বাবু সশব্দে হেসে উঠল'। নীলিমা নিজেকে সামলে নিলে। অবিচলিত কণ্ঠে শ্রদ্ধার হাসি হেসে বললে, দি গ্রেটেষ্ট সারপ্রাইজ অব মাই লাইফ।

গৌরবের একটি মধুর হাসি দিয়ে আভা বাবুকে অভিনন্দিত করলে। পরিপূর্ণ প্রশান্তির গাঢ় ছায়া নামলো তার শান্ত মুখে।

নীলিমা নিজেকে সহজ ক'রে নিয়ে বললে, সেই বাবু, য়ুনিভার্সিটির সব পরীক্ষাগুলোয় ফার্ষ্ট হবে কেউ ভাবতে পেরেছিল ?

বাবু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে গাঢ়স্বরে বললে, না। এই একটি মানুষ ছাড়া আর কেউ কল্পনাও করেনি। এখনো উনি আমার জীবনে বহু উচ্চতর সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেন।

আভার লজ্জারাঙা মুখে ভেসে ওঠে কুণ্ঠার হাসি। সে কোন কিছু বলবার আগেই বাবু তার মধুর হাসি দিয়ে তাকে নির্বাক ক'রে দেয়। কিন্তু আভা নিজেকে সামলাতে পারে না। কণ্ঠের আবেগ উজ্জ্বল দুটি চোখের মাঝে প্রকাশ পায়। সে মুখ ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে।

নীলিমার স্মৃতির আকাশে ভেসে ওঠে অতীতের সেই দুরন্ত বাবু। কিছুতেই মন তার বিশ্বাস করতে চায় না, যে তার সামনের এই অসামান্য রূপবান বলিষ্ঠ তরুণের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল। এ দেবদুর্লভ সৌন্দর্য সেই বাবুর মাঝে কেমন ক'রে সম্ভব হলো। এই দীপ্ত দৃঢ় তেজোব্যঞ্জক পৌরুষ, হাসিতে নারীর কমনীয়তা। বিশ্বাস করতে মন চায় না। নীলিমা মুগ্ধ এর কথা বলার সহজ সরলতায়। দৃষ্টির অতল গভীরতায়।

আভার পানে মুহূর্ত চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাবু নীলিমাকে বললে, য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হওয়াটা এমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে তার জন্যে এই অজস্র প্রশংসা পেতে পারি। প্রতি বছরে, প্রতি পরীক্ষায় একজন ফার্ষ্ট হয়। আর আমার বেলায় যা কিছু কৃতিত্ব সে তোমাদের ঐ দিদিমণির। রেসে ঘোড়া ফার্ষ্ট হয়। ঘোড়ার চেয়ে কৃতিত্ব তার জকীর। থার্ড ক্লাশ জকীর হাতে পড়লে ভালো ঘোড়াও

'নো হয়ার' হ'য়ে যায়। য়ুনিভার্সিটির ভালো ছেলে হ'চ্চে রেসের ঘোড়া। বাজী মাৎ করা তার প্রেরণা। ধার করা পুরানো ভাবধারা তার আদর্শ। শিষ্টতা, নম্রতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি একঘেয়েমি, যাকে সুরুচি বলা হয়, সেই হলো তার অবলম্বন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছেলের এই হচ্ছে মালমশলা। গণ্ডীপার হ'য়ে বা বাজী মাৎ ক'রে তারপর সারা-জীবন খুঁড়িয়ে চলা। দুনিয়ার কোন মহৎ কাজ করবার না থাকে শক্তি না থাকে সাহস।

আভা অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, তার মানে, আমি তোমায় খোঁড়া ক'রে দিয়েছি।

নীলিমা মুখ টিপে হাসলে।

বাবু বললে, খোঁড়া ক'রে না দিলেও, আঁচল চাপা দিয়ে আমার মনের আকাশকে সঙ্কীর্ণ ক'রে দিয়েচো।

—অর্থাৎ অবাধ স্বাধীনতা দিইনি। তোমার চিরকালের দৌরাত্মিকে প্রশ্রয় দিইনি।

বাবু বললে, তোমার কাছে মুক্তি আমি চাই না। চাই না স্বাধীনতা। চাই, সংস্কারমুক্ত জীবনের স্বচ্ছন্দ নিঃশ্বাস।

নীলিমা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, বাবুর কথা বলার অকুণ্ঠ ভঙ্গীমায়। কথা-গুলো যেন মর্মে কাঁপন ধরায়। কণ্ঠ দিয়ে মনের সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করতে বুঝি আর কেউ পারে না। এ যেন অন্য জগতের মানুষ। এর জগৎ সবল, সুস্থ ও সহজ সৌন্দর্যকে নিয়ে। দৈন্য নেই, সংকোচ নেই, বাঁধন নেই। এতো বড় অবলম্বন আভার জীবনে গৌরব এনেচে, সার্থক ক'রেচে। আভার সৌভাগ্যকে তার হিংসা হয়। বাবুকে বাল্যের সাথী ভাবতে নিজেও গৌরব অনুভব করে।

বাবু নীলিমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করলে, চাকরীর জীবন লাগচে কেমন ?

বিষাদের হাসি হেসে নীলিমা জবাব দিল, গরজে গয়লার ঢেলা বওয়া।

—কেন, পুলিশের চাকরী, অভিনবত্ব আছে, থ্রিলস্ আছে।

—নেই শুধু জীবন।

—অর্থাৎ, রোমান্স নেই ?

চাপা গলায় নীলিমা বললে, না। ও সব বিলাসের সময় নেই। আমাদের কাছে ও একটা অপব্যয়।

সশব্দ হাসিতে ঘরখানা মুখরিত ক'রে বাবু বললে, মেয়েদের জীবনে রোমান্স নেই, একি একটা কথা ? প্রত্যেক মেয়েই তো এক একটি জীবন্ত রোমান্স।

—জীবনকে বাজে খরচ করবার কথা আমরা ভাবতেও পারি না।

নীলিমার কণ্ঠে ব্যথার বাষ্প। চোখ দুটি আনত।

আভা চোখের ইঙ্গিতে বাবুকে থামিয়ে দিল।

বাবু কথার মোড় ঘুরিয়ে আভাকে বললে, নীলিমা কিন্তু আমাদের লাক্। স্কুল হ'তে আমাদের তাড়িয়েছিল নীলিমা, আবার নীলিমা নিয়ে এলো রেঞ্জার্সের প্রাইজ্ পাওয়ার মতো এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য।

—দেখচেন দিদিমণি, স্কুল থেকে তাড়িয়েছিলুম ব'লে অপবাদ দিতে ছাড়চেন না।

—অপবাদ ? সেই হলো আমার সৌভাগ্যের প্রস্তাবনা।

নীলিমা কটাক্ষ হেনে বললে, নিজে যে মার্ দিয়েছিলেন সেটা তো বললেন না ?

—সত্যি। আমি একটা পশু ছিলুম। নইলে মেয়েদের গায়ে হাত তুলি। আজ তোমার চুমো খেয়ে তার ক্ষতিপূরণ করতে রাজী আছি।

লজ্জায় নীলিমা মাথা হেঁট করলে। ধমকের সুরে আভা বললে, ডোন্‌চ বি শিলি বাবু।

নীলিমাকে বললে, ওর বুনো স্বভাবটা এখনো যায়নি।

নীলিমা হাসলে। এটা ওর অতীত জীবনের প্রতিধ্বনি।

বাবু বললে, বাল্যের খেলার সাথী। এতোদিন পরে দেখা। তার যদি একটা চুমো খাই, সেটা অন্যায়, না দুর্নীতি? তোমাদের রুচিকে ধন্যবাদ। তোমরা হোপলেশ। না, কোন আশা নেই।

আভা ও নীলিমা হাসলে।

৫

পরের দিন বাবু ঘরে ঢুকেই বললে, দু'হাজার পাউণ্ড আজকের একস্‌চেঞ্জে ত্রিশ হাজার টাকারও বেশী।

আভা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, তাতে তোমার কি?

বাবু বললে, ধরো, দশ হাজার টাকা আমার বিলেত যাবার জন্য রিজার্ভ রাখলে। বাকি রইলো বিশ হাজার। এতো টাকা করবে কী?

—তোমায় দিয়ে দোব। আমি আর করবো কী?

—তাতো বটেই। তুমি টাকা নিয়ে করবে কী?

বাবু সরে গিয়ে তার খুব কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালো।

—তুমি আমার কে যে সর্বস্ব তোমায় দোব। একদিন তো ঘাড় ধ'রে বিদেয় ক'রে দেবে।

কৃত্রিম অভিমানের ভঙ্গীতে আভা সরে দাঁড়াল।

বাবু সশব্দে হেসে উঠল'।

আভা তার পানে না চেয়েই, ঘরের কাজ করতে করতে বললে, না বাবু, সিরিয়স্‌লি বল্‌চি, এ টাকায় তুমি লোভ ক'রোনা। এ আমার ভবিষ্যৎ।

বাবু তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, তোমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই তো আমি। আমি ছাড়া আর কেউ তোমার আছে নাকি ?

আনত মুখে আভা হাসলে। বাবু তার চিবুক ধ'রে গলায় বেশ জোর দিয়ে বললে, আমার চোখে চোখ রেখে বলো না, আমি ছাড়া আর কেউ তোমার আছে ? বলো।

—থাক্‌বে না কেন ? এই তো মামা ছিলেন। তাই এতোগুলো টাকা একসঙ্গে আসচে।

বাবু সহসা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, হ্যাট্‌স রাইট্‌। ভাগ্যিস ছিল, তাইতো বিলেত যাবার একটা হিল্লে হলো। যে দেশের টাকা সেই দেশেই খরচ হওয়া ভালো।

—বলো কী ? টাকা রোজগার ক'রে, জমিয়ে, তারপর বিলেত যেয়ো।

—আমার অদেষ্টে বিলেত যাওয়া না থাকলে, এ টাকা আসতো না। আমার অদেষ্ট ভালো। না চাইতেই পাই।

—তাই দেখচি। আমার যা কিছু সবই তোমার ভাগ্যে।

আভা চোখে বিদ্যুৎ হেনে তার পানে তাকাল।

বাবু গলায় খুব খানিক আদর ঢেলে মোলায়েম সুরে বললে, আমার ভাগ্যেই তুমি ক'রে খাচ্ছো। আমি তোমার লাক্‌। তোমার রেস হর্স।

আভা ব্যঙ্গের মিহিস্বরে প্রশ্ন করলে, আর আমি কি 'রেস্ কোর্স' নাকি ?

—তুমি ট্রেনার, তুমি জকী, তুমি স্টেবেল।

আভা হেসে উঠল'।

—হাসলে যে ?

ঝাঁঝালো গলায় আভা ব'লে উঠলো, হাসলুম কেন, তাও তোমায় বলতে হবে নাকি ?

অভিমানাহত বাবু গম্ভীর হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে বললে, জানি। আজ-কাল আমাকে তুমি মনের কথা বলতে চাও না।

আভা তার স্বরের প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, জানি। তুমিও আজকাল আমার সব কাজের কৈফিয়ৎ চাও।

বাবু মুখ ফিরিয়ে সোজা আভার মুখের পানে চাইলে। সে দৃষ্টির ঝাঁজে আভার মনে চমক লাগল'। বাবু বললে, চাই। কারণ তোমার মনকে আমি আলাদা ক'রে দেখি না। নিজের মন দিয়ে তোমার মনের মাঝে মিশে যেতে চাই। সে এক বিস্ময়কর অনুভূতি। রক্তের মাঝে, অস্থি-র মাঝে অনুভব করি আমাদের দুটি মন কাছাকাছি হ'য়ে আশ্চর্য্যভাবে মিশে গেছে। ধরার বুক হ'তে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হ'য়ে গেছে। আমরা এক হয়ে গেচি।

একটা মোহাবেশে আভার চোখ দুটি বুজে আসে। তন্দ্রাহত স্বপ্ন-আঁকা চোখে সে বাবুর মুখের পানে চায়। তার ঠোঁট দুখানি কাঁপতে থাকে। কণ্ঠরুদ্ধ হয় বাষ্পে। কালো চোখের দীর্ঘ পাতাগুলি জলে ভিজে ওঠে। বাষ্প গ'লে বিন্দুর আকারে গালের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

বাবু ব্যথিত বিস্ময়ে তার মুখের পানে চায়।

—তুমি কাঁদচো আভাদি ?

বাবু সযত্নে তার বিস্রস্ত চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তার দার্শনিক মন বলে, নারীর ধমনীতে আছে রক্ষণশীলের রক্ত। আধুনিক ভাবধারায় সনাতনী প্রেম বিপর্যস্ত। প্রেম নিয়মতান্ত্রিক নয়। প্রেমকে নিয়মশৃঙ্খলার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা একটা মর্মান্তিক পরিহাস।

বারংবার আভার অশ্রুপ্লাবিত মুখের পানে চেয়ে বাবুর উদ্বেল অন্তর উপলব্ধি করতে চায়, নারী হৃদয়ের কোন্ গোপন রহস্য আজ তার হৃদয়-তন্ত্রীতে অকস্মাৎ ধ্বনিত হলো ?

দুজনের কেউ আর কোন কথা বললে না। দুজনেরি বুকের নীচে আলোড়িত হচ্চে, আনন্দ-বেদনা মথিত অসহনীয় ব্যাকুল আবেগ।

আভা আঁচলে চোখ মুছে বাবুর মুখের পানে তাকাল। ক্লান্তিভরা বিষণ্ন দৃষ্টি।

বাবু তার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তোমার হ'লো কী ?

আভা নিঃশব্দে চোখ দুটি তুলে বাবুর মুখের পানে তাকালে।

—না, না, তুমি অমন করে আমার পানে তাকিয়ো না।

আভার বিবর্ণ মুখে আলগোছে ভেসে উঠলো, একফালি হাসি। সে বাবুর হাতে হাত রেখে বললে, তোমাকেও আজ অদ্ভূত দেখাচ্চে বাবু। ঘরের বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে। কদাকার সব জীবজন্তু মনের মাঝে উঁকি মারছে। চলো বাইরে ঘুরে আসি।

আভার কণ্ঠস্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

বাবু বললে, চলো। কিন্তু এ স্বখাত সলিল।

আভা যেতে যেতে দৈবাৎ দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললে, না গো, দুষ্টু ছেলে, না। তোমার সুন্দর চোখ দুটিতে মেয়েদের রূপের ছায়া পড়ে। তাদের মনের ছায়া পড়ে না। সে বয়স এখনো হয়নি।

বাবু ধপ ক'রে একখানা চেয়ারে ব'সে পড়ে হতাশকণ্ঠে বললে, তুমি আমাকেও বাড়তে দেবে না, মনকেও বাড়তে দেবে না। চক্লেট খাই ব'লে মনে ভাবো এখনো সেই কচি ছেলেটিই আছি।

আভা হাসতে হাসতে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

চতুর্থ স্তবক

১

ক'লকাতায় ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব ও তিরোধান হয় লোকচক্ষুর অগোচরে। পাষাণপ্রাচীরঘেরা ধোঁয়া আর ধূলিকীর্ণ নগরের মাঝে কখন কিভাবে যে তাঁর পদক্ষেপ হয় এখানকার অধিবাসীরা অনুভব করতেও পারেনা। এদের চেতনার সেদিকের দ্বার রুদ্ধ। শুনতে পায় না তার পদধ্বনি। এদের দিন, মাস ও বছর কাটে বর্ষ পঞ্জীর মধ্য দিয়ে। সহরবাসীর অন্তরে বসন্তোৎসবের সাড়া জাগে শীতান্তে, যখনি বসন্তের অগ্রদূত পৌরসভার স্বাস্থ্যবিভাগ, এদের সজাগ ও সচেতন করে তোলে। 'জাগো পুরবাসী, টিকা নাও'। বসন্ত এসেচে, মহা সমারোহে। মহামারী রূপে। এখানে বসন্ত আসে মৃত্যুর জয়গান গেয়ে। জীবনের নয়। এ নিস্পাদপ দেশ। বসন্তের নব কিশলয় প্রত্যক্ষ করতে হ'লে, যেতে হবে সব্জীর বাজারে কচি নিমপাতা কিনতে। ফুলের সমারোহ দেখ্‌তে হ'লে যেতে হবে নিউ মার্কেটের ফুলপটিতে। গাছের শাখায় দখিণ হাওয়ায় দোল খায় না, সে ফুল। সজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপবিষ্টা রূপাজীবার মতো পথিকের মনহরণ করে সুসজ্জিত সোকেশের ভিতর থেকে।

নিতান্ত যারা স্বপ্নবিলাসী বা প্রকৃতির পূজারী তারা বসন্তের শোভা দেখতে যায়, শহরের প্রান্তে। মাঠে, ময়দানে, লেকের ধারে। সেখানে

শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত লন। পথপার্শ্বে তরুছায়ার মায়া। পুষ্পসম্ভারে অবনত কিশলয় সমৃদ্ধ শাখা প্রশাখা। দৃষ্টি মুগ্ধ হয়। বুকে জাগে আশা উদ্দীপনা। তারুণ্যের প্রাচুর্যে ও বিচিত্র বর্ণসম্ভারে পথচারীর মনে জাগায় অজানা স্পন্দন। আকাশে বাতাসে নববসন্তের ইন্দ্রজাল। পাখির কণ্ঠে নবজীবনের জয়গান। তরুণের মনে নেশা ধরে। তরুণীর নয়ন হয় স্বপ্নরঙীন।

এস্‌প্লানেডের ট্রাম স্টপের গুম্‌টির মধ্যে বাবু একখানা বিলিতি ম্যাগাজীন দেখ্‌ছিল, একাগ্রমনে। পিঠের ওপর কোমল হাতের মৃদু স্পর্শে সে চম্‌কে উঠল। পেছন ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হলো, নীলিমার সঙ্গে। নীলিমা মিটিমিটি হাস্‌চে।

বাবু হাসি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বলে উঠলো, কী সর্বনাশ! পুলিশ? গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট নেই তো?

নীলিমার মুখখানা লাল্‌চে হয়ে উঠল'। এদিক ওদিক্‌ চেয়ে সে হাসতে হাসতে বললে, নাই থাক্‌লো ওয়ারেণ্ট, ফিফ্‌টি-ফোরই যথেষ্ট! পুলিশের চোখ, দেখ্‌চেন তো।

—শকুনির চোখ। এড়িয়ে চল্‌বার জো নেই।

চাপা হাসি হেসে নীলিমা উত্তর দিল, শকুনির চোখ তো ভাগাড়ের পানে। এখানে কী করছেন?

—স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন দেখ্‌ছিলুম্‌।

ঠোঁট উল্‌টে নীলিমা বললে, ভালো ছেলে! বই ছাড়া আর কি-বা দেখ্‌বেন?

একটু দূরে স'রে গিয়ে নীলিমা বললে, বউ তো হয়নি?

—সে সৌভাগ্য যতোদিন না হয়, ততদিন একটা কিছু চাই তো।

—নিশ্চয়। নীলিমা হাস্‌লে।

টালিগঞ্জের একখানা ট্রাম এসে সাম্‌নে দাঁড়াতেই, নীলিমা ব'লে উঠলো, আমার ট্রাম এসে গেল যে?

ব্যঙ্গস্বরে বাবু বললে, ট্রাম কি মাত্র এই একখানা? আর বাড়ীতে প্রতীক্ষাকাতর চোখে বোধ হয় কেউ আশাপথ চেয়ে নেই।

কটাক্ষ হেনে নীলিমা বললে, জানেন তো সে সৌভাগ্য হয়নি। আর হ'লেও কি আপনারা আশাপথ চেয়ে থাকার তোয়াক্কা করেন? সে বালাই, আমাদের, মেয়েদের।

ঘরের মানুষ বাইরে থাকলে, আশাপথ চেয়ে থাক্‌তে হবে না?

নীলিমা নিমন্ত্রণ করে, চলুন না, আমার গরীবখানায় পায়ের ধূলো দেবেন। একটু বেড়ানোও হবে।

—বেড়ানো মানে ঐ ট্রামে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে?

—তাছাড়া আর মোটর ট্যাক্সি আমরা পাবো কোথায়?

—তা নয়। বেড়ানোর একমাত্র কন্‌সেপ্‌শন হচ্ছে, পায়ে হেঁটে বেড়ানো। পায়ে হেঁটে, ধীরে সুস্থে, মন্থর গতিতে বিশ্রম্ভালাপ করতে করতে মাঠের ওপর দিয়ে দুজনে পাশাপাশি চলা। এখান থেকে অন্ততঃ ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত। তারি নাম বেড়ানো। ফাঁকা মাঠের মুক্ত বাতাসে, মুক্তির আভাস পাওয়া যায়।

২

দুজনে পাশাপাশি চলেছে।

নীলিমা বললে, তোমার সঙ্গে পাশাপাশি চলতেও আমার লজ্জা করে।

—তার মানে?

নীলিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তুমি আজ কতো উঁচুতে। তোমার বুদ্ধি, তোমার প্রতিভার দীপ্তি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তোমার বন্ধুত্ব দাবী ক'রে তোমার পাশে দাঁড়াবার কী আমি যোগ্য?

প্রতিবাদের কণ্ঠে বাবু বললে, এটা স্রেফ্ ইন্‌ফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স। তোমার চেয়ে আমার কাছে বন্ধুত্বের দাবী আর কেউ করতে পারেনা। কারণ তোমার চেয়ে পুরোনো বন্ধু আমার একজনও নেই।

নীলিমা হাসলে। বাবু জিজ্ঞেস করলে, কী হাস্‌লে যে? পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল?

—মনে পড়লে সত্যি হাসি পায়। কী আশ্চর্য! সব চেয়ে বড় বিস্ময় তুমি। আমি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

—প্রত্যেকেরি ছেলেবেলাটা রহস্যাবৃত।

নীলিমা বললে, জানো, সেদিন সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি। ভূতগ্রস্তের মতো শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

—তাই নাকি? লক্ষণ ভালো নয়।

—সত্যি। সারারাত। তোমাদের কথা ভাবতে ভাব্‌তে রাত ভোর হ'য়ে গেল। তুমি আর আভাদি। দুজনে যেন আমায় পেয়ে বসেছিলে।

সকৌতুকে বাবু প্রশ্ন করলে, ওঝা ডাকতে হয়নি তো ?

নীলিমা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

গম্ভীর হ'য়ে বাবু বললে, সত্যি. কুমারী মেয়ের গায়ে মন্দ হাওয়া লাগা ভালো নয়।

—যাও, রঙ্গ করতে হবে না।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সাম্নে প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঘাসের ওপর দুজনে বসল'। এখানটায় ভীড় কম।

মাঠের ·কচি সবুজ ঘাসে, গাছের শ্যামলতায়, আকাশের নীলিমায়, বাতাসের মাদকতায়, প্রকৃতির নিমন্ত্রণ। চারিদিকে বসন্তের হাতছানি। রেস্ কোর্সের পেছনে সূর্যাস্ত হ'চ্ছে। আকাশ রাঙা হ'য়ে উঠচে। গাছের শাখায় পাখীর কলরব। পৃথিবীকে দিনান্তের অভিবাদন জানিয়ে কুলায় আশ্রয় নিচ্ছে। পথের ধারের শিরীষ গাছগুলো হরিদ্রাভ। কৃষ্ণচূড়া লাল ছাতা মাথায় সুবেশা তরুণীর মতো প্রতীক্ষাকাতর। বাবুর মনে নতুন প্রাণের রঙ্ লাগে। নীলিমার কানে বাতাস ফিশ্ ফিশ্ করে কথা কয়। অনাদিকালের গোপন কথা। বাবু বিহ্বল মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে প্রকৃতির রূপসম্ভার দেখে। নীলিমা বাবুর অলক্ষ্যে তার মুখের প্রোফাইল দেখে। প্রকৃতির অনুপম সৃষ্টি।

নীলিমা বললে, তোমাকে আবিষ্কার করতে আভাদি ছাড়া আর কেউ পারতো না।

বাবু তার কণ্ঠস্বরে সচেতন হয়ে উত্তর দিল, আভাদি কলোম্বাস !

—ঠাট্টা নয় বাবু। সবার চোখে তুমি ছিলে সাধারণ। অতি সাধারণ বলাও চলে। একমাত্র আভাদি' সন্ধান পেয়েছিল, তোমার অসামান্য প্রতিভার। আর—

নীলিমা চুপ করল। বাবু জিজ্ঞাসু চোখে তার পানে তাকালে। লজ্জানত মুখে নীলিমা বললে, এই অসামান্ত রূপের। তোমার কৈশোর দেহের আড়ালে আভাদি দেখতে পেয়েছিল, ভবিষ্যতের এই অভূতপূর্ব সম্ভাবনা।

—অর্থাৎ আভাদি আমাকে নিয়ে জুয়ো খেলেছিল, এবং খেলায় জিতেছে।

গলায় জোর দিয়ে নীলিমা বললে, ঠিক্। আভাদির সৌভাগ্যকে হিংসে হয়।

—হিংসে করোনা নীলিমা। এই বাবুটি স্রেফ্ তার ক্ষেতের ফসল। এর পেছনে যে কী গভীর নিষ্ঠা ও দুশ্চর তপস্যা আছে, তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না। নিঃস্বত্ব হ'য়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল, আমার মঙ্গল কামনায়। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো বেচারী আমার খেয়ালের খেলায় ডুবিয়ে দিল। প্রথম যৌবনের ডাকে সাড়া দিল না। জীবনকে করল প্রত্যাখ্যান। সৃষ্টির আনন্দে সে নিজেকে হারিয়ে ফেললে।

নীলিমা বললে, এখন তেমনি সোনার ফসলে ওর ক্ষেত গেছে ভ'রে।

বাবু হাসলে। ব'ললে, কিন্তু ক্ষেতের শোভা নষ্ট হবে ভেবে ফসল কেটে খামারে তুলবে কিনা জানিনা।

—সত্যি?

—লাভ লোকসান খতিয়ে তো জমি আবাদ করেনি। উষর ক্ষেত্রকে উর্বরা করেছে। ফসল কে নেবে, নিজে কি পাবে, সে হিসেব করেনি কোনদিন।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

সামনে দিয়ে এক মারোয়ারী দম্পতি হাসির ঢেউ তুলে চলে গেল। দুজনে তাদের পানে চেয়ে দেখলে। স্থূলাঙ্গী, মেদবহুল নারী। অপরিমিত মেদভারে রূপ রাহুগ্রস্ত। যৌবন শঙ্কান্বিত। অদূরে, একটা কাল-ভার্টের ওপর যুগলে ব'সে আছে এক পাঞ্জাবী তরুণ তরুণী। মেয়েটি সুশ্রী ও সুবেশা। ঋজু লম্বা দেহ, পাতলা গড়ন। লোকটি হৃষ্টপুষ্ট। তামাটে গায়ের রঙ্। পরণে খাকি সর্ট, গায়ে হাফ্ সার্ট। মেয়েটির স্বামী কিংবা মোটর ড্রাইভার বোঝা শক্ত।

দুজনে মাঠ পার হ'য়ে মেমোরিয়েলের সামনের রাস্তায় উঠলো। জনাকীর্ণ রাস্তা। লাইনবন্দী মোটর, ফিরিওয়ালা, দোকান পশারি। ছোটখাটো মেলা। হরেক রকমের ফিরিওয়ালা। আলুকাবলি, চেনাচুর, পোকৌড়ি, দইবড়া, আলুটিকিয়া। ফুলের মালা, কাগজের ফুল, রবারের বেলুন। মায় কাশীবিশ্বনাথের জলের ট্রাক। এদের বৈশিষ্ট্য এইখানে। ফাট্‌কা কালোবাজার এদের যেমন মজ্জাগত, তেম্‌নি দানছত্রেও এদের একাধিপত্য। ধর্মশালা থেকে চলিষ্ণু জলছত্র।

এখানকার জনতার সব চেয়ে বড় অংশ, মারোয়ারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও বিহারী নরনারী। পথের ধারে খুঞ্চা নামিয়ে বসেচে, ফুচ্‌কা, পোকৌড়ি, দইবড়া। তাকে কর্ডন ক'রে মাটির ওপর উবু হ'য়ে বসেচে, সুবেশা হিন্দুস্থানী, মারোয়ারী ও পাঞ্জাবী নারী। শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে।

নীলিমা চেয়ে চেয়ে দেখে।

বীটের কনেষ্টবলটা ঘোরাঘুরি ক'রে ফেরিওলা ও দোকানদারদের কাছে তোলা সংগ্রহে ব্যস্ত।

বাবু নীলিমাকে দেখিয়ে বললে, পুলিশের কর্তব্যনিষ্ঠা দেখ্‌চো।

নীলিমা হাসলে।

ফুটের ওপর, দেয়ালের ধারে একখানা বেঞ্চের উপর বসে আছে,এক প্রৌঢ় সুবেশ মুসলমান। সুন্দর সৌম্য চেহারা। মেহেদি-রঙা লম্বা দাড়ি ও বাব্‌রি চুল। মাথায় জড়ির কাজ করা মখমলের টুপি। গায়ে ধোপদস্ত গিলেকরা সাদা লম্বা ঢিলে আংরাখা। তারি পাশে গায়ে গা দিয়ে উপবিষ্টা এক অপূর্ব সুবেশা সুন্দরী। পিঠে বিলম্বিত বিনুনী বেনী। দীর্ঘায়ত সুরমা-আঁকা চোখ। শানিত নাক। গায়ের রঙ্‌ পীতাভ শুভ্র। ঠোঁটে তাম্বুল রাগ। হাতের আঙ্গুলে মেহেদির ছোপ।

নীলিমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বাবু চুপি চুপি বললে, ওমর আর সাকী।

—বেশ বলেচো তো। নীলিমা বাঁকা চোখে চেয়ে মিটিমিটি হাসে।

—এই হলো জীবনের আসল রূপ। পাকা আঙুরের মতো জীবন-রসে ভরপুর।

নীলিমার পানে চেয়ে বাবু বললে, লক্ষ্য করবার সব চেয়ে বড় জিনিষ কি জানো নীলিমা, এখানে বাঙালী দেখতে পাবে কচিৎ। নেই ব'ললেও চলে। সব অবাঙালী। বাঙালী বেড়াতে ভুলে গেছে। স্বাস্থ্যের জন্যে এখানে আসা, তাদের কাছে ধনীর বিলাস। সময়ের অপব্যয়। ছুটির দিনে তারা সিনেমার দোরে গিয়ে ধর্ণা দেবে, থিয়েটার দেখবে, তবু তারা মুক্তবাতাসে নিঃশ্বাস নিতে আসবে না। বাঙালীর স্বাস্থ্যের দৈন্য দেখলে প্রানে ব্যথা লাগে।

নীলিমা বললে, সত্যিই তাই। জানোনা পুলিশের চাকরীতে দরখাস্ত ক'রে আধেক ছেলেকে ফিরে আসতে হয়, দৈহিক অযোগ্যতার জন্যে।

দুজনে গল্প করতে করতে আবার তারা ট্রাম রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে। রাস্তায় আলো জ্বলচে। গাছের মাথায় উঠেচে চাঁদ। বাতাসে ভেসে আসছে অস্পষ্ট ফুলের গন্ধ। বাবু নীলিমার পানে চায়। নীলিমার মুখের উপর অতৃপ্তির একটি করুণ ছায়া। কিসের যেন ক্লান্তি।

বাবুর মনে মায়া জাগে।

বাবু বললে, চলো, রেস্তোরাঁ-য় একটু চা খেয়ে বাড়ী যাবে।

৩

নীলিমা বললে, এতো খাবার কি হবে?

বাবু অন্যমনস্কে কি ভাবছিল। নিজের চিন্তার সূত্র ধ'রেই ব'লে উঠলো, পুরোনো জীবনকে অস্বীকার করা চলে না, না?

হাস্‌তে হাস্‌তে নীলিমা তার হাতের ওপর হাত রেখে বললে, তাই এতো খাবার?

বাবু সশব্দে হেসে উঠলো।

নীলিমা তার হাতখানি ধরে আচ্ছন্নের মতো তার মুখের পানে চায়। তার স্পর্শে, তার হাসির শব্দে হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো ঝন্ ঝন্ করে কেঁপে ওঠে।

পেয়ালায় চা ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে নীলিমা মুখ নীচু ক'রে বললে, তোমাদের জীবনের,—মানে তোমার আর আভাদি'র আসল পরিচয়টা যেমন রহস্যময়, তেম্‌নি মধুর।

উৎসুক চোখদুটি তুলে, হঠাৎ বললে, জান্‌তে ভারী কৌতুহল হয়।

চাপা হাসিতে মুখ ভ'রে বাবু জিজ্ঞেস করলে, পরিচয় না সম্বন্ধ?

নীলিমা কথাটা ব'লে ফেলে যেন নিজেই লজ্জিত হ'য়ে উঠলো। অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে আরক্ত মুখখানি তুলে বাবুর মুখের পানে তাকাল।

বাবু বললে, এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই নীলিমা। মেয়েদের এ কৌতুহল অনিবার্য। তুমি জান্‌তে চাও, আমাদের মাঝে কোন গোপন সম্বন্ধ গজিয়ে উঠেছে কিনা?

নীলিমার মাথাটি চায়ের পেয়ালার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

বাবু গলায় বেশ জোর দিয়ে বললে, তার উত্তর, না।

আভাদি আমার 'ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এণ্ড গাইড্। আভাদি' আমার ঝড়ের সমুদ্রে লাইট-হাউস্। আভাদিই আমার জীবন। আমি আভাদির সর্বস্ব। তোমার সামনের এই বাবু, আমাদের দু'য়ের মিলিত জীবনের স্পন্দন!

নীলিমা চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আবিষ্টের মত বাবুর মুখের ওপর উৎসুক দৃষ্টি মেলে দিল। বাবুর আবেশ রাঙা মুখখানি প্রেমের গৌরবে উদ্ভাসিত। চোখে ভালোবাসার দীপ্তি। কণ্ঠে অরণ্যের মর্মর গান।

এই রূপবান্ তরুনের অপূর্ব সৌন্দর্যের অতলে যে গভীর প্রেম প্রকটিত, তার কাছে নীলিমা মাথা হেঁট করলে।

বাবুর ঈষদ্ভিন্ন ঠোঁটদুখানি কেঁপে উঠল'। মুখে ফুটে উঠলো গভীর তৃপ্তির বিহ্বল হাসি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুদ্ধ স্বরে নীলিমা বললে, আমায় মাপ করো বাবু। জীবনে যে ভালোবাসা দিল না, ভালোবাসা পেল' না, তার মনের এই কাঙালপনাকে বরদাস্ত করো।

বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে সহসা নীলিমাকে বাহুর বাঁধনে জড়িয়ে ধরলে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো উর্দ্ধদৃষ্টি মেলে নীলিমা তার মুখের পানে চাইলে।

বাবু বললে, ভালোবাসা না পাওয়াটাই জীবনের চরম শাস্তি নয়। সংসারে ভালোবাসা দেবার হাজারো পাত্র আছে। একজন পুরুষের জন্যে জীবন উৎসর্গ করাই নারী প্রেমের সার্থকতা নয়।

—ভালোবাসার সার্থকতা না হ'লেও জীবনের পূর্ণতা।

বাবু বললে, দিনান্তের ক্লান্তি যেমন চায় একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশের মধ্যে, তেম্‌নি মন চায় অবসর যাপনের জন্য একজন সঙ্গী। যে নিকটতম সান্নিধ্য দিয়ে, জীবনে আনবে প্রশান্তি।

—সেই তো জীবনের আসল রূপ।

—একদিকে তাই। অন্যদিকে জীবনের অংশিদার। লাভ লোকসান দুইই স্বীকার ক'রে নেবে। একের বোঝা অপরে বইবে। এটা অবশ্য বিবাহিত জীবনের ফরমূলা।

নীলিমা কি বলতে গিয়ে সহসা থেমে গেল। সাম্‌নে তার সুধার সমুদ্র। মন্থন করতে মন চাইলে না। যদি বিষ ওঠে।

৪

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হ'য়েছে। আভার স্কুলে মেয়েদের সিট্ পড়েছে। তা ছাড়া নিজের যে সব ছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্চে, তাদের খবর নিতে হয়। বিশেষ ক'রে হোষ্টেলের মেয়েদের নিয়ে সে বিব্রত। আধেক রাত তাদের সঙ্গে কেটে যায় 'সাজেস্‌চণ' দিতে দিতে। দিনে স্নানাহারের অবসর নেই। রাতে ঘুম নেই। সময়ের নিশানা নেই। হপ্তা ভোর বাবুর সঙ্গে দেখা নেই। নিজেই এ ক'দিন বাবুকে আস্‌তে মানা ক'রে দিয়েছে।

বাবুও কদিন খুব ব্যস্ত। তার বন্ধু ও সহপাঠি ফ্রান্সিস্ অম্বুনাথম্ সাম্‌নে হপ্তায় বিলেত যাচ্ছে। সারাদিন তার সঙ্গে শহরময় ঘুরে ঘুরে বাজার করচে।

ফ্রান্সিস্ ও সেণ্টজে'ভিয়ার্সে'র ছাত্র। বি, এস্ সি পাশ ক'রে বিলেত যাচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। এ ক'দিন বাবু একরকম ফ্রান্সিস্‌দের বাড়ীতেই বাসা বেঁধেছে। ফ্রান্সিসের মা বাবুকে স্নেহের চোখে দেখেন। সারাদিন তারা বাজার ক'রে সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে, রাশি রাশি দ্রব্যসম্ভার নিয়ে। ফ্রান্সিসের মা মিসেস্ হার্বার্ট আর বোন্ এথেল, তাদের সঙ্গে বসে জিনিষপত্র দেখে। গল্পগুজব করে। সন্তানের আসন্ন বিরহব্যথায় মার চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

মিসেস্ হার্বার্ট বাবুকে বলে, এ দু'বছর আমাদের কাটবে কেমন ক'রে, বলোতো বাবা!

এথেল কটাক্ষ হেনে বলে, আমাদেরি মুস্কিল। ওঁর আর কি? নতুন দেশে, নতুন সব বন্ধু বান্ধবী পেয়ে আমাদের হয়তো ভুলেই যাবে।

ফ্রান্সিস্ তাকে চোখের ইঙ্গিতে শাসিয়ে বলে, তুমি থামো, দুষ্টু মেয়ে।

মিসেস্ হার্বার্ট বলেন, অমিয় এই সঙ্গে যেতে পারলে বেশ হতো। তবু দুজনে একসঙ্গে থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তুম।

ফ্রান্সিস্ সোৎসাহে বলে, সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না মা। অমিয় যে আস্‌ছে, দ্যাট্‌স্ এ সারটেন্‌টি।

বাবু মাথা নেড়ে বলে, কোনো ঠিক নেই। আমার যাওয়া তো নির্ভর করচে, গভর্ণমেণ্ট স্টাইপেণ্ডের ওপর।

এথেল ভেবে চিন্তে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, অমিয়দা কী হ'য়ে আস্‌বে

দাদা? ডাইরেক্টর জেনারেল অব এডুকেশন না প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল?

বাবু ও ফ্রান্সিস হাসে।

এদের গৃহস্থালির এই স্নিগ্ধ পরিবেশটি বাবুর ভালো লাগে।

ফ্রান্সিসের মা দুবছর হলো বিধবা হ'য়েছেন। এই ছেলেমেয়ে দু'টিই তার জীবনের সম্বল। চমৎকার মানুষ এই মিসেস্ হার্বার্ট। মাতৃত্বের পূর্ণমূর্ত্তি। মা য়ুরোপীয়। য়ূরোপীয় আবেষ্টনে মানুষ। তবু বাঙালী পিতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। তার হাবভাবে, কথাবার্ত্তায় বাঙালী মেয়ের স্নিগ্ধতা ও মমত্ববোধ পরিস্ফুট। বাঙালীর জ্যোতির্ম্ময় প্রসন্নতার সাথে ইংরেজের নির্ভিকতা। বাঙালীর স্নেহশীতল স্নিগ্ধশ্যাম অনুপম রূপের সাথে ইংরেজের তুষারশুভ্র বর্ণ, নীলতারকা ও পিঙ্গল চুলের সংমিশ্রণে অপরূপ রূপ পেয়েছে মিসেস্ হার্বার্ট। চোখে মুখে বাঙালী মায়ের স্নেহাতুর হৃদয়খানির প্রকট প্রকাশ। বাপের দেওয়া ইন্দিরা নাম তার সার্থক হয়েছে। আকৃতি দেখে তার বয়সের পরিমাপ করা যায় না। পঁয়তাল্লিশ ও হ'তে পারে, পঁয়ত্রিশ ও বলা যেতে পারে।

ফ্রান্সিস্ পেয়েছে বাপের রূপ। দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণবর্ণ। মাতৃকুলের শুভ্রতায় কিছুটা উজ্জ্বল। চোখে কৃষ্ণতারকা। মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুল। এথেল কিন্তু মায়ের রাজ সংস্করণ। দেহের শুভ্রবর্ণে গোলাপের আভা। খয়েরী চুল। দীর্ঘায়ত কালো চোখে ফিকে বাদামী তারকার অতলস্পর্শী তরলতা। দৃষ্টিতে অপূর্ব শান্ততা। নৃত্যশীল ঝর্ণার মতো আসন্ন যৌবন তার দেহতটে আছড়ে পড়ে নদীর আকারে বিস্তার লাভ করছে। সুগঠিত দেহঘিরে তাজা ফুলের বর্ণাঢ্য মায়াজাল।

বাবুর রূপ ও প্রতিভা এথেলের চোখে বিস্ময়।

৫

ফান্সিস্ এথেল আর বাবু বিকেলের দিকে বাজার ক'রে মার্কেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে একরাশ জিনিষ।

বাবু ফান্সিস্‌কে বললে, তোরা এগুলো নিয়ে বাড়ী যা। আমি এখন আর যাবো না। একটু কাজ আছে।

একখানা ফিটনে মাল বোঝাই ক'রে ভাইবোনে চ'লে গেলে, বাবু লিন্‌সে ষ্ট্রীটের মুখে এসে দাঁড়াল। বোধ হয় বাসের জন্য। বাস এসে পৌঁছবার আগেই কিন্তু হঠাৎ সশব্দে ব্রেক্ ক'সে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল, তার খুব কাছে।

বাবু সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, গাড়ীর মধ্যে সুসজ্জিতা সুনন্দা এবং আর একটি তরুণী।

সুনন্দা মিটিমিটি হাসচে।

—নন্দা? ফুট হ'তে নেমে বাবু গাড়ীর কাছে দাঁড়াল।

সুনন্দা তেমনি হাসতে হাসতে অনুচ্চস্বরে বললে, ভেতরে আসুন। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দিয়ে একটু সরে বসল'।

বাবু জিজ্ঞেস করলে, কোথায়?

—ভেতরে আসুন আগে, বলচি।

পথের মাঝে, ট্যাক্সির দোর খুলে দাঁড়িয়ে কোন মহিলাকে প্রশ্ন করা সভ্যজগতের ভব্যতা নয়। দৃশ্যের অবতারণা হয়। পথচারীর উৎসুক দৃষ্টি এরি মধ্যে তাদের ওপর ছড়িয়ে প'ড়েছে। বাবু নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতো গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী চললো, মার্কেটের দিকে।

সুনন্দা গভীর তৃপ্তিতে মুখ ভ'রে বললে, এ আমার দিদি। আর

দিদিকে বললে, ইনিই শ্রীঅমিয় বাবু, যিনি সবগুলো পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'য়েচেন।

দুজনে দুজনকে নমস্কার ক'রে পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ করলে।

সুনন্দা বললে, কাল পরীক্ষা শেষ হ'য়েচে। কালই বাড়ী ফিরেচি। তাই সিনেমা দেখতে বেরিয়েচি।

—পরীক্ষা কেমন হলো ?

—ছাই। শেষ হ'য়েচে, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

বাবু জিজ্ঞেস করলে, সিনেমা যাচ্চো তা আমাকে ডাকলে কেন ?

—একসঙ্গে ছবি দেখবো ব'লে।

সুনন্দা মুখ টিপে হাসলে আর বাঁকা চোখে চাইলে।

বাবু বললে, কিন্তু আমার যে অনেক কাজ।

সুনন্দার দিদি কথা বললে। কাজ ছাড়া আর মানুষ কোথা ? আর এও তো একটা কাজ। ভরসা ক'রে দুজনে বেরিয়েছিলুম যদিও, তবুও পুরুষ ছাড়া মেয়েদের, পথে কেমন অশোভন দেখায়।

বাবু নিঃশব্দে সুনন্দার পানে তাকালে। সুনন্দা তেমনি মিটিমিটি হাসচে।

মার্কেটের কাছে গাড়ী থামলো।

গাড়ী হ'তে নেমে সকলে 'ফেরাজিনি'তে ঢুকল'।

সুনন্দার দিদি বিনতা বললে, এখনো আধঘণ্টা সময় আছে। তোমরা চায়ের অর্ডার দাও। আমি টিকিট নিয়ে আসি।

সুনন্দা শুধু হাসে। কালো চোখের দীর্ঘপাতা মেলে বাবুর মুখের পানে চায় আর মৃদু মৃদু হাসে। বিজয়িনীর দর্পিত হাসি। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে সে কল্পনাও করেনি।

বাবুকে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। বাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখবার সাধ তার বহুদিনের। সে সাধ আজ পূর্ণ হ'তে ব'সেচে। তাই সে অন্তরের আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। তার হৃদয়ের সমস্ত বাণী ওই হাসির মাঝে উদ্বেল। বাবুর অনুপম সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ। সে তার সঙ্গ চায়। নিবিড়তম নৈকট্য চায়।

বাবুকে একান্তে পেয়ে সুনন্দা বললে, কতো সেধেছিলুম আমায় নিয়ে আসবার জন্যে। ভাগ্য আজ সুযোগ মিলিয়ে দিলে। মনের কথা অন্তর্য্যামী শুনতে পান।

—খুব আনন্দ হ'য়েচো তো ?

তার গায়ের ওপর হেলে প'ড়ে সুনন্দা বিদ্যুৎ-বর্ষী চোখের ভাষায় উত্তর দিল, খুব।

—আমি যদি না আসতুম ?

অনুচ্চস্বরে সুনন্দা জবাব দিল, ভারী দুঃখু হতো। হয়তো কাঁদতুম।

তার কালো ডাগর চোখ দুটি স্বচ্ছ হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল'।

সুনন্দা স্বল্পভাষিণী। মনের যে কথা সে মুখে বলতে পারে না, বলে চোখ দিয়ে। মুখ যখন নীরব, ওর চোখ তখন মুখর। মনের কথা প্রকাশ করে, চোখের ভাষায়। এই জাতের মেয়েদের প্রকাশভঙ্গী দুর্বল, কিন্তু মনের দৃঢ়তা অনমনীয়। নিজের সংকল্প সাধনের জন্য সে মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে। এদের বাসনা অদম্য। হৃদয়ের আবেগকে এরা কিছুতেই এড়িয়ে চলতে পারে না।

সুনন্দার দেহের গড়ন যেমনি হালকা, মনও তেমনি একটি সূক্ষ্ম আবরণের নীচে হ'তে উঁকি মারে। এই সলজ্জ ভাব-ব্যঞ্জনা তার মুখ-খানিতে একটি অপূর্ব শ্রী দিয়েছে।

বাবুর চোখে আজ সুনন্দা অভিনব। এতো কাছে, এমন নিবিড় সান্নিধ্য দিয়ে আর কখনো সে তাকে পায় নি। তাকে অনুভব করে নি। আজ তাকে সে নতুন ক'রে দেখলে। এ যেন সে সুনন্দা নয়। এ সেই স্কুলের ছাত্রী বালিকা সুনন্দা নয়। এই সুসজ্জিতা সৌন্দর্যময়ী সুনন্দার মাঝে স্ফুটনোন্মুখ নারীত্বের বিস্ময়কর বিকাশ। নিত্যকালের নারী তার সম্মোহিনী শক্তির প্রভাব বিস্তার ক'রে পুরুষকে আচ্ছন্ন করতে চায়।

রাঙা অধরে চায়ের পেয়ালা ঠেকিয়ে হাসতে হাসতে সুনন্দা বললে, আজ তুমি আমার সম্মানিত অতিথি। আমার জীবনের এ একটি বিশিষ্ট সন্ধ্যা। আজ আমাদের বন্ধুত্বের হোক্ শুভ উদ্বোধন।

বাবু উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললে, ধন্যবাদ! তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।

লাইট-হাউস প্রেক্ষাগৃহের আঁধার জঠরে মায়ার ইন্দ্রজাল। নারী-রূপের শোভাযাত্রা। সর্বজাতির ও সর্বদেশের নারীর সমাবেশ। বিচিত্র তাদের অঙ্গাবরণ। বিচিত্র তাদের চটুল হাবভাব। বিচিত্রতর তাদের ছলাকলা। তাদের শাড়ীর মর্মর, স্কার্টের খস্‌খসানি, চুলের সৌরভ, পাউডার আর রুজের সুবাসে, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধবী, প্রণয়-প্রণয়িনী যুগলে ব'সেছে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায়।

এরাও তিনজনে পাশাপাশি তিনটি আসন অধিকার ক'রে ব'সেছে। সুনন্দা বাবুকে ঘিরে একটি মোহময় পরিবেশ রচনা করেছে, তার

অঙ্গের স্পর্শ দিয়ে, উত্তাপ দিয়ে, উত্তেজনার বিদ্যুৎপ্রবাহ সংক্রামিত ক'রে।

পর্দার ছবির মাঝেও উদ্ঘাটিত হ'চ্ছে, নরনারীর আদিম মনের চিরন্তন বাসনা। সেই আকুলতা, সেই উদ্দীপনা, সেই অধীর উত্তেজনা।

মার্কিন ছবি। অর্ধ-নগ্ন সুন্দরীদের বিলোল হাবভাব, কটাক্ষ ও সংবেশের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। ছবি চলেছে: প্রনয়িনী এসেছে গভীর নিশিথে গোপনে প্রণয়ীর কাছে।

বিস্মিত আতঙ্কে প্রণয়ী বলছে, কী ক'রেচো তুমি? এই সুষুপ্ত রাত্রির অন্ধকারে, একা এলে কেমন ক'রে?

প্রণয়িনী প্রণয়ীর বুকে আছড়ে পড়ে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ হেনে বলে, একা তো নয়। তোমার প্রেম আমার হাত ধ'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

প্রণয়ী তাকে আলিঙ্গনে নিস্পিষ্ট ক'রে অধরে দীর্ঘ ও বিলম্বিত চুম্বন করল। ঘরের বাতাসে সংক্রামিত হলো উলঙ্গ কামনার উত্তপ্ত বীজ। তরুণ-তরুণীর মনে আগুন ধ'রে যায়।

সুনন্দার মনের ভিতর মুহূর্ত্তে একটা অদ্ভূত পরিবর্ত্তন ঘটে গেল। সে অন্ধকারের আড়ালে, অতি সন্তর্পণে বাবুর কোমল গালের উপর নিজের তপ্ত ওষ্ঠ দুখানি মিলিয়ে দিল। বাবুর বিস্মিত দেহে নামল', তরল বহ্নিস্রোত। সে হতবাক্। তার নড়বার শক্তি নেই। সে সুনন্দার দিকে চোখ ফেরাতে পারছে না। বাবু নিরুপায় হ'য়ে এই দুঃসাহসী মেয়েটির উৎকট বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে অনড় জড়ের মতো স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। বাবুর মনে হলো, এর মন আইনবিধি বহির্ভূত অশাসিত দেশ।

বাবুর দৈবাৎ মনে পড়ে, আভা তাকে একদিন এই মেয়েটি সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়েছিল'। একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে একে প্রশ্রয় দিতে মানা ক'রেছিল। আভার চোখে ধরা পড়েছিল, সুনন্দার মনের এই উৎকট বাসনা।

সুনন্দাকে পথের ধারে, অন্ধকারে ফেলে, বাবুর মন গিয়ে করাঘাত করল, আভার আলোকোজ্জ্বল হৃদয় দুয়ারে। সুনন্দার কামনা-ফেনিল উচ্ছাস, তার স্পর্শের কুহক, তার মোহময় উপস্থিতিকে সাবানের ফেনার মতো ফুঁ দিয়ে দিয়ে সে বাতাসে উড়িয়ে দিল। যতোক্ষণ না সে রঙীন বুদ্বুদ ঊর্দ্ধে ফেটে প'ড়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

পঞ্চম স্তবক

১

লয়েডস্ ব্যাঙ্কে দুজনের নামে দুটো একাউণ্ট খুলে আভা মামার উইলে পাওয়া সমস্ত টাকাটা জমা রাখলে। বাবুর নামে একটা স্বতন্ত্র একাউণ্ট হলো, দশ হাজার টাকায়।

বেলা তখন আন্দাজ দুটো।

বাবু বললে, কী হবে বাড়ী গিয়ে। চলো, কোনো হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে, খুব খানিক ঘুরে বেড়ানো যাক্। অনেকদিন তোমার সঙ্গে বেড়াইনি।

আভা বিদ্রূপের স্বরে উত্তর দিল, আমাকে আর দরকার হয় না। অনেক ভালো ভালো সব বন্ধু জুটেচে। তাদের মন রাখতে হবে তো। যদ্দিন ছোট ছিলে, তদ্দিন আগলে চোখে চোখে রেখেছিলুম। এখন তো আর সেদিন নেই। আমিই বা তোমায় ধ'রে রাখবো কেন?

বাবু উত্তেজিত স্বরে বললে, ও ভুল করোনা আভাদি'। ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলে ঘোড়া এলোমেলো ছুটবে। সব সময়েই জীবনে একজন গাইডের দরকার।

—না। মানুষের গাইড তার কন্‌সেন্স। তার শুভবুদ্ধি। তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, তার মনুষ্যত্ব।

—আমার যে সবকিছুই তুমি। সেদিন নীলিমাকে বলেছিলুম, তুমি আমার লাইট-হাউস। ঝড়ের রাতের অন্ধকারে লাইট-হাউসের বাতি যদি দেখতে না পাই, তা হ'লে যে দিশেহারা হ'য়ে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবো।

—আওতায় যে গাছ বেড়ে ওঠে, সে চিরদিন ছায়া খোঁজে। প্রখর তাপে যায় শুকিয়ে। জীবন তো শুধু ছায়া নয়। রোদ, জল, ঝড়-ঝাপ্টা সবই সইতে হবে। ছায়া আরাম। সে বিলাস।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাবু ব'লে উঠল', আরাম তোমার কাছে বিলাস? তুমি মানুষ, না আর কিছু? মানুষের ভোগের যা কিছু উপকরণ, সবই যদি বিলাস, তবে সৃষ্টির এই অনন্ত সৌন্দর্যের মূল্য কি? সবই কি অর্থহীন?

আভা তার মুখের পানে চেয়ে হাসলে।

বাবু বললে, আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়।

—কেন? সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে আভা তার মুখের পানে তাকালে।

—তোমার সৌন্দর্য আছে, কিন্তু তাতে আগুন নেই। এ যেন বৈরাগ্যের রূপ। তপস্যার প্রভাব। এতো শান্ত, এতো স্থির আর এমনি নির্লিপ্ত যে আমি অবাক্ হ'য়ে যাই। আমি এগোতে পারি না।

—এগোবার দরকার কি?

বাবু দৃঢ়স্বরে বললে, দরকার কি? তবে কি দূরে স'রে যাবো?

—তাই বা কেন?

—তবে কি করবো? মাঝপথে দাঁড়িয়ে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখ্‌বো, তপস্বিনীর রুক্ষ কঠিন ত্যাগের রূপ? জানো আভাদি, ভালোবাসার ট্রাজেডি বিচ্ছেদে নয়, বিরহে নয়—

তবে ?

—নির্লিপ্ততায়। প্রেমের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কাছে থেকেও দূরে থাকা।

আভা চল্‌তে চল্‌তে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

হোটেলের একটা নিরিবিলি ঘরে ব'সে আভা হাসতে হাসতে বললে, ও সব মাথা-ভারি মনস্তত্ত্বের কথা ছেড়ে দাও। খাবার টেবিলে ও সব জমে না। খাবারে রুচি থাকেনা। হালকা কথা, হাল্‌কা হাসি আর হালকা মনের সহজ অনুভূতি হ'চ্চে সব চেয়ে ভালো এ্যাপিটাইজার।

বাবু হেসে উঠলো। বললে, ছেলেভোলানো ছড়া শুনিয়ে আর কদ্দিন আমায় ভুলিয়ে রাখবে আভাদি? সত্যি কথা, তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়ো। ক'টা বছর আগে পৃথিবীর আলো দেখচো। কিন্তু জীবনের আলো আজো দেখনি। তাই বলতে পারলে, আরাম বিলাস। জীবনটা যন্ত্র নয়। জীবনে রইলো না যদি কোন প্রত্যাশা, দিনান্তের শ্রান্তি বিনোদনে যদি পেলে না কোন প্রিয়তর সান্নিধ্য, উপবাসী অন্তরকে যদি দিল না কেউ সান্ত্বনা, সে জীবনের রস নেই, মধু নেই, স্বাদ নেই। সে মরুভূমি।

—এসব জীবন দর্শন শিখলে কোথা বাবু,—কার কাছে? আভা আনত মুখে কাঁটায় চামচে ঠোকাঠুকি করে।

—এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর মাঝে যে নাটক অহরহ অভিনীত হচ্ছে অনাদিকাল ধ'রে,তা শিখতে হয় না কারুকে। শুধু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। এ অনুভূতির জিনিষ। ভালোবাসায় যাদের জন্ম, ভালোবাসা যাদের জীবনের খাদ্য, তাদের ভালোবাসা শিখতে

হয় না। কারুকে শেখাতে হয় না। আদিম আগুন প্রত্যেক মানুষের বুকে। নারী সেই আগুনের শিখা।

অপরিচিত একটি লজ্জা আভাকে পেয়ে বসলো। রাঙা মুখে নিঃশব্দে আভা হাসে আর অনুভব করে, এই তীব্র হৃদয়াবেগই যৌবন। বাবুর হৃদয়ের তটভূমিতে বিস্তার লাভ ক'রেছে সেই উদ্দাম আবেগ। স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছে বাবুর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

বয় খাবার পরিবেশন ক'রে গেল।

দুজনে খেতে বসল'।

আভার ইচ্ছাকে বাবু কোনদিন অসম্মান করেনি। তার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আভার নির্দেশ। আভার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই তার জীবনের পথকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। বাবুও তার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাটিকে সম্মান দিয়েছে চিরদিন। আভার কাছে তার গোপনীয় কিছু ছিল না। আজো নেই। আভা তাকে খেলার সাথীর মতো নিবিড় অলিঙ্গন দিয়েছে। বন্ধুর মতো সঙ্গ দিয়েছে। ভগ্নীর মতো মমতা দিয়েছে। গুরুর মতো শিক্ষা দিয়েছে। প্রিয়ার মতো নয়নে সৌন্দর্যের অঞ্জন এঁকেছে। মায়ের মতো স্নেহের সমুদ্র মন্থন করে মুখে সুধা তুলে ধরেছে। তার জীবনের সর্বময়ী আভা তাকে ঘিরে হোমানল শিখার মত দেদীপ্যমান।

হালকা হাসি গল্পের মধ্যে দিয়েই তাদের খাওয়া চললো। দু'তিন কোর্স খাবার পরিবেশনের পর, আভা নিজের প্লেট হ'তে এক পিস্ রোষ্ট মাংস বাবুর প্লেটে তুলে দিয়ে বললে, তুমি এটা খাও।

বাবু প্রতিবাদের কণ্ঠে বললে, আমি আর খেতে পারবো না।

আভা মুখটিপে ব্যঙ্গস্বরে বললে, এতো বড়ো শক্তিমান পুরুষ, এরি মধ্যে খিদে মিটে গেল? আমি না হয় মেয়ে।

বাবু হেসে বললে, সেই ইন্‌ফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। পুরুষের কাছে নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করা মেয়েদের একটা বিলাস।

—কারণ মেয়েরা দুর্বল। সৃষ্টির গোড়া থেকেই পুরুষের শক্তির ওপর মেয়েরা নির্ভরশীল। মেয়েরা চিরদিন পৌরুষকে সম্মান দিয়ে এসেছে।

—আর পুরুষ সৌন্দর্যের পূজারী।

আভার চোখে নিঃশব্দ সম্মতি।

২

বাবু হাসতে হাসতে বললে, অনেক মেয়ের খিদে কিন্তু দুর্নিবার। সময়ে সময়ে ভব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। সৌন্দর্যের আড়ালের নগ্ন মনকে এমনি ভাবে প্রকাশ ক'রে দেয় যে পুরুষও লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে।

আভা কৌতুহলীদৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেয়।

বাবু বললে, একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলি শোন। তোমারি ছাত্রী এবং হোষ্টেলের মেয়ে সুনন্দা। সেই পাতলা, সুশ্রী দেহলতার নীচে যে এতো বড়ো দুঃসাহসিকতা লুকিয়ে থাকতে পারে, আমি ধারণা করতেও পারি নি।

বাবু সেদিন সন্ধ্যার বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত করল'। সুবেশা সুনন্দা ও তার দিদি বিনতা। অপ্রত্যাশিতভাবে পথের মাঝে দেখা। লাইটহাউস সিনেমার অন্ধকারে তার কামনাফেনিল অন্তরের উন্মাদনা। বাবু বললে, উগ্র নির্জলা সুরার মতো সে আমায় মাতাল

করে তুলতে চেষ্টা করেছিল। অথচ এতো সুন্দর, সহজ ও সাবলীল ওর ব্যবহার। ওর স্বভাবের মাধুর্য সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। ওর মতো নম্র, মুখচোরা লাজুক মেয়ে যে এমন বেপরোয়া হ'তে পারে এই আমি প্রথম দেখলুম।

বিস্ময়ে চোখতুলে শুনে, শেষে আভা যেন ক্লান্ত হয়ে গভীর বিতৃষ্ণায় চোখ বুজলে। অস্ফুট আর্ত্তস্বরে বললে, সুনন্দা ?

বাবু নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে মুখে হাসি ফুটিয়ে আভা বললে, আমি ওর দুর্ব্বলতা লক্ষ্য ক'রেছি। তোমার জন্যে ও পাগল। একটা দুর্বল মূহূর্তে, নিজেকে ধ'রে রাখতে পারেনি, ঐ পরিবেশের মধ্যে। ছেলেমানুষ তো।

আভা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো।

বাবু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে, সব মেয়েই যদি আমার জন্যে পাগল হয়, তা হ'লে নিজেকে হয় মেয়েদের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হয়, নয়তো ডন্ জুয়ান্ হ'তে হয়।

আভা উচ্ছসিত হাসিতে বাবুর কাঁধে হেলে প'ড়ে বললে, মেয়েদের অপরাধ কি ? এই সুন্দর চেহরাটি যে তাদের চোখ ঝল্সে দেয়।

হঠাৎ থেমে আভা আশ্বাসের কণ্ঠে বললে, আর ওই সব মেয়েদের জ্ঞানবুদ্ধিই বা কতোটুকু ? আপাতদৃষ্টিতে যা মধুর, তারা সেই দিকেই ঝোঁকে। আসলে মেয়েটা কিন্তু যেমনি শান্ত তেম্নি মিষ্টি। যেন ছোট্ট সাদা জুই ফুল্‌টি—

বাবু হাসলে। বললে, উপমাটা অনেকটা ঠিক্ হ'য়েছে। ছোট্ট জুঁইয়ের গন্ধ কড়া আর মাদকতা ভরা। আসলে কিন্তু সুনন্দা মহুয়া ফুল। গন্ধে মাতাল ক'রে দেয়।

আভা ভুরু নাচিয়ে, বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ হেনে নীচু গলায় বললে, তোমার মনেও তাহলে নেশা লেগেছে। দোষ তাহ'লে তার একা নয়।

বাবু আভার হাতে টিপুনি দিয়ে বললে, ভারি দুষ্টু হ'চ্ছো। সার্টেনলি. দোষ তার একার। একবার ভেবেছিলুম, গাড়ীতে উঠবো না। কিন্তু পথের মাঝে পাছে একটা সিন্ ক্রিয়েট্ হয়, তাই বাধ্য হ'য়ে ভালো ছেলেটির মতো সুর্ সুর্ ক'রে পাশে গিয়ে বসলুম।

—ঠিকই তো। অমন একটি টুকটুকে মেয়েকে পাশে নিয়ে বেড়াতে কার না ইচ্ছে হয়? তারপর তার দামী সিফন্ শাড়ীর নরম স্পর্শ, বাদামী রঙের মায়া, নাকে তার দেহের ও চুলের সুবাস, মহুয়া ফুলের মতো মাতাল ক'রে তুললে।

—স্বাভাবিক। আমিও তো মানুষ। ফ্লেশ্ এণ্ড ব্লাড্।

আভা মৃদু হেসে বললে, ওকে বিয়ে করোনা বাবু। দেখ্‌তে বেশ। আর খুব সুন্দর ছবি আঁকে। ওর মাঝে আছে শিল্পীর মন আর ভাবুকতা।

বাবু দুষ্টুমির ভঙ্গীতে বললে, আমায় জেরা ক'রে মনের কথা বের কর্‌তে চাও? দেখো আভাদি, যে মেয়ের সঙ্গে আমি হেসে দুটো কথা বলি, সেই আমার প্রেমে পড়ে। সুনন্দাকে বিয়ে করতে হলে অনেককেই বিয়ে করতে হয়।

আভার চোখে চাপা হাসি।

বাবু বললে, এতো ভালবাসা নয়। এ নিছক ফ্লার্ট। একটা ভয়াবহ কুহক। মাকড়সার জালের মধ্যে মাছির মতো একবার জড়িয়ে পড়লে আর বেরুবার পথ পাবে না। তোমার নিজের ধ্বংস তোমাকে দিয়েই করাবে।

—তুমি স্ত্রীবিদ্বেষী হ'য়ে উঠ্‌চো, বাবু। যে মেয়ে ভালোবেসে নিজেকে উৎসর্গ করবে সে কখনো প্রেমাস্পদের ধ্বংস আনতে পারে না। সে আনবে পূর্ণতা। মেয়েরা গড়বার জন্যেই প্রেমে পড়ে। ভাঙবার জন্যে নয়।

—কিন্তু এর মূলে যে প্রেম নেই। এ প্রকৃতির ছলনা। মেয়েদের এই যে প্রচণ্ড বাসনা এ হচ্ছে সৃষ্টির ঝড়। এর মুখে প'ড়ে সে নিজেই ঝরা পাতার মতো উড়ে যায়। আমি যে স্ত্রী-বিদ্বেষী নই, তা তুমি নিজের মন দিয়ে জানো। এদের জন্যে আমার মনে কোন ঘৃণা নেই। এদের জন্যে দুঃখ্যু হয়।

মুচ্‌কি হেসে আভা বললে, সুনন্দা কিন্তু সে মেয়ে নয়। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। খুব বড়লোক ওরা। অনেক টাকা।

—ওঃ! তাই বুঝি ওকে আমায় বিয়ে করতে বলছিলে?

—টাকাও তো দরকার। ওকে বিয়ে করতে রাজী হ'লে হয়তো একসঙ্গে দু'জনকে ওরা বিলেত পাঠিয়ে দেবে।

বাবু দৃঢ়স্বরে বললে, আমায় ক্ষেপিয়োনা আভাদি। আমি নিজেকে বিক্রী ক'রে বিলেত যাবো না।

—বিয়ে করা মানে নিজেকে বিক্রী করা। চমৎকার আইডিয়া তো?

—ইব্‌সেন বার্ণার্ড শ'র ছাত্র আমি। শ'বলেছেন, "ম্যারেজ্‌ ইজ্‌ দি মোষ্ট লাইসেনশস অব হিউম্যান ইনষ্টিটিউশনস্‌।"

—জানি। তোমারো কি সেই মত নাকি?

—শ'র মত অভ্রান্ত কিনা জানিনা তবে প্রেমহীন বিবাহ দাসত্বের নামান্তর। বিশেষ ক'রে আমাদের এ দেশে। একবার ফাঁস পড়লে যেখানে আর মুক্তির পথ নেই!

আভা গলায় জোর দিয়ে রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলো, এইখানে ব'সেই ইবসেন, বার্নার্ড শ' পড়ে যদি তোমার জীবনের আদর্শ যায় বদ্‌লে, বিলেতে গিয়ে তো তুমি বায়রন্ হ'য়ে উঠবে।

আভার কণ্ঠের ঝাঁজে বাবু প্রথমটা চমকে উঠলো।

অনেকদিন এ স্বর সে শোনেনি। অতীতে, ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে এম্‌নিভাবে সে তাকে শাসন করাতো। এ যেন সেই স্বরের প্রতিধ্বনি! বাবু মাথা নীচু করলে। কপালে হাত ঠেকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, বায়রণ আমার নমস্য।

আভা মুখ টিপে হাসলে।

বাবু নিজেকে সহজ ক'রে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললে, তোমার মুখের কথা বা তোমার ছোট্ট একটি ইঙ্গিত যে কাজ আমায় করাতে পারবে না, সে কাজ সুনন্দা কেন, কোনো পরমাসুন্দরীমেয়েই তা পারবে না। তোমার সঙ্গে জীবনের যে গাঁট বেঁধেছি, তার চেয়ে শক্ত বাঁধন দিয়ে বাঁধতে আর কেউ পারবে না।

আভা অভিভূতের মতো তার পানে চেয়ে বললে, কেন, বউ?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বাবু অনুচ্চস্বরে বললে, বউ তো তুমি।

বাবুর গালে মৃদু করাঘাত ক'রে লজ্জা-জড়িতস্বরে আভা বললে, খুব দুষ্টু!

উৎসুক ব্যগ্র কণ্ঠে বাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসলো, আচ্ছা আভাদি, লোকচক্ষে আমাদের সম্পর্কটা কি? তোমায় কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি কী বলো?

আভার রাঙা মুখখানা মুহূর্তে পাংশু হ'য়ে গেল। সে কটাক্ষ হেনে ঢোঁক গিলে বললে, কেন আমি তোমার গার্জেন, তুমি আমার ওয়ার্ড।

—আসলে এই কি আমাদের সম্বন্ধ ?

—লোকচক্ষে।

আভার অধরে চাপা হাসি। আভা জানে বাবু নিজের পরিচয়কে কিছুতেই খাটো করতে চায় না। আভা যে আজো তাকে নাবালক ভাবে, এ তার সহ্যের অতীত। পুরুষ সমাজের সে যে একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, কিছুতেই কি আভা স্বীকার 'করবে না ?

বাবুর মুখে ঘনিয়ে এলো মেঘের ছায়া। আভা অপাঙ্গে লক্ষ্য করলে। বাবু বললে, তার চেয়ে প্রথমদিন যে সম্পর্ক পাতিয়েছিলে, সেই ভালো।

—কি, বন্ধু ?

—হ্যাঁ।

আভার বুকের নীচে ফেনিয়ে ওঠে, দুষ্টুমির হাসি। বললে, তবু গার্জেন বা গুরু ব'লে মানতে পৌরুষে আঘাত লাগে।

৩

সব মেয়েরই গোত্র এক।

বসন্তের মতো যৌবন যখন তার দেহের আনাচে কানাচে প্রভাব বিস্তার করে তখন সে মোহিনী। সেই তার প্রাণশক্তি। সেই তার সৃষ্টিকারী আবেগ। সে শক্তির অপচয় করতে পারে না। করে না। সে তখন পুরুষের শরণাপন্ন হতে চায়। পুরুষকে তার শরণার্থী করতে চায়। 'কখনো সে পুরুষের অনুসরণ করে। কখনো পুরুষকে তার অনুসরণ করায়। পুরুষের এই সঙ্গলালসা তার রক্তে সঞ্চারিত করে সৃষ্টির অদৃশ্যশক্তি।

পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত জীবনই মানুষের সমগ্র জীবন। নারী

মোহিনী। পুরুষ তার প্রত্যাশা। নারী মাত্রেই সেই প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখে। সেই আবেষ্টনে নিজেকে পূর্ণ ও অখণ্ড করতে চায়।

আভার চোখেও সেই স্বপ্নের আবেশ। তার এই সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছে, বাবু। নারীর রক্তে নীড় রচনার স্বপ্ন চিরদিন। সে স্বপ্নকে রূপ দিয়েছে, বাবু।

সে ক্লান্ত। শ্রম অপনোদনের জন্য, অবসাদ-শীর্ণ দেহমনের বিশ্রামের জন্য, পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ পাবার জন্য একটি শান্তিময় আশ্রয়কোণ্, আভার ভিতরের আকাশ জুড়ে বসেছে। সে রাত্রে ঘুমুতে পারেনি। ঘুম আসেনি। তার ভবিষ্যৎ কল্পনার আকাশে বাবু জ্বল্ জ্বল্ করেছে। সে অতীতের বালক বাবু নয়। যে এতোদিন তার মুখের পানে চেয়ে, তারই স্নেহার্দ্র দৃষ্টির তলে বেড়ে উঠেছে। এ তার স্বপ্নের আদর্শ পুরুষ। এ তার জন্মজন্মান্তরের কামনার বর। কৈশোরের সীমা ছাড়িয়ে প্রেমিকের যোগ্য পরিণত পৌরুষে পৌঁচেছে। এতোদিন অগোচর অপ্রত্যক্ষ ছিল। এখন সে তার প্রত্যক্ষ প্রভুর মতো, জীবনের গুরুভার নারীর দায়ীত্ব বহন করতে এসেছে। আর সে অপেক্ষা করবে না। বাবুর মনের আদিম আগুন তার চোখের দৃষ্টি দিয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো আভার মনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তার কালো বড়ো বড়ো চোখের পানে তাকালে এমন একটা তীব্র গোপন উত্তেজনায় আভার বুকটা দুলে ওঠে, যে সে ভয় পায়। মনে হয় ওর কাছে আত্মসমর্পন করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। আত্মসমর্পন ওরা বহুপূর্বেই করেছে পরস্পরের কাছে। ওদের আলাদা তো কিছু নেই। ওদের চিন্তা এক, জীবন এক, পথ এক। দুটি আত্মায় ওরা অদ্ভূতভাবে মিলে এক হ'য়ে গেছে। বাকি শুধু দেহ। শুধু ঐ খানে বাকি থেকে

গেছে। ওইটুকুই এখনো ওরা ভাগ ক'রে নেয়নি। কথাটা ভাবতেও আভার ভয় হয়। লজ্জায় চোখ বোজে। অথচ অসীম ওর কৌতুহল। রহস্যময় জীবনের গোপনতা, সেও একটা আনন্দময় অনুভূতি! দুজনের দেহ দিয়ে দুজনের মিলন হবে নতুন ক'রে। নতুন ক'রে হবে নতুন জীবনের পরিচয়। অতীতের কথা ভেবে দুজনেই হয়তো লজ্জা পাবে। ....এই সব চিন্তায় আভার দেহের রক্তে আগুন ধ'রে যায়। সে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাইরে আঁধারের আবছায় গাছগুলো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের মাথায় অবারিত আকাশে অসংখ্য তারা, জোনাকীর মতো মিট্ মিট্ করছে। বাতাস বন্ধ হ'য়ে গেছে। আভার মনে হয় তারও বুঝি দম বন্ধ হ'য়ে যাবে। বাইরের অন্ধকারের পানে চেয়ে চেয়ে মনে হয় ওই অন্ধকারের গোপনতার মতো নিজেদের অলক্ষ্যে দুজনের একটা গোপন সম্বন্ধ রয়েছে। সেই সম্বন্ধের চেতনা তার বুক ভরিয়ে দেয়, নতুন রসসঞ্চারে। নতুন স্রোতাবেগে। সেই সম্বন্ধের দুরন্ত রক্তস্রোতে জন্ম হবে তাদের সন্তানের। বাবু হবে যার জন্মদাতা। আভা আর দাঁড়াতে পারে না। কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় গিয়ে ব'সে পড়ে। আলোর পানে সে চোখ মেলে চাইতে পারে না। চাইতে পারেনা, বাবুর ছবিখানার পানে।

তার মাথা আগুন হয়ে ওঠে। না, না। এ লজ্জা। এ লজ্জার হাত হ'তে তাকে বাঁচতেই হবে। অন্ধ অচেতন হ'য়ে বাবুর কাছে আত্মসমর্পন করা মানে আত্মহত্যা করা।

আভার অবচেতন মনের অদৃশ্যলোকে চল্‌তে থাকে সংকল্পের দৃঢ় সংগ্রাম।

আভার অলক্ষ্যে এক সময় বাবু এসে ঘরে ঢোকে। আভা জানতেও পারে না।

আভাদি!

আভা চম্‌কে উঠে দাঁড়ায়।

বাবুর পানে চেয়ে তার মনটা বিষিয়ে ওঠে। অপরূপ রূপসজ্জা দিয়ে সে যেন তাকে যাদু করতে এসেছে। সম্মোহন শক্তি দিয়ে তার মনের সংকল্পকে তাসের ঘরের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে এসেছে।

বাবুর পরনে দামী স্যুট্। দেহের রঙের সঙ্গে এম্‌নি খাপ খেয়েছে আর মানিয়েছে। আভা নিজে পছন্দ ক'রে স্যুট্‌টা তৈরি করিয়েছিল। কোটের বাটন্ হোলে ফার্ণে বাঁধা একটি আধফোটা তাজা গোলাপের কুঁড়ি। মুখে সজীবতা। মাথার কালো চুলগুলি পরিপাটি বিন্যস্ত। স্নিগ্ধ ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ তার সারা অঙ্গে।

আভা মুহূর্ত্ত তার মুখের পানে তাকিয়ে চোখ নত কোরে জিজ্ঞেস্ করলে, এতো রাত্রে ?

—রাত তো হয়নি। সাড়ে আটটা। ফ্রান্সিসের ওখানে 'অ্যাট্ হোম' ছিল। সেখান থেকেই ফিরছি। কিন্তু, তোমার হ'য়েছে কী ? শরীর ভালো আছে তো ?

আভার মনের পুঞ্জিত ক্ষোভ সহসা গভীর বিরক্তিতে ফেটে পড়লো। বললে, আমার মনের চেয়ে আজকাল শরীরের দিকে লক্ষ্যটাই তোমার বেশী।

—তার মানে ?

অপার বিস্ময় ও ব্যর্থতায় চোখ ভ'রে বাবু প্রশ্ন করলে।

আভা তেমনি বিরক্তির কণ্ঠে বললে, মানে আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তুমি তো কচি ছেলেটি নও।

বাবু জোর ক'রে সশব্দে হেসে বললে, কিন্তু তুমি তো আমায় চিরদিন কচি ছেলেটি ক'রেই রাখতে চাও।

সহসা তার হাত ধ'রে জোর ক'রে কাছে বসিয়ে বাবু জিজ্ঞেস করলে, তোমার হ'য়েচে কি বলতো। আমার ওপর রাগ করেছো?

আভা আনতমুখে অনুচ্চস্বরে উত্তর দিল, কিছু হয়নি। মনটা ভালো নেই।

—কেন, মন ভালো না থাকার তো কারণ নেই। তবে যদি—

বাবু একটু থেমে বাঁকা চোখে তার পানে চেয়ে বললে, যদি গোপন কোন কারণ থাকে, আমি অবিশ্যি—অন্যের এফেয়ার্সে—

আভা চেষ্টা ক'রেও হাসি চাপতে পারলে না। সে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বললে, থ্যাঙ্ক! টেক্ কেয়ার অব ইয়োর ওন্ এফেয়ার্স।

—আমার যা কিছু এফেয়ার্স তোমাকে নিয়ে। আমার গোপন মনও নেই। গোপন কথাও নেই। যাক্‌গে, বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে সত্যি বলতো কী হ'য়েছে তোমার? মন যে তোমার ভালো নেই মুখ দেখেই বুঝেছি।

—মুখ দেখেই তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পারো? কৌতুকের স্বরে আভা প্রশ্ন করলে।

বাবু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, পারি। পারি। আজ নয়, চিরদিনই পারি।

কুণ্ঠায় ও দ্বিধায় ছোট মেয়েটির মতো সে সংকুচিত হ'য়ে পড়ে। মনে হয় এর শক্তির কাছে, এর কঠিন পৌরুষের কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কোন যুক্তি, কোন তর্ক আর টিকবে না।

আভা মুখ নত করলে। বাবু হাত দিয়ে তার মুখখানা তুলে ধ'রে বললে, চুপ ক'রে রইলে যে, বলো, কী হ'য়েছে তোমার ?

বাবুর চোখের পানে তাকাতে গিয়ে আভার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হ'য়ে আসে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবু বললে, বুকের নীচে ব্যথা লুকিয়ে রাখবে, পাছে আমি ভাগ নিতে চাই। দুজনে ভাগ ক'রে দুখ্যু সহ্য করাও যে আনন্দ।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আভা বললে, আমার ব্যথার ভাগ তুমি কেন নিতে যাবে ? তোমার ব্যথার ভাগ নোব আমি, কারন আমি বড়ো। তুমি আমার—

—তোমার সে গৌরব কি কোনদিন ক্ষুন্ন করবার চেষ্টা করেছি ? নিশ্চয়ই তুমি আমার বড়ো। তুমি আমার মনে বড়ো, চোখে বড়ো। তোমায় আমি বড়ো ক'রে রাখতেই চাই।

একটু থেমে হঠাৎ বাবু প্রশ্ন করলে, আচ্ছা আভাদি, বড়োকে ভালোবাসা কি পাপ ?

আভার অধরে আল্‌গোছে ভেসে উঠলো, ঈষৎ হাসি। সে নিঃশব্দে বাবুর মুখের পানে চেয়ে রইলো।

—দর্জির ফিতে হাতে নিয়ে তা হ'লে প্রেম করতে হয়। তোমার বয়সের আভিজাত্যকে যদি আমার অপরিণত প্রেম ক্ষুন্ন ক'রে থাকে তা হ'লে আমি অপরাধী।

আভার ভঙ্গীতে একটা কাঠিন্য ফুটে উঠলো। কি ব'লতে গিয়ে মুখ তুলেই সে মুখ নামিয়ে নিলে। কথা বলতে পারলে না। নিজেকে ভারী দুর্বল মনে হলো। তার দীঘল সুঠাম দেহের মাধুরী, তার

পরিচ্ছন্ন পোশাক, কথা বলার সতেজ স্বচ্ছন্দ গতি তাকে মুগ্ধ ও বিহ্বল ক'রে তুললে। ভীরু চাপা মনে একটা অজানা শিহরণ অনুভব করলে।

বাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ করলে, আমি কী ক'রেছি তোমার? তোমার এই নীরব বিরুদ্ধতার মূলে যে আমি, এ অনুমান করা শক্ত নয়। আমি ছাড়া তোমার জীবনে যে আর কোন জটিলতা নেই, তাও আমি জানি। অনিচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতায় যদি তোমার মনে আঘাত ক'রে থাকি, আমার ভুল তুমি দেখিয়ে দেবে। আমি নিজেকে বদলাবো। যা চিরদিন করে এসেছো। আমাকে সবচেয়ে ব্যথা দেয়, তোমার এই ঔদাসীন্য। এই নির্বিকার নির্লিপ্ততা।

বাবুর ব্যথিত স্বর আভাকে আহত করলে। এই ধরণের ব্যাপার যেন তার ভারী বিশ্রী ও লজ্জাকর মনে হলো। আর এর জন্য তার নিজেকেই দায়ী মনে হলো। সে মুখ তুলে অভিভাবকের মতোই গাঢ়স্বরে বললে, তোমার সম্বন্ধে উদাসীন আমি কোনদিনই নই। বরং অত্যধিক সতর্ক ও সজাগ। যা এখন অনাবশ্যক ও অকারণ মনে হয়।

—কেন?

—তোমার স্বাধীন মতামতকে আমার যে সম্মান দেওয়া উচিৎ তা দিতে পারি না।

—অর্থাৎ আমার নতুন ব্যক্তিত্বকে তুমি স্বীকার করে নিতে পারো না।

আভা মাথা নীচু ক'রে ভাবলে। বললে, তোমার এই নতুন ব্যক্তিত্ব তোমায় ভীষণভাবে আত্মসচেতন ক'রে তুলেছে। না বাবু?

—হ্যাঁ। নতুন ব্যক্তিত্ব দিয়েছে নতুনতরো চেতনা। যে চেতনার বিকাশ বালককে মানুষে পরিণত করে।

৪

দুজনেই স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

আভার চোখদুটি দৈবাৎ জ্বলে উঠে যেন ধীরে ধীরে ভেতরে গলে যাচ্ছে। বাবু বিস্মিত, বিমূঢ় ও ভীত! আভার চোখের রহস্যময় দৃষ্টির পেছনের মহাজিজ্ঞাসা তার হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। সে সংশয়াকুল অধীর দৃষ্টিতে আভার পানে চেয়ে গুঞ্জন ক'রে উঠল', তুমি তো জানো, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার হৃদয়ের বদ্ধমূল ধারণা, আমার মনের দৃঢ়বিশ্বাস, অদৃষ্ট একদিন নির্ঘাত আমায় পৌঁছে দেবে তোমার গোপন অন্তরের মায়াপুরীতে। যেখানে নরনারীর জীবনযাত্রার রহস্য দুর্জ্ঞেয় নয়—স্পষ্ট!

আভার সুন্দর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুট্‌লো। সে হাসিতে খুশীর আভাস।

আভা স্মিতহাসিতে মুখভরে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা বাবু, কবে তুমি প্রথম বুঝলে, তুমি আমায় ভালোবাসো?

ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বাবু ব'লে উঠলো, ভালোলাগা যদি ভালোবাসা হয়, তাহ'লে প্রথমদিনই।

—দূর্! সে কথা নয়। আভা হেসে উঠলো।

বাবু তাকে বাধা দিয়ে শিশুর মত বললে, শোন না, বলি। প্রথম দিনই তুমি আমায় প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছিলে। তোমার আবির্ভাব, আমার অল্পবয়সী মনে রূপকথার রাজকন্যার মতো বাসা বাঁধলো। ছেলেমানষী হলেও আজ মনে হয়, তোমার শক্তিশালী প্রভাবে আমার অনুভূতির গভীরতায় কী তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। আমি অন্যমনস্কে ছুরি দিয়ে গাছের ডাল কেটে, স্কুলের বেঞ্চি কেটে লিখতুম তোমার নাম।

মাটিতে কাঠি দিয়ে লিখতুম, পাশাপাশি আমাদের দু'টি নাম। আচ্ছন্নের মতো গোপনে চেয়ে থাকতুম, সেই নাম দু'টির পানে। উঃ! কী ভালোই লাগতো। মনে হতো, আমাদের দুজনকে ঘিরে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। সেই ভবিষ্যতের দোর খুলে দেবে তুমি।

আভার চোখে মুগ্ধনারীর তন্ময় দৃষ্টি। হঠাৎ তার বুকখানা কেঁপে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বাবুর মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়ল তার তপ্তশ্বাস।

বাবু বললে, তারপর, আমার যৌবনের উন্মেষে, আমার নতুন চেতনা আমায় অস্থির ক'রে তুললে। তোমার পানে চেয়ে চেয়ে কেবলি আমার মনে হতো, কী অসীম ধৈর্য নিয়েই তুমি এই দীর্ঘদিন আমার অপেক্ষায় ব'সে আছো।

আভার উৎসুক চোখদুটি যেন হঠাৎ আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। শুভ্র গাল দুটি লাল্‌চে হলো। সে হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে নড়ে বস্‌লো।

—তোমার মুখের ওপর ফুটে উঠতো, একটা তীব্র বিরোধের বেদনাময় ছায়া। আমি অবাক হ'য়ে ভাবতুম, কিসের এই দ্বন্দ যা মাঝে মাঝে তোমায় ব্যথিত ক'রে তোলে। মনে হতো আমিই তোমার জীবনকে ব্যর্থ করে দিলুম। তোমায় ফুটতে দিলুম না। এমন সুন্দর একটি ফুল, সম্পূর্ণ হ'য়ে ফুটতে পেলে না। উৎসুক হ'য়ে শুধু চেয়ে রইলো, আমার মুখের পানে।

আভা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, তা হ'লে তোমার বিশ্বাস, তোমাকে পাবার লোভে এতোদিন তোমার পথের ধারে অপেক্ষা করেছি ?

আভার কণ্ঠস্বরে একটা শিশুসুলভ সরলতা ছিল। কিন্তু তাতে

রুক্ষতারও আভাস আছে। তার কণ্ঠস্বরে বাবুর মনে হলো, সে তার মর্য্যাদায় আঘাত ক'রেছে।

আভা মধুর হাসিতে মুখখানি ভ'রে তার কাঁধে একখানা হাত রেখে বললে, সেই কি আমাদের সত্যিকার জীবন? আমাদের আসল জীবন কি তাহলে এম্‌নি একটা হীন স্বার্থের ভিত্তির ওপর গড়া?

বাবু নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টি দিয়ে আভার মুখের পানে তাকালে। তার মুখে এক অলৌকিক স্নিগ্ধ দীপ্তি। শান্ত, লাবন্যভরা মুখের ফাঁকে প্রসন্ন হাসি। ডাগর কালো চোখের কোণায় নারীত্বের দর্প। আভা দৈবাৎ বাবুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, মাথার চুলের উপর হাত রেখে, অত্যন্ত কোমল সুরে বললে, বাবু আমরা ভুল পথে চলেছি। এ সত্যি পথ নয়।

অসহায় কাতর দৃষ্টি তুলে বাবু আভার মুখের পানে তাকালে। এ যেন দূরকালের আভা। অভিভাবকের তিক্ত মধুর কণ্ঠে বালক বাবুকে নীতিশিক্ষা দিচ্ছে। যে আভাকে চিরদিন সে গভীর শ্রদ্ধা দিয়ে এসেছে।

বাবু আভার বুকের উপর মাথা রেখে শোনে, তার হৃদ্‌পিণ্ডের ধক্ ধক্ স্পন্দন। দ্রুত আর বিরামহীন সে শব্দ। হৃদয়ের মাঝে দুজনের যে একটা গোপন বন্ধন আছে, আভা যেন সংকল্পের দৃঢ়তা আর হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেল্‌তে চায়! আভার আয়ত চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি যা বলে, তার সঙ্গে, তার মুখের কথার যেন কোন মিল নেই। কোন সামঞ্জস্য নেই। বাবু অলস স্বপ্নাতুর দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকিয়ে রইলো।

আভা তার সর্বাঙ্গে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতে দিতে অনুচ্চ কোমল স্বরে বললে, আমাদের দু'টি জীবন মন্থন ক'রে যে সুধা উঠছে, তাই

পান ক'রে আমরা অমর হ'য়ে থাকবো। আর বেশী চাইলে যে বিষ উঠবে, সে বিষ আমরা কেউ সহ্য করতে পারবো না।

বাবু বললে, তুমি যদি আমায় থামাতে চেয়েছিলে, আগে বলোনি কেন? আমার মনে হয় আমি তোমার কাছে উৎসাহই পেয়েছি।

আভা মুখ টিপে হাসলে। বললে, আমার মনকে তুমি লুব্ধ ক'রে ছিলে। কৌতূহলী মেয়েলি মন, শুনতে চায় সুন্দর পুরুষের স্তুতিগান। আমার ভালো লাগতো, তোমার মুখের প্রেম নিবেদন। আমার কুমারী মনে জাগতো নতুনতরো উদ্দীপনা।

উৎসুক দৃষ্টি তুলে আগ্রহভরা কণ্ঠে বাবু প্রশ্ন করলে,—তবে?

—কিন্তু জীবনটা তো নাটক বা কাব্য নয়। ভয় হ'লো, পাছে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

—অর্থাৎ নীতিকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে বলি দিতে চাও।

—নইলে আমাদের পরিচিত পৃথিবী উন্মত্ততায় বিষিয়ে উঠবে।

বাবু বেদনাময় মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে তার পানে নিঃশব্দে তাকালে।

আভা বললে, আগেকার দিনের মতোই পরস্পরকে আশ্রয় ক'রে আমরা চলবো জীবনের পথে। জীবনে নতুন সমস্যা এনে আমাদের অতীতের অনাবিল স্তব্ধতাকে কলুষিত হতে দোব না।

আভার স্নেহতপ্ত আলিঙ্গনের নীচে বাবুর মনে হলো, সে বুঝি শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তার মনের ঝড় গেছে থেমে। এরই জীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে তার জীবনের গতিবিধি নিবদ্ধ। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ষষ্ঠ স্তবক

১

(স্বামী সম্বন্ধে বাঙালী মেয়েদের উপলব্ধি গভীর। স্বামীর প্রতি গভীর তাদের সশ্রদ্ধ অনুরাগ। পতি তাদের পরম গুরু। তারা শুধু পতির জীবন সঙ্গিনী নয়, তারা জীবন ধর্মিণী। জীবনের গভীরতায় এমনি একটা অবিচলিত, অটল বিশ্বাস নিয়েই বাঙালী মেয়েরা যায় স্বামীর ঘর করতে। এ বিশ্বাস তাদের জন্মগত, মজ্জাগত) মা, দিদিমার উত্তর-সাধিকা রূপে বংশপরম্পরায়, তাদের রক্তে। এ সংস্কার তাদের মনের অদৃশ্য-লোকে। স্বামীর ছায়ার মধ্যে ছায়ার মতো বাস ক'রে নিজের সত্তাকে পৃথক ক'রে দেখবার তার প্রয়োজন হয় না। স্বামীর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হয়না তাদের। নীতি ও ধর্মের দিক্ থেকে তারা স্বামীর চির অনুগত। তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি সংসারের কর্ত্রী হয়েও স্বামীর মাঝে নিজেকে ফুরিয়ে দেওয়া। প্রভুর কাছে দাসীর মতো।

আভার মনেও স্বামী সম্বন্ধে এমনি একটা সূক্ষ্ম সনাতনী আদর্শ বদ্ধমূল হ'য়েছিল। সে আদর্শের সঙ্গে বাবুর কোনদিক দিয়েই মিল নেই। একেবারে বেখাপ্পা। তাদের ছন্দোময় অতীত জীবনকে, এই বিসদৃশ কল্পনা ছন্দহীন ও বেসুরো ক'রে তোলে। তার মাঝে নতুন জীবনের কোন প্রেরণা নেই। নিতান্তই একটা হীন যান্ত্রিক কামনা

ছাড়া এর অতলে সত্যকারের আর কোন আকর্ষণ নেই। জীবনের পরম রহস্য সন্ধানের এ একটা ক্ষণিকের দুর্নিবার কৌতূহল। এদের দুটি মনের অন্তরঙ্গতা নিবিড়। কুসুমের মতো সূক্ষ্ম ও পেলব এদের অনুরাগ। পরস্পরকে আশ্রয় ক'রেই এরা সুখী, অন্তরে বাহিরে। মনের অন্তর্লোকে কামনার তীব্রতা নেই। কঠিন পাথরে গাঁথা দেব-মন্দিরের মতো আভার মন। সেখানে প্রবেশ করেনি কামনার বিষবাষ্প। তার প্রশান্ত মনে নিষ্কামতার অপার স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতা সে ভঙ্গ করতে চায় না। বাবুকে অবলম্বন ক'রে জীবনে যে আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছে সেই বিচিত্র অনুভূতিকে ভোগের অন্ধকারে ডুবিয়ে ক্লেদাক্ত করতে পারবে না।

নিজের জীবনের জন্য বাবুকে তার প্রয়োজন। এ কথা সে অস্বীকার করতে পারে না। অথচ সে প্রয়োজন দেহকেন্দ্রিক নয়। বাবুর ছায়ায় সে থাক্‌তে চায়। কিন্তু প্রেমের সনাতন রীতিতে নয়। বাবুর কাছে চেতনাহীন আত্মসমর্পনের কল্পনায় তার মন আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে না। অন্তরে জাগে ভয়াবহ বিভীষিকা। অশুচি বিতৃষ্ণা।

এতোদিন, এই দীর্ঘ বছর আভা শুধু বাবুর জীবনের দায়িত্ব ও দুর্ভাবনার কথাই ভেবেছে। বাবুর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে। বাবু বড় হবে, বাবুর সাফল্য তার গৌরবকে দীর্ঘতর ক'রে তুলবে, এই কামনাই করেছে। এই উৎসাহ নিয়েই সে নিজের জীবনের ভালবাসার ও যৌবনের কামনার কথা ভুলে ছিল। নিজের ছোট্ট জীবনের পরিধির মধ্যে বাবুই একান্ত হয়েছিল। বাবুর কল্যাণের দায়িত্বই ছিল তার জীবনের একমাত্র প্রেরণা।

সেই বাবুকে সাথী ক'রে জীবনের কোন লক্ষ্যে পৌঁছোন চলে না।

তার স্ত্রী হ'য়ে তাকে সুখী করবার চেষ্টা করা শুধু ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে না, দুজনেরি জীবনকে ক্ষয় ক'রে ফেলবে। তা ছাড়া স্বামীস্ত্রীর ভালোবাসার একান্ত যা কাম্য তা আলেয়ার মতো তাদের শুধু নাগালের বাইরে নিয়ে যা'বে। মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ানোর মতই নিস্ফল হবে।

আভা তা পারবে না। বাবুকে সুখী করবার জন্য সে তার দেহটা তাকে উপহার দিতে পারবে না।

বাবু বলে, বেশ তা হ'লে তুমি বিয়ে করো, আমি বিলেত যাবার আগে। তোমাকে স্বামীর ঘরে সুখী দেখে যেতে পারলে, আমি নিশ্চিন্ত হবো।

আভা হাসে। মুখে বলে, তাই হবে। মনে মনে বলে, তোমাকে যা দিতে পারলুম না, অপরকে তা কোনদিন দোবো না।

আভার মুখে ফুটে ওঠে বেদনাময় বিষন্ন হাসি। বাবুকে বলে, তুমি বড়ো হও। তোমার জীবনের গৌরব সাফল্য আন্‌বে আমার জীবনে।

বাবু উত্তর দেয়, অর্থাৎ রথের চাকার তলায় তোমায় পিষে আমি উঠবো সেই রথের বেদীতে।

—ক্ষতি কি? বড় হ'তে হ'লে, অনেককেই অমন পায়ের তলায় দ'লে ওপরে উঠতে হয়।

২

ফ্রান্সিস্ গত হপ্তায় বিলেত গেছে।

ইষ্টারের ছুটিতে ওয়েল্‌ফেয়ার সোসাইটির সঙ্গে আভা গেছে রাঁচিতে। বাবুর মনে হয় আভা যেন নিদারুন লজ্জায় এই সংকটের হাত হ'তে

পরিত্রাণ পাবার জন্য হঠাৎ দূরে স'রে গেল। নিজেকে ভোলাবার জন্য সে একটা আড়াল সৃষ্টি করতে চায়।

বাবুর মনের মাঝে একটা চিন্তার আলোড়ন চল্‌তে থাকে। তার মনে হয় মানুষের জীবন একটা অনুষ্ঠান। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান পালন করাই আধুনিক পোশাকী সভ্যতা। উদ্দাম জীবন-স্রোতকে অভিনন্দিত করবার মতো সাহস বা শক্তি এদের নেই। পোশাকের নীচে দেহের স্বভাব সৌন্দর্যকে যেমন মানুষ নগ্নতার দোহাই দিয়ে লুকিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি ভাবেই প্রাণচঞ্চল জীবনের স্বাভাবিক বহ্নিদীপ্তিকে এরা গোপন ক'রে রাখতে চায় সংযম ও নীতির আড়ালে। এদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় সমাজনীতির পেষনে।

ফ্রান্সিসের বিরহব্যথা তাদের সংসারকে ম্রিয়মান ক'রে তুলেছে। ফ্রান্সিসের মা'র অনুরোধে প্রায় প্রত্যহই বাবু অপরাহ্নের দিকে তাদের বাড়ী যায়। নিজের সাহচর্য্য ও সঙ্গ দিয়ে তাদের বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত মনকে হাল্‌কা ক'রে তুলতে চায়। কিন্তু নিজের মনের এই দুঃসহ গোপন ব্যথা প্রকাশ ক'রে কারুকে সে বলতে পারে না। তার জীবনের এই প্রথম নিস্ফলতা তার হৃদয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। তার মুখের রেখায় ফুটে ওঠে সুস্পষ্ট বেদনা। এথেল লক্ষ্য করে তার এই ভাবান্তর। অথচ সাহস ক'রে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। কিসের একটা অপরিসীম লজ্জা তার কণ্ঠ চেপে ধরে। বাবুর কুয়াশাঘেরা চোখের ছায়াঘন দৃষ্টির অতলে যে ভাবের প্রকাশ, এথেলের মনে হয় ঐ বুঝি পুরুষের প্রেম। তার কুমারী লাজুক মন ঐ দৃষ্টির ডাকে সাড়া দেয়। মনের গহনে এক অজানা পুলকের শিহরণ জাগে। অথচ ভয় হয় যদি ঐ দৃষ্টির কুহক দৈবাৎ মুখর হ'য়ে

তাকে চেয়ে বসে। কী উত্তর এথেল তাকে দেবে? এথেলের দেহমনে কাঁপুনি ধরে। সে বাবুর মুখের পানে চেয়ে দেখে আর তার মনে হয় যেন একটা প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ক্রমশঃ তাকে বাবুর পানে টান্‌ছে। বাবুর প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে সে যেন একান্ত অসহায় ও শক্তিহীন। তার প্রানশক্তির নিম্পেষনে সে হয়তো মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে বাবুর বিস্তৃত বুকের মাঝে। বাবুর মনের আসল ক্ষতস্থানটির সে সন্ধানও পায় না। বাবুও প্রত্যক্ষ করতে পারে না, এথেলের অন্তরের এই অভাবনীয় আলোড়ন।

ফ্রান্সিস্ ছিল এতোদিন বাবুকে আড়াল ক'রে। বাবু তারি বন্ধু। এখন আর ফ্রান্সিস্ কাছে নেই। এথেলই বাবুর সহচারিণী ও বান্ধবী। বাবুর মনের হদিস্ না পেলেও সে তাকে গ্রহণ ক'রেছে, সর্বান্তঃকরণে। নিঃশ্বাসের মতো সহজভাবে। তার তরুণ মনে কেমন অন্ধবিশ্বাস জন্মেছে যে বাবুকে সে জয় করেছে। তারই আকর্ষণে বাবু এখানে আসে। এবং এখানে আসার মতোই সহজভাবে একদিন হয়তো আসবে তার জীবনে। সেই দিনের অপেক্ষায় সে বাবুকে নিজের জীবনের সঙ্গে গ্রন্থি দিয়ে কতো স্বপ্নই না দেখে।

সে স্বপ্নের অঞ্জন তার চোখে এঁকে দিয়েছে, ফ্রান্সিস্ ও তার মা। বাবুকে আজো তার কোন ইঙ্গিত না দিলেও, তাদের কল্পনার আকাশে তারা বাবুকে প্রত্যক্ষ করেছে, এথেলের ভাবী স্বামী রূপে।

বিকেলের দিকে সেদিন ভয়ংকর ঝড় উঠলো।

কালো আঁচল উড়িয়ে কালবোশেখীর তাণ্ডব সুরু হলো। সাপ-খেলানো বাঁশীর মতো একটানা বাতাসের অদ্ভুত আওয়াজ। চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ আর বুক কাঁপানো বজ্রধ্বনি। পথের ধুলোবালি উপরে

উড়লো, এঞ্জিনের ধোঁয়ার মতো। অন্ধকারে দিক্ আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো। উত্তেজনা স্তিমিত হ'য়ে যেমন অশ্রু হ'য়ে ঝরে পড়ে, তেমনি একসময়ে ঝড়ের বেগ গেল কমে। নামলো বৃষ্টির ধারা।

এথেল জান্‌লা খুলে বাইরের আকাশের পানে চেয়ে দাঁড়ালো। পাঁশুটে মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। বোশেখের বৃষ্টি যেন বহু-আকাঙ্খিত প্রিয়জনের পদক্ষেপের মতো মনের অলিন্দে ঝঙ্কার তোলে। এথেলের মনের আকাশে একটা নতুনের রঙ্ বুলিয়ে দিল। এই সময়টি তার বাবুর জন্য চিহ্নিত। এই সময়টির জন্য সে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা করে। আজো তারি পথ চেয়ে এই অধীর প্রতীক্ষা। খোলা জানালা দিয়ে ঝাপ্‌সা দিগন্তের পানে চেয়ে চেয়ে তার ভিতরটা মেঘলা হ'য়ে আসে। গাছের মাথায় একটানা বৃষ্টির শব্দ। বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশ। ভিজে পথ। ভিজে বাতাস তার অন্তরটা ভিজিয়ে তোলে এক অপরূপ বিরহের সুরে। আজকের দিনে যদি বাবু না আসে, কী প্রয়োজন ছিল প্রকৃতির এই এতো আয়োজনে।

একখানা ট্যাক্সির শব্দ ভেসে এলো, বৃষ্টির অশ্রান্ত শব্দ ছাপিয়ে। এথেল উল্লসিত হ'য়ে ত্রস্তে নিচে নেমে গেল।

বাবু ভিজে চুলগুলো কপাল হ'তে তুলে দিতে দিতে মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

এথেল স্বপ্নাতুর নীল চোখদুটি তুলে প্রশ্ন করলে, ভিজে গেছো তো?

চিবিয়ে চিবিয়ে বাবু বললে, তাতো গেছি। কিন্তু ভারী মুস্কিলে পড়েছি।

আগ্রহভরা সপ্রশ্নদৃষ্টি তুলে এথেল তার পানে তাকালে।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে বাবু বললে, ট্যাক্সির ভাড়া দিতে হবে। আমার কাছে টাকা নেই।

এথেল সশব্দে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। বললে, এই কথা বল্‌তে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল।

এথেল তার গা হ'তে ভিজে কোটটা খুলে নিয়ে, হাতে একখানা তোয়ালে দিল।

মিসেস হার্বার্ট প্রশ্ন করলে, ভিজে গেচো যে বাবা। কোথায় ঝড় উঠলো?

বাবু বললে, এস্‌প্লানেডে। ভাবলুম ঝড় থাম্‌লে আস্‌বো। ঝড় থাম্‌লো তো বিষ্টি নামলো। কাজেই ট্যাক্সি নিতে হলো।

—বেশ করেচো।

এথেল অভিমানের ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, ভাড়া দেবার টাকা ছিল না সঙ্গে। আমার কাছে টাকা চাইতে ওঁর লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। সে যদি মা মুখের চেহারা দেখতে।

মা মৃদু হেসে বললে, সে আবার কী? ঘরের ছেলে—

বাবু ধমক দিল, দুষ্টুমী কোরো না এথি।

—দুষ্টুমী? মায়ের কাছে মিথ্যে বলো না অমিয়।

এথেলের কণ্ঠস্বরে ও কথা বলার ধরণে বাবু চমকে উঠলো। তার মুখখানা সহসা বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

এথেল বললে, আমরা ওকে যতো আপনার ভাবি, উনি ততো আমাদের পর ভাবেন।

এথেলের চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো।

এথেলের মুখের পানে চেয়ে বাবুর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না।

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যেই শ্রীমতী হার্বার্ট হাসতে হাসতে বললে, ফ্রান্সিসের সঙ্গে ও দিনরাত এইরকম খুন্‌সুটি করতো। ওর স্বভাবই ওই। বড্ড অভিমানী।

মা ঘর হ'তে বেরিয়ে গেলে, চাপা গলায় বাবু বললে, ছিঃ! মা'র কাছে আমায় এমনভাবে অপ্রস্তুত করলে কেন?

আহত অভিমানের ভাঙা গলায় এথেল জবাব দিল, অপরাধ হয়েছে।

সে কান্না চাপবার জন্যে দু'হাতে মুখ ঢাকলে। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও কিন্তু সে নিজেকে সামলাতে পারলে না। তার শুভ্র গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামলো। বিমূঢ় বিস্ময়ে বাবু নিঃশব্দে তার পাশে গিয়ে বসলো। এথেল অশ্রুসজল চোখে উত্তেজিতস্বরে বললে, আমাদের যদি এতোই পর ভাবো, তবে আসো কেন? এ আত্মীয়তা দেখানোর কোন মানে হয় না।

বাবু চকিত দৃষ্টি দিয়ে এথেলের পানে তাকালে। এ এথেলকে সে আগে কোনদিন দেখেনি। এ তার বিস্ময়কর প্রকাশ। অন্ধকারের বুকে ক্ষণপ্রভার মতো চকিতে সে বাবুর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ছোট্ট লাজুক মেয়েটি যে হঠাৎ তার প্রতি এমন রূঢ় ও কঠিন হ'তে পারে এ বাবুর কল্পনার বাইরে। বড় ভায়ের বন্ধু হিসেবে চিরদিন তাকে সে বড় ভায়ের মতোই শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে।

সারা সন্ধ্যেটা এথেল মুখ ভার ক'রেই রইলো। বাবু নিঃশব্দে ফ্রান্সিস্‌কে চিঠি লিখতে বসলো। একসময় মুখতুলে সে এথেলকে বললে, ফ্রান্সিস্‌কে লিখলুম, এথেল অত্যন্ত অবাধ্য হ'চ্ছে আর আমাকে এখানে আস্‌তে মানা ক'রে দিয়েছে।

এথেল একটু দূরে ব'সে উল্ বুনছিল। সে তার পানে না চেয়েই উত্তর দিল, আমি এখনো তো বল্‌চি, ভালো না লাগলে আসবে কেন। শুধু বন্ধুর খাতিরে বন্ধুত্ব করতে এসো না। যদি সহজভাবে আমাদের নিতে না পারো।

৩

(মেয়েরা অকারণে প্রিয়জনকে আঘাত ক'রে বসে। মিষ্টি কথা ব'লে আদর করার মতো এটাও তাদের ভাবপ্রবণ মনের নিছক একটা বিলাস। এ বিলাস তাদের রক্তে। এ বিলাস তাদের মজ্জাগত। মনের একঘেয়ে স্তব্ধতা ভাঙ্‌বার জন্যেই যেন আঘাত ক'রে তারা নির্মম আনন্দ পায়। আঘাত ক'রে তারা প্রিয়জনের মনের সাড়া পেতে চায়। তাদের মনে উদ্দীপনা জাগাতে চায়।) এথেলের এই ভাবান্তর, এও কি আঘাত ক'রে বাবুকে জাগিয়ে তোলবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস! তাকে আকর্ষণ করবার একটা বিকৃত কামনা?

এথেল সম্বন্ধে বাবু মোটেই সচেতন নয়। সে নির্বিকার। এথেলকে ব্যথা দেয় বাবুর এই ঔদাসীন্য। বাবু তাকে বুঝতে পারে না। বুঝতে চেষ্টাও করে না। তার এই আকস্মিক আবেগকে যে প্রশ্রয় দিল না। তার এই বিরুদ্ধতা নিজের বিরহকাতর মনকে একটা অজানা বেদনায় বিষিয়ে তুল্‌লে। আভার উপর একটা আক্রোশে তার মনটা ভ'রে রইলো।

নিজের নিরালা ঘরটিতে ফিরে এসে ভারাক্রান্ত মন আরো ভারি হ'য়ে উঠলো। ঘরের আলো জ্বালতেই তার চোখে পড়লো, একখানা চিঠি মেঝের উপর পড়ে আছে। পিয়ন দরজার ফাঁক দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। আভার চিঠি।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো বাবু চিঠিখানা পড়লে। আভা লিখেছে, তোমার বিরহ আমায় ব্যথিত ক'রে তুললেও, দূর হ'তে তোমার ভালোবাসার যে স্বাদ পাই, তা অপূর্ব। দূরে না এলে, স্নেহের স্বরূপ প্রকাশ পায় না।....বাবু জ্ব'লে উঠলো। মনে মনে বললে, আজো প্রকাশ পায়নি। পাবে যেদিন আমি নাগালের বাইরে যাবো। উত্তরে এই কথাই সে তাকে লিখবে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। একটা অজানা বিচ্ছেদ বেদনা তার মনটাকে পাথরের মতো ভারী ক'রে তুললে। কী একটা অদ্ভুত কারণে যে আভা ধরা ছোঁয়া দিল না, দুর্গম নারীমনের এই রহস্য কি চিরদিন তার কাছে অজানাই থাকবে।

ঘরের মাঝে স্তব্ধতা জমাট বেঁধে উঠেছে। বাইরে এখনো আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। বাবুর মনেও নিরুপায় নৈরাশ্যের ছায়া। কী যে সে ভাবছে, কিছু ভাবছে কিনা, নিজেই জানে না।

দৈবাৎ তার চমক ভাঙলো, দোরের কাছে জুতোর শব্দে। ঘরে এসে ঢুক্‌লো, সুনন্দা।

মুখভরা হাসি। তৃষামাখা চাউনি।

শান্ত, পরিপুষ্ট, লাবন্যভরা মুখে ক্লান্তির ছায়া। ডাগর কালো চোখের নীচে শ্রান্তির নীল রেখা। চুলগুলো এলোমেলো, অবিন্যস্ত। মুখের দুপাশে ছড়ানো।

ঘরে ঢুকেই সুনন্দা একেবারে বাবুর কাঁধের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, তুমি আমায় যতো বোকা ভাবো, তত বোকা আমি নই। দস্তুরমতো পাশ করেছি।

—সত্যি ? বাবু সোজা উঠে দাঁড়ালো।

সুনন্দা হাসতে হাসতে বললে, এইমাত্র রেজাল্ট জেনে, প্রথম তোমার কাছেই আস্‌ছি। তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

সুনন্দার মুখখানি স্নেহরসে ভরা। জয়ের আনন্দে কালো চোখদুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে।

বাবু উচ্ছ্বসিত আনন্দে সুনন্দার হাতদুটি ধ'রে ব'লে উঠলো, কন্‌গ্রাচুলেশন নন্দা! কবে খাওয়াচ্চো বলো।

আর্শিখানার সামনে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে সুনন্দা বললে, এখুনি। আমি গাড়ি নিয়ে এসেচি। সঙ্গে আছে আমার ক্যাশিয়ার, দিদি। কিন্তু আগে আমায় একটু প্রেজেনটেবল্ হ'তে দাও। তোমার চিরুণী আর টয়লেটগুলো একটু দেবে ?

—মেয়েদের টয়লেট আমি পাবো কোথা ?

বাবু কটাক্ষ হানলে।

খোলা জানালা দিয়ে আকাশের পানে চেয়ে সুনন্দা বললে, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি চলো। আবার বিষ্টি নামতে পারে।

অবিচলিত গাঢ়স্বরে বাবু উত্তর দিল, নামুক। প্রলয় নামলেও, তোমার আজকের এই উৎসবকে ব্যর্থ হতে দোব না।

বাবুর কণ্ঠ আজ খুশীতে উদ্বেল। সুনন্দা ঘন কালো পল্লবের আড়াল হ'তে বাঁকা চাউনি দিয়ে তার পানে তাকাল। বাবুর হাবভাবে মনে হলো যেন সে একা এতোক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়েছিল। সে এসে তার একান্ত অসহ একাকীত্ব ঘুচিয়ে তাকে সজীব ক'রে তুললে। সুনন্দার মনে হলো, সে এর আগে আর এতোখুশি তাকে কোনদিন

দেখেনি। এমন দিলখোলা স্নেহস্নিগ্ধ হাসি তার কাছে আর কোনদিন হাসেনি।

আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে সুনন্দা চিরুনি দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে। শুভ্র নগ্ন কাঁধ ছাপিয়ে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে ঢেউখেলান এলোচুল। মেঘের মত ঘন অন্ধকার। অনাবৃত নিটোল একখানি হাত একগোছা চুল চেপে ধ'রে ঘুরছে, আর গতির তালে দুলে উঠছে লাল ব্লাউজের নীচে পীবর একটি বুক। অভিভূতের মতো, মন্ত্রাচ্ছন্নের মতো বাবু তাকে চেয়ে দেখছে। তার শরীরের সৌন্দর্য্য. সর্বাঙ্গের লালিত্য দেখে বাবুর আজ বিস্ময়ের অন্ত নেই। আজ যেন নতুন ক'রে এদের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হ'চ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি ওর সুকুমার দেহের সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে। বাবুর মুখ কামনায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি বহ্নিদীপ্ত। তার পানে চেয়ে সুনন্দার মনে নেশা জাগে। লুব্ধ দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে।

মুখে, গালে ও ঘাড়ে পাউড়ার দিতে দিতে সুনন্দা জিজ্ঞেস করে, তুমি সমুদ্দুর দেখেচো বাবু?

সুনন্দার মুখেচোখে শিশুসুলভ সরলতা, কণ্ঠে ঔৎসুক্য।

বাবু তার মুখের পানে চেয়ে উত্তর দিল, না। কতোদিন পুরী যাবো ভেবেচি, কিন্তু যাওয়া আর ঘটে ওঠেনি। ইষ্টারের ছুটিতেও আভাদিকে ব'লেছিনু।

—আভাদি ছাড়া সংসারে কিবা দেখেচো!

দুজনেরই মুখে চাপা হাসি। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ। চোখে চোখে তাদের কি যে কথা হলো তারাই জানে।

উৎসুক ব্যগ্র কণ্ঠে সুনন্দা বললে, কাল চলো, আমাদের সঙ্গে। ওয়ালটেয়ার সমুদ্রতীরে আমাদের বাড়ী আছে।

বাবু কি ভেবে উত্তর দিল, সে আর হবে না। একেবারে সমুদ্র দেখবো, সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়ে।

—সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি দেবার আগে তার চেহারাটা একবার দেখে আসা ভালো নয়?

সুনন্দা ক্ষিপ্র কটাক্ষ হেনে জিভ দিয়ে হাসিভরা নীচের ঠোঁটখানা ভিজিয়ে নিল। বাবুর মনে হলো একটা শিখা যেন সুনন্দার চোখ হ'তে ছিটকে এসে তার দেহের মাংস ভেদ ক'রে অস্থিতে গিয়ে বাসা বাঁধলে। বাবু ভিতরে একটা সুস্পষ্ট বেদনা বোধ করলে।

সুনন্দা সহসা তার কাঁধের উপর হাতদুটি রেখে চাপা অথচ মিষ্টি গলায় কাকুতি ক'রে বললে, একটা কথা আমার রাখো। আমার একটা সাধ। এখুনি যে বোলছিলে আমার এ উৎসবকে ম্লান হ'তে দেবে না।

বাবু মোহান্ধের মতো অবিচল দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। সুনন্দা দুহাতে তার মুখখানা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে অধীর আগ্রহে তার মুখের পানে চেয়ে আছে। তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, ফুলের সুবাসের মতো বাবুর মুখেচোখে ছড়িয়ে প'ড়ে তার মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। তার ঝুঁকে-পড়া মাথার অপূর্ব ভঙ্গী, রাঙা মসৃন গালের কমনীয়তা, তার কালো চোখের উজ্জ্বল শাণিত দৃষ্টি, বাবুর অচেতন মনের অপার শূন্যতা অধিকার ক'রে বসে। তার সমস্ত সত্তার উপর যেন কিসের কুহক ছড়িয়ে পড়ে।

সুনন্দা মিনতি ক'রে বললে, বলো যাবে। ভারি সুন্দর জায়গা। সামনে নীল সমুদ্র, পেছনে ধূসর পাহাড়। সেই সৌন্দর্য্যের রাজত্বে তোমায় কাছে পেলে, সেই হবে আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো উৎসব। বলো, যাবে?—

বাবুকে যেন সুনন্দা প্রচণ্ড আকর্ষণে কাছে টেনে নিয়ে তাকে সম্মতি দিতে বাধ্য করছে। বাবুর নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হলো। তার ভাববার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেছে। অথচ ভিতরে সে অনুভব করছে একটা পুলক-কম্পিত উত্তেজনা। সে আবেগ-কম্পিত স্বরে ডাকলে, নন্দা!

সুনন্দা তার মাথার উপর মুখ রেখে হাস্‌তে হাসতে বললে, আমার চাইতে আমার নামটা তোমার পছন্দ। এম্‌নি মিষ্টি ক'রে ডাকো।

বাবু ভীরু কম্পিত গলায় বললে, তুমিও ভারি মিষ্টি।

অদ্ভূত মনভেজানো ছোট্ট দু'টি কথা। এই বুঝি প্রেমের শেষ কথা। নারী হৃদয়কে সুখী ও সম্পূর্ণ ক'রে ঘুম পাড়িয়ে দিতে এ কথার তুলনা নেই। প্রেমের সব আকুলতা শেষ হ'য়ে যায় ছোট্ট ঐ প্রশস্তিটিতে!

সুনন্দার মনেও নেশার আমেজ এনে দিল। সে আবেশে বাবুর বুকের ওপর চোখবুজে ক্লান্ত স্বরে বললে, বলো, যাবে আমার সঙ্গে?

একতাল মাটির মতো নরম মেয়েটিকে জড়িয়ে ধ'রে মোহাবিষ্টের মতো বাবু বললে, যাবো।

ঘন কালো পল্লবছায়ার নীচে সুনন্দার ডাগর চোখদুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

৪

অন্ধ অচেতন অথচ প্রবল জীবনের স্রোতাবেগে বাবু ছুটে এলো, এই ছোট্ট মেয়েটির পেছনে, দীর্ঘ পাঁচশো মাইল পথ। অভাবিত মেয়ে এই সুনন্দা। লাজুক, স্বল্পভাষী, মমতাময়ী। মুখে চোখে করুণা উপচে

পড়ছে। অথচ এম্‌নি কঠিন ওর সংকল্প, এমনি অটল ও অনমনীয় ওর মনের দৃঢ়তা যে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। নিজে যা ভালো বোঝে তাই সে করবে। আসলে সেটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মাথা-ঘামায় না। শ্রেণীগোত্রহীণ সৃষ্টি ছাড়া মেয়ে। সংসারে যা কিছু কোমল, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু রহস্যময় তার দিকেই ওর ঝোঁক। রহস্যের কুয়াসা ভেদ করে সে সেখানে পৌঁছতে চায়। দুর্নিবার তার কৌতুহল। হৃদয় তার সদ্য বিকশিত গোলাপের মতো, সুগন্ধে ভোরপুর। সমস্ত শরীরেও তার আধফোটা গোলাপের সৌন্দর্য্যাভা। বাবুর ভালো লাগবারই কথা। সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ ক'রে তার সজীবতা। অদ্ভুত যাদুর মতো তার মনের স্নিগ্ধতা তার প্রান-শক্তির প্রাচুর্য্যকে ঘিরে আছে। তার দুষ্টুমীমাখা মুখের হাসি, তার বাঁকা চোখের বিদ্যুৎবর্ষী চাউনি প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে বাবুকে আঘাত হানে। তাকে মাথা তুলতে দেয় না।

বাবুর মনে কেমন মমতাই জাগে। মনের গভীরতম দেশে পরম গোপন কথাটির মতোই সে সুনন্দাকে লুকিয়ে রাখে। তার নিবিড় সান্নিধ্য, তার নীরব সেবার ধারাটি এক আনন্দময় অনুভূতিতে তার বুক ভ'রে দেয়। তার তারুণ্যের গভীর আবেগ, যা আভার কাছ হ'তে প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে এসে বুকের মাঝে জমাট বাঁধছিল, সুনন্দার স্নেহের উত্তাপে তা গলে গেল। বাবু আভাকে আর ভাবে না। আভাকে সে ভুলে গেছে। তার চোখের সামনের এই সুন্দরী মেয়েটিই তার চিন্তায় প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে। তার কাছের দৃষ্টি আর দূরে পৌঁছোয় না। সুনন্দা তার দৃষ্টি অবরোধ ক'রে দাঁড়ায়। সমুদ্রের তীরে সুনন্দার পাশে ব'সে দিকচক্রবালের পানে চেয়ে চেয়ে মনে হয়, জীবনের শেষ সীমানায়

সে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পর এই অবারিত নীল আকাশের তলায় এ ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই। তার হাত ধ'রে সুনন্দা তাকে যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছে, তার পরে আর কোন দেশ নেই। যে রহস্যময় মধুর জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, সেই বুঝি জীবনের চরম পরিচিতি! এ আনন্দের চেতনা তার জীবনে অভিনব। এ তার নব জীবনের নবপ্রভাত!

সুনন্দা একরকম জোর করেই বাবুকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে সে যে এমন শান্ত ও সহজভাবে তাকে গ্রহণ করবে, এমন নিরুদ্বেগে তার সঙ্গে চলাফেলা করবে, সুনন্দা ভাবতেই পারেনি। একটা জয়ের উল্লাসে মেয়েটির বুক ভরে থাকে। অথচ কি দিয়ে, কেমন করে যে সে তাকে জয় করলে নিজেই বুঝতে পারে না। তার ভাগ্য ভালো। সে দেহের প্রতিটি তন্ত্রী দিয়ে অনুভব করে বাবুর সমস্ত চেতনা যেন তারই উপর কেন্দ্রীভূত।

ভোর হ'তেই যখন সে জেগে উঠে দেখে, তারি পাশে বাবু অকাতরে ঘুমুচ্ছে, তখন তার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকে না। তার চোখে এ একটা পরম আশ্চর্য্য। কেমন ক'রে যে সম্ভব হলো সে ভেবে পায় না। সুনন্দা তার ঘুমন্ত মুখের উপর হ'তে চোখ ফেরাতে পারে না। তার অম্লান মুখের রেখায় উদ্বেগের এতোটুকু ছায়া নেই। বরং তার বিড়ম্বিত অন্তর হ'তে আভাকে না-পাওয়ার বেদনাময় নিস্ফলতা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেছে। নতুনতরো জীবনের অভিজ্ঞতায়, নতুন জীবনের মধুরতম স্বাদে সে যেন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে।

এই সে চেয়ে'ছিল। এই ছিল সুনন্দার নারীজীবনের সব চেয়ে বড়ো কাম্য। এমনিভাবে বাবুকে নিজের মাঝে ঘুম পাড়িয়ে দিতে।

ঘুমন্ত গ্রীক দেবতার মতো তার নিখুঁত মুখের পানে চেয়ে চেয়ে সে সমস্ত শরীরে একটা মধুর তপ্ত অবসাদ অনুভব করে। নতুন রসসঞ্চারে বুক যেন তার পরিপূর্ণ। তার তন্দ্রাজড়িত চোখের পাতায় আবার ঘুম নেমে এসে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

জান্‌লার ফাঁক দিয়ে চোরের মতো ভোরের ফিকে আলো এসে উঁকি মারে। সুনন্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, এরি মধ্যে রাতের আঁধার যদি না কাট্‌তো!

দৈবাৎ বাবু তাকে কাছে টেনে নিয়ে আধ-জাগা জড়িতস্বরে বলে, এই আমাদের নিয়তি নন্দা। এর হাতে আমাদের নিষ্কৃতি ছিল না।

সলজ্জ অথচ সগর্ব ভঙ্গীতে সুনন্দা জিজ্ঞেস্ করে, কেন?

বাবু তাকে আরো কাছে, বুকের খুব কাছে টেনে নিয়ে গাঢ় আবেগ-কম্পিত স্বরে বলে, কেন কি? এর পর আর কোন 'কেন'-ই যে আমাদের মাঝে এসে দাঁড়াতে পারে না নন্দা?

ছেলেমানুষের মতো মিহিগলায় সুনন্দা প্রশ্ন করে, তা হ'লে কি করবে?

অবিচলিতকণ্ঠে বাবু উত্তর দেয়, এম্‌নি দু'য়ে মিলে এক হ'য়ে সারাজীবন কাটিয়ে দোব। আমরা বিয়ে করবো।

—আমাকে তুমি বিয়ে করবে? সুনন্দা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে।

—আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না?

—বিশ্বাস না করলে, তোমার কাছে নিজেকে এমনি ভাবে বিলিয়ে দিই?

—তা জানি। কিন্তু তোমায় যে আমি বিয়ে করতে পারি, বা বিয়ে করবো এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো না, কেন?

সুনন্দা যেন মনে মনে কি হিসেব করছে। সে বাবুর মুখের দিকে হেলে পড়ে অদৃশ্যভাবে হাসছে। সে হাসি এম্নি ঝাপসা যে বাবু তার মানে খুঁজে পায় না। সে হঠাৎ হাসি চেপে বলে, তুমি বললে আমি বিশ্বাস করবো নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি আমায় বিয়ে করবে কেন?

—কী পাগল! এর পর আর আমরা কি করতে পারি?

সুনন্দা বাবুর এলোমেলো চুলগুলো কপালের উপর হ'তে সরিয়ে দিতে দিতে বলে, তার জন্যে কি তুমি দায়ী, যে বাধ্য হ'য়ে গলায় ফাঁশ পড়বে?

—তবে, কে দায়ী?

সুনন্দা তার গালে মৃদু করাঘাত করে গলায় জোর দিয়ে বলে, আমি গো, আমি। আমিই তোমায় চেয়েছিলুম। আমার ভাগ্যি ভালো তাই তোমায় পেলুম। তুমি তো আমায় চাওনি।

বাবু বললে, আমি না চাইলে, আমায় তুমি পেলে কেমন ক'রে?

সুনন্দা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে সগর্বে বললে, আমার চাওয়ার কাছে তোমায় হার মানতে হলো। নতি স্বীকার করতে হলো।

বাবু হেসে উঠ্‌লো। হার আমি স্বীকার করচি—

—হার স্বীকার করচো ব'লে সারা জীবন আমার দাসত্ব করবে নাকি? ভারী দুষ্টু তো!

সুনন্দা অত্যন্ত কোমলভাবে তার গালের উপর নিজের তপ্ত ঠোঁট দুটির স্পর্শ দিল।

বাবুর নিজের ইচ্ছাশক্তি ব'লে আর কিছু নেই। তার সমস্ত চেতনাকে সুনন্দাই ঘিরে রয়েছে। সুনন্দাই তাকে ধ'রে রেখেছে।

সদ্যফোটা ফুলের মতো সে যেন তার বুকের সবটুকু মধু ঢেলে দিয়ে তার জীবনকে অপার স্নিগ্ধতায় ভ'রে দিয়েছে।

বাবু বললে, দাসত্ব নয় নন্দা। এ আমার জীবনের পরম ঐশ্বর্য্য। কামনার মধ্যে দিয়ে তোমায় আমি আবিষ্কার করেছি। এখন তোমার সত্যিকার মর্য্যাদা দিয়ে আমি তোমায় চাই। আমার জীবনের জন্যে আমি তোমায় চাই।

বাবুর গলার স্বরে স্পষ্ট একটা আকুলতা। যেন সে সুনন্দার কাছে করুণা ভিক্ষা করছে। সুনন্দা এম্‌নি অসহায় দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকালে, যেন সে ভয় পেয়েছে।

বাবু বললে, তুমি কি ভাবছো জানি না। কিন্তু এ আমার অন্তরের সত্যি। তুমিই আমার জীবনের প্রথম এবং একমাত্র নারী।

সুনন্দা স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তারপানে চেয়ে রইলো। সে যেন নতুন করে নতুন চোখের সজাগ ও সপ্রেম দৃষ্টি দিয়ে বাবুকে দেখছে। এ যেন নববধূর প্রথম প্রেমের সঙ্কোচ-ভরা সলাজ চাউনি। বাবুর অন্তরে কাঁপুনি ধরে। সে তাকে আদর করার ভঙ্গীতে অত্যন্ত কোমল সুরে আস্তে আস্তে বলে, আমাদের বিয়ের আর বাকি কি নন্দা? শুধু আমাদের এই গোপন সম্বন্ধের কথাটা সংসারের লোকসমাজে প্রকাশ করে দেওয়া।

সলজ্জভঙ্গীতে মৃদু হেসে সুনন্দা বললে, না জানালে ক্ষতি কি?

বাবু হঠাৎ বিছানার উপর উঠে বসলো। সুনন্দাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে ব'সে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকালে। বললে, আমাদের গোপনতা প্রচার করবার দরকার কি?

বাবুর হাসি পেলে সুনন্দার শিশুসুলভ সরলতায়। আঁধারের

আবছায় তার কালো চোখদুটি অনির্দ্দেশ্য রহস্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে। সে যেন প্রকাশ করতে লজ্জা পায় তার এই দুঃসাহসিক অভিসারের গোপনতা।

—তা হ'লে আমাদের সম্পর্কটা কি রকম দাঁড়াবে?

সুনন্দা বাঁকা চোখে বিদ্যুৎ হেনে উত্তর দিল, যেমন আছে। তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে। গোপনে আমরা দুজনে দুজনকে পেয়েছি। সে কথা আমরা ছাড়া আর কারুর জান্‌বার তো কথা নয়।

সুনন্দার মাঝে একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে। সেটা তার বিশেষ আকর্ষণ। বাবুর ভালো লাগে।

বাবু বিহ্বলের মতো হাসতে হাসতে বললে, পাগল! গোপনে আমাদের মিলন ঘটেছে ব'লে, সেটা কিছু চিরদিন গোপন থাক্‌বে না।

—মেয়ে পুরুষের সম্বন্ধই তো একটা গোপন রহস্য।

—সেই তো সম্পূর্ণ জীবন। সেই মিলনের মূলে সৃষ্টির রহস্য। সেই মিলন পবিত্র যখন শারিরীক কামনার অন্তরালে দুটি মনের ঘনিষ্ঠতা একান্ত নিবিড়। দু'য়ের মিলন যেখানে হৃদয়গত। সম্পূর্ণ আত্মিক।

গভীর মনোযোগ দিয়ে সুনন্দা বাবুর কথা শুনছিল। হঠাৎ সে চমকে উঠে বললে, সকাল হ'য়ে গেছে, আর দেরী করলে, ধরা পড়ে যাবো। নমস্তে।

বাবু একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, বিশ্রী এই গোপনতা। আমার মোটেই ভালো লাগে না।

তেরছা চোখে হাসি ছড়িয়ে সুনন্দা বললে, আমার কিন্তু ভারি ভালো লাগে এই লুকোচুরী খেলা।

সুনন্দা চুপি চুপি ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল।

বাবু আবার বিছানায় গা ঢেলে দিল। তার সমস্ত বুক জুড়ে একটা অসহিষ্ণু আবেগ তাকে অধীর ক'রে তুললে। একটা আলোড়ন, যার সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। বিক্ষুব্ধ অরণ্যের মতো তার দেহের আপ্রান্ত কাঁপিয়ে তোলে! প্রাণস্রোতের কী গভীরতা ঐ একরত্তি মেয়ের। কামনার কী প্রচণ্ড দুঃসাহস ওর চোখের ইঙ্গিতে! সব মেয়েই কী এইরকম? সুনন্দা কিন্তু বাবুর চোখে অপরূপ! অন্ধ অচেতন হ'য়ে সে মেয়েটির কাছে আত্মসমর্পন ক'রেছে। তার জন্য মনে তার কোন আক্ষেপ নেই। বরং এই অন্ধতা তার কাছে একটা পরম ঐশ্বর্য্য। দ্বিধা সংশয় অতিক্রম ক'রে সে ক্রমশঃই তার প্রতি মুগ্ধ হ'চ্ছে। সুনন্দার প্রতি তার অতীতের বিরূপ মনোভাব তাকে লজ্জা দেয়।

সপ্তম স্তবক

১

তিনজনে বাজারে গিয়েছিল।

বাবু, সুনন্দা আর দিদি বিনতা। কেনাকাটার ভার সুনন্দার। এ সব ব্যাপারে সুনন্দা একাই একশো। বিনতা একেবারে অচল। সুনন্দার পরামর্শ ভিন্ন সে একপাও চলতে পারে না। বাবু লক্ষ্য করে কেনাকাটার ব্যাপারে সুনন্দা রীতিমত কেতাদোরস্ত, মুক্তহস্ত এবং অতিরিক্ত সৌখিন। তার পছন্দ অপছন্দর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পর্য্যন্ত তার বোনের সাহস হয় না।

সুনন্দা বাজার করে। বাবু একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে তন্ময় হ'য়ে দেখে তার হাঁটার দৃপ্ত ভঙ্গীমাটি, দুরন্ত মুখের সংযত হাসিটি, হাসিমুখে আস্তে আস্তে কথা বলার অপূর্ব ধরণটি। বাবু আর বিনতা তার পেছনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তার পানে তাকিয়ে থাকে। শ্রান্তিতে সুনন্দার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে। ঢেউতোলা কালো চুলগুলো গতিভঙ্গীর তালে তালে দোল্ খাচ্ছে। পেছনে শাড়ির আঁচলটা উড়ছে। টানা কালো চোখদুটিতে একটা উজ্জ্বল আলো চিক্ চিক্ করছে।

সুনন্দা মাঝে মাঝে অকারণে তাদের দিকে ফিরে হেসে ওঠে। তারা দুজনেও হাসে।

কাঁচা বাজার, মাছ মাংস কিনে তারা লাইট্হাউসের পথ ধ'রে একটা বড়ো দোকানে এসে ঢুকলো।

সি-ওয়ে-সপ্। ছোটো খাটো হোয়াইট্-ওয়ে বা কমলালয় ষ্টোর্সের মতো। সর্বরকম পণ্যদ্রব্যের একত্র সমাবেশ। মদ থেকে আরম্ভ ক'রে চকোলেট্ বিস্কুট। জুতো জামা, ছাতা ছড়ি। কোনো কিছুরই অভাব নেই।

তিনজনে বসলো। অভ্যর্থনার খাতিরে বাবু পাগল হ'য়ে উঠ্লো।

সুনন্দা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু কিনলে। দরকারি অদরকারি সব রকমই। চা, বিস্কুট, মাখম, টফি। মাষ্টার্ড, ভিনিগার, সশ, জ্যাম। টর্চের ব্যাটারী, বাল্ব। বিনতা চুপি চুপি বাবুকে বললে, গুছিয়ে সংসার করতে পারবে ও। এই বয়সে সব শিখেছে।

গম্ভীর মুখে বাবু উত্তর দিল, তাই দেখছি।

হাতের ঘড়িটার পানে চেয়ে বাবু বললে, এগারোটা বাজে। আর কিছু বাকি আছে?

বিনতার গায়ে ধাক্কা দিয়ে সুনন্দা জিজ্ঞেস করলে, আর কি নিতে হবে বল্না দিদি!

—আমার তো ভাই আর কিছু মনে পড়ছে না।

হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে সুনন্দা বাবুর জন্যে বেছে বেছে রুমাল আর নেকটাই কিন্লে।

বাবুর আপত্তি টিঁকলো না। সুনন্দা বললে, ওয়ালটেয়ারকে মনে রাখবার জন্যে।

সুনন্দা কি-ভেবে বাবুকে বললে, একটিন ভালো সিগারেট কিনি তোমার জন্যে। তুমি তো মাঝে মাঝে খাও।

বাবুকে কোন কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই মাদ্রাজী দোকানী পাঁচ ছ'টিন দামী সিগারেট বের ক'রে গড়্ গড়্ ক'রে দাম মুখস্থ ব'লে গেল।

বাবু হাসতে হাসতে বললে, একস্‌কিউজ্ মি। আই ডোণ্ট স্মোক্।

সুনন্দা ধমক দিল। তুমি সিগারেট খাও কিনা, আমি জানি। এই টিনটাই নিচ্ছি।

দোকানী নিঃশব্দে 'ব্ল্যাক্ এণ্ড হোয়াইট্' এর টিন্‌টা প্যাক করল'।

বাবু আর বিনতা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

ফেরবার পথে বাবু বললে, পাগল! একটা বিয়ের বাজার ক'রে চললো।

বিনতা হেসে উঠলো।

সুনন্দা বললে, ভারি তো জানো। এই নাকি বিয়ের বাজার? আমার দিদার বিয়ের সময় চৌবাচ্ছা তৈরি হ'য়েছিল রসগোল্লা, লেডিগেনি ঢালবার জন্যে। একমাস ধ'রে দশটা গাঁয়ের লোক খেয়েছিল।

বিনতা তার কথায় সায় দিয়ে বললে, সত্যি। আমার দাদু ছিলেন মস্ত জমিদার। এখানকার এ বাড়ি দিদার।

—আমরা দু'বোনে তাঁর ওয়ারিশ। সুনন্দা বললে।

বাবু কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করলে, এই বাদশাহি মেজাজটিও কি ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া নাকি?

সুনন্দা চোখে ঝিলিক দিয়ে বললে, আমার মেজাজটা বাদশাহি

কিসে দেখ্‌লে? ঘরে অতিথি, তার সম্মান রাখতে হবে তো। বল্‌না দিদি!

তার সুরে সুর মিলিয়ে বিনতা বললে, সে কথা সত্যি। আপনার মতো অতিথি পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমরা কী বা করতে পারছি?

প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে ঘাড় নেড়ে বাবু বললে, না, আমার যত্ন মোটেই হ'চ্চে না। সুনন্দা আমায় রীতিমত অবহেলা করচে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুনন্দা বললে, তাইতো সিগারেট কিনলুম।

—নিশ্চয়। সিগারেট অফার করাটা হ'চ্চে আতিথ্যের গৌরচন্দ্রিকা।

—বিশেষ যে সিগ্‌রেট খায়।

—কিন্তু আমি যে খাই না।

প্রতিবাদের কণ্ঠে সুনন্দা ব'লে উঠ্‌লো, তুমি খাও। আমি জানি। আভাদি তোমার সিগ্‌রেট খাওয়াটা পছন্দ না করতে পারে, কিন্তু আমি পছন্দ করি, পুরুষ মানুষের সিগ্‌রেট খাওয়া। মেয়েদের কাছে ব'সে পুরুষের সিগারেট খাওয়ার মাঝে একটা মৌলিকত্ব আছে। মেয়েদের মনে আবেশ আনে।

বিনতা বললে, দিদার যুগে কিন্তু তামাকের চলন ছিল। রূপোর ফর্শিতে, সোনার নল মুখে দিয়ে দাদু তামাক খেতেন।

বাবু বললে, আর সেই ভুরভুরে গন্ধে দিদার চোখদুটি বুঁজে আস্‌তো।

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলো।

সুনন্দা হাসতে হাসতে বললে, দিদার মুখে ঐ সব গল্প শুন্‌লে, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবে।

২

সুনন্দার মুখের উপর হ'তে একটা ছায়া সরে গেল। সমুদ্রের বুক হ'তে যেমন আকাশের ছায়া সরে যায়। সমুদ্রের যেমন রঙ্ বদ্‌লায়, তেমনি সুনন্দার মুখের রঙ্ গেল বদলে। সে বাবুর খুব কাছে সরে গিয়ে তার সঙ্গে পাশাপাশি চলতে লাগল'। বাবু তার মুখের পানে চেয়ে হাসলে। সুনন্দার মুখখানা কোমল কুয়াশায় ঢাকা দুর সমুদ্রের মতোই ঝাপসা।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে সুনন্দা বাবুকে ইশারায় থামতে বললে। বিনতা মালিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর ভিতর চ'লে গেল। সুনন্দা বাবুর হাত ধ'রে বললে, আমি অন্যায় করেছি। আভাদিকে আমাদের মাঝে আনা আমার খুবই অন্যায় হ'য়েছে। আমায় মাপ করো।

সুনন্দার স্বর আর্দ্র। চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন।

বাবু কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে তার পানে তাকালে।

সুনন্দা বললে, সত্যি বলচি, তোমাকে আঘাত করবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। আভাদিকে আমিও কম ভালোবাসিনা। তোমার চেয়ে কম ভক্তি করি না।

বাবু হাসলে। ব'ললে, তা আমি জানি নন্দা। এখন আর আমাদের সে কথা ভাববার কোন কারণই থাকতে পারে না। আভাদিকে আমরা কেউই কোনদিক থেকে বঞ্চিত করিনি। আভাদি নিজেই একদিন আমায় তোমায় বিয়ে করতে বলেছিলে। আমি তোমায় বিয়ে করবো জানলে, তার চেয়ে কেউ বেশী খুশী হবে না।

মৃদু হেসে সুনন্দা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু আমি কেন তার হিংসে করি বলতে পারো?

—কেন? তুমি যদি তাকে তোমার ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বা অন্তরায় ভেবে থাকো, তা হ'লে ভুল ক'রেছো নন্দা।

সুনন্দা মাথা নীচু ক'রে আহতস্বরে বললে, কিন্তু তার ওপর হিংসে না জাগ্‌লে তোমাকে আমি পেতুম না।

বাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে রইলো।

সুনন্দা কালো চোখ দুটি তুলে বাবুর মুখের পানে তাকালে। নীচের ঠোঁটখানি দুটি দাঁতে চেপে অপরূপ ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে সে বললে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারতুম না, আভাদি কেন যে তোমায় গুপ্তধনের মতো সদাই সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে আর সকলের কাছ হ'তে আড়াল ক'রে রাখতো। আমার ভারি হাসি পেতো। আর এমনি রাগ হতো।

সুনন্দা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বাবুর গায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো।

তার রৌদ্রদীপ্ত আরক্ত মুখে অধিকারের বিজয় উল্লাস।

বাবুর পানে চেয়ে সে চাপা গলায় বললে, বাধা পেয়ে পেয়ে আমার লোভ বেড়ে উঠ্‌লো। প্রথম প্রথম এত লোভ তো আমার ছিল না। ভালো লাগতো তোমায় দেখতে। তোমার কাছে থাক্‌তে। তোমার সঙ্গে বেড়াতে। আভাদি কিন্তু পছন্দ করতো না। আমি বুঝতে পারতুম।

বাবু উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখ ভ'রে বললে, তোমাকে আমার কাছে একা রেখে আভাদির বিশ্বাস হতো না।

—সত্যি?

—আভাদি' তাই বলতো। এখন বুঝছি ঠিকই ব'লতো। বিশ্বাস রাখতে পারলুম কৈ?

সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নীচু ক'রে সুনন্দা বললে, তার জন্যে কি অনুতাপ হচ্ছে নাকি?

বাবু তাকে কাছে টেনে নিয়ে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, মোটেই না। কারণ মন ঠিক্ ক'রে ফেলেছি।

কথা ছিল, এক হপ্তা পরে বাবু ফিরে যাবে। সুনন্দারা এখন কিছুদিন এখানে থাকবে। তারপর এখান থেকে তারা বেনারস যাবে, দিদার কাছে। সেখান থেকে ফিরে সে আর্টস্কুলে ভর্তি হবে।

এক সপ্তাহ পূর্ণ হতেই সুনন্দা বাবুর ফেরবার আয়োজন ক'রে দিল। টিকিট কেনা, বার্থ রিজার্ভেসন সবই সে নিজে ক'রে দিল।

দুপুরের দিকে মেঝের উপর একা ব'সে সুনন্দা বাবুর সুটকেশ গুছিয়ে দিচ্ছিল। বাবু ঘরে ঢুকলো।

সুনন্দা লক্ষ্য করলে, বাবুর মুখখানি বিষন্ন। বিরহমলিন। তার চোখের চাউনিতে কেমন একটা অস্পষ্ট কাতরতা। সে চুপটি ক'রে নিঃশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। সুনন্দা একটু হেসে মুখ তুলে তার পানে চাইলে।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো। সুনন্দা ডাকলে।

বাবু তার পাশে এসে বসলো। সুনন্দা মুচ্‌কি হেসে অপাঙ্গে তার পানে তাকাল'। সে দৃষ্টির অতলতা গভীর। আকুলতা নেই। তার মাঝে আসন্ন বিচ্ছেদের বার্ত্তা নেই। বরং সে হাসিতে তৃপ্তির প্রসন্নতা আছে। বাবু একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে তার পানে চেয়ে রইলো। খোলা জান্‌লা দিয়ে সমুদ্রের কোমল বাতাস বইছে। হালকা হাওয়ায় সুনন্দার এলোচুলের সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে। থোকো থোকো কালো কুচকুচে

চুলের গুচ্ছগুলি সুঠাম কাঁধের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে, এই সহজ অনাড়ম্বর বেশে। একখানি সাদাসিধে কালো চেক্ শাড়ী তার সুকুমার অঙ্গ বেষ্টন ক'রে আছে। মোটা কালো পাড়। সাদা শাড়ীর কালো চেক্‌গুলো যেন আবেগে তার তনু দেহটি জড়িয়ে ধ'রে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবুর লুব্ধ দৃষ্টি প্রখর হ'য়ে ওঠে। সে সম্মোহিত। চোখ ফেরাতে পারে না। কী যে কুহক লুকোনো আছে সুনন্দার ঐ মুখে বাবু বুঝে ওঠে না।

হঠাৎ অনাবৃত হাতদুটি জানুর উপর এলিয়ে দিয়ে সুনন্দা মৃদুস্বরে বললে, বেশ কাটলো এই হপ্তাটা না? যেন একটা স্বপ্ন।

বাবু বিরহাতুর ম্লানমুখে জোর ক'রে হাসি ফুটিয়ে বললে, একটি হপ্তা দুজনের জীবনে রেখে গেল দীর্ঘ একটি যুগের ইতিহাস।

সুনন্দার চাপা ঠোঁটে ভেসে উঠ্‌লো কম্পিত হাসি। বললে, চিরন্তন মধুর এই প্রেমের ইতিহাস। ভাগ্যবান তারা যাদের প্রেমের ইতিহাস আছে।

—আমরাও ভাগ্যবান্। বাবু হাসলে।

সুনন্দা বললে, নিশ্চয়। তোমার কথা তুমি জানো। কিন্তু আমার কাছে এ একটা অঘটন। একটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই স্বল্পস্থায়ী মিলনের ভিত্তির ওপর বিরহের সৌধ গড়ে তার পানে চেয়ে, বাকি জীবনটা আমি কাটিয়ে দিতে পারি।

সুনন্দার মুখে একটা নতুন দীপ্তি। কণ্ঠে প্রগাঢ় প্রশান্তি। বাবু চমকে উঠলো। তার মনে হলো, এ মেয়ে নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে নির্বিকার! এ মেয়ে জীবনের পেছনে ছোটে না। জীবন এর পেছনে ছোটে।

সুনন্দা আবার বললে, এই যে একটি হপ্তার আমাদের মিলিত জীবন এই সত্যিকার জীবন। এর মাঝে বন্ধন নেই, কোন বাধ্যবাধকতা নেই। স্বতঃস্ফুর্ত্ত জীবনের এ বিচিত্র প্রকাশ। স্বপ্নের মতো এর স্মৃতি কখনো ঝাপ্সা হবে না।

—এ তো স্বপ্ন নয় নন্দা। এর চেয়ে কঠোর সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করবো না। জীবনে ঝড় এলো। ঝড়ের দাপটে অরণ্য মেতে উঠলো। দুয়ে মিলে মাতামাতি ক'রে গভীর ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়লো।

সুনন্দার বাঁকা চোখে চাপা হাসি।

বাবু বললে, জীবনে যা ঘট্‌লো তার প্রতিক্রিয়া যে আমাদের হাতধরে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে।

বাবুর কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনালো। উৎসুক দৃষ্টি মেলে পরিহাসতরল কণ্ঠে সুনন্দা প্রশ্ন করলে, ভয় পেয়েছো নাকি?

—ভয় নয় নন্দা। দায়িত্বের গুরুভার বইতে পারবো কিনা তাই ভাবচি।

—কেন ভাবচো? দায়িত্বের দুর্ভাবনা বইবার জন্যে তো তোমায় এখানে আনিনি। আমার কোন দায়িত্ব, আমার জীবনের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল ক'রে দেবার কোন প্রত্যাশা নিয়েতো তোমায় আমি চাইনি। তোমায় আমার ভালো লাগে, তোমায় খুশী করতে পারলে আমি আনন্দ পাই, তাই তোমায় চাই। এর মাঝে আগামি কালের কোন দায়িত্ব দুর্ভাবনার প্রশ্ন নেই। সৌন্দর্য্যপিপাসু মনের এ নিছক একটা বিলাস। যাকে তুমি বাদশাহী মন বলেছিলে, এ সেই রঙীন্ মনের একটা খেয়াল।

বাবু চম্‌কে উঠলো। তুমি আমায় ভালোবাসোনা নন্দা?

আচম্বিতে জিজ্ঞাসাটা যেন তীক্ষ্ণধার ছুরির মতো সুনন্দার বুকে এসে

বিঁধলো। মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। সে আনত মুখে নিঃশব্দে খোলা স্যুটকেশটার পানে চাইলে। বাবু সহসা তার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে আবেগকম্পিত স্বরে প্রশ্ন করলে, তুমি আমায় ভালোবাস না?

সুনন্দার ব্যথিত মুখে অস্পষ্ট হাসির রেশ। সে শান্ত সলজ্জ ভঙ্গীতে বললে, তোমায় ভালোবাসি কিনা আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো। তোমায় ভালো না বাসলে, তোমার মাঝে নিজেকে এমন নিঃসঙ্কোচে ফুরিয়ে দিতে পারতুম না।

সুনন্দা পলকের জন্য চোখদুটি বুজে অপরূপ একটি সলজ্জ মধুর ভঙ্গীতে বাবুর মুখের পানে তাকালে। ঠোঁটদুটিতে ভেসে উঠলো মৃদু-রেখায় হাসি।

বাবুর মতোই উন্মুখ প্রতীক্ষায় ঘর খানা স্তব্ধ হ'য়ে আছে। বাইরে বাতাসে আর সমুদ্রতরঙ্গে হাসাহাসি করছে।

সুনন্দা বললে, এইবার, দুজনে ছাড়াছাড়ি হ'লে ঠিক্ বুঝতে পারবো।

—এটা ইমোশন না প্রেম?

সুনন্দা নিঃশব্দে তার পানে চোখ দুটি তুলে ধরলে।

বাবু বললে, তুমি বিরহ দিয়ে ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে চাও?

সুনন্দা ঘাড় নাড়লে।

—কিন্তু জানতে পারি কি নন্দা এ বিরহের মেয়াদ কতোদিন? কতোদিন আমায় অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হবে?

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে সুনন্দা হাসলে।

—হাসবার কথা নয় নন্দা। এরপর আমার পক্ষে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য।

—তা হ'লে ?

—কাশীতে গিয়ে তুমি তোমার দিদার কাছে প্রস্তাব করবে। নিজে অথবা তোমার দিদির মারফতে। আর আমি জানাবো আমার গার্জেন আভাদিকে। তারপর এক শুভদিনের শুভলগ্নে—

সুনন্দা তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে ভিজে গলায় বললে, সে স্বপ্ন তো আমি দেখিনি। তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু নিজের সুখের জন্যে তোমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবো না।

বিস্ময়ের আতিশয্যে সে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল, সুনন্দার পানে।

সুনন্দা বললে, যা ঘটেছে তার দোহাই দিয়ে আমি তোমার গলায় পাথর হয়ে সারাজীবন পঙ্গু ক'রে রাখতে পারবো না।

—পাগলের মতো কী বলছো তুমি নন্দা!

—আমি যা বলছি তা খাঁটি সত্যি এবং নির্ভুল। আমার এমন কোন সঙ্গতি নেই যা সংসারের আর সকলের কাছ হ'তে তোমায় বিচ্ছিন্ন ক'রে ধ'রে রাখতে পারে। দেহের ঐশ্বর্য প্রতিভার খোরাক জোটাতে পারে না। নিজের সুখের জন্যে তোমার এই বিস্ময়কর প্রতিভাকে আমি ম্লান হ'তে দিতে পারি না।

—তবে এ ভুল করলে কেন ?

অকুণ্ঠ স্বরে সুনন্দা বললে, ভুল করিনি। তোমাকে পাবার জন্য আমি পণ ক'রেছিলুম। তোমাকে পেয়েছি। একটি হপ্তাও যে তোমাকে আমি সুখী করতে পেরেছি, সেই আমার জীবনের সার্থকতা।

ভুল ক'রে থাকি, পাপ ক'রে থাকি, তার ফলভোগ করবো একা আমি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি ভুল করিনি। এর মাঝে দৈবের প্রেরণা আছে। নইলে এ সুযোগ সুবিধা আমাদের মিল্‌তো না। আমার জন্যে আভাদি তোমাকে রেখে কোলকাতার বাইরে যেতো না।

৩

ট্রেনে বাবুকে তুলে দিতে এসে সুনন্দা বললে, আমার একটা অনুরোধ, আমার জন্যে তুমি একটুও ভেবো না। আমার নিজের মনে এর জন্যে এতোটুকু আক্ষেপ নেই। আমি পেয়েছি, হারাই নি। মেয়ে পুরুষের গোপন রহস্যময় জীবনের সন্ধান আমরা পরস্পরের কাছে পেয়েছি। সেই হবে আমাদের পরিচয়। তোমার মুক্ত বাধাবন্ধহীন জীবনে আমি কাঁটা হ'য়ে থাক্‌বো না। আমার জন্যে মিছে দুঃখ্য ক'রে নিজের জীবনকে বিষিয়ে তুলো না। লক্ষ্মীটি! আমার কথা রেখো। আমি তোমায় কোনদিন ভুল বুঝবো না।

বিদায়ের পূর্বক্ষণে সুনন্দা বাবুর গালে চুম্বন এঁকে দিল। সে শুভেচ্ছার চিহ্ন। শাশ্বত প্রেমের প্রতীক্ নয়।

ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাবুর মনে হলো ট্রেনের গতির সঙ্গে তার জীবনের সব কিছু আনন্দ ঐ অপসৃয়মান প্লাটফর্মের মতো দূরে সরে যাচ্ছে। জানলার বাইরে মুখ রেখে সে সুনন্দাকে দেখছে। হাত নেড়ে সুনন্দা বিদায় নিচ্চে আর সঙ্গে সঙ্গে যেন এই ক'টি দিনে যা কিছু তাকে দিয়েছিল সব ফিরিয়ে নিয়ে তার জীবন হ'তে ফিরে যাচ্ছে। সুনন্দা একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছে। মুখে তার অটুট শান্তি ও গাম্ভীর্য। ব্যথার চিহ্ন নেই।

সুনন্দার শারিরীক উপস্থিতি যখন দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল, বাবু একেবারে ভেঙে পড়লো। তার অন্তরের বালক ফুঁপিয়ে গুমরে কেঁদে উঠলো। সে জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। তার মনে হলো যেন নড়বার শক্তি পর্য্যন্ত ঐ মেয়েটি কেড়ে নিয়ে গেল।

ফিরে এসে বাবুর মনে হলো, সুনন্দা তাকে যা দিল, তার চেয়ে বেশী সে হারিয়ে এলো।

যা পেল অবিশ্যি তার তুলনা হয় না।

অপর্য্যাপ্ত সুনন্দার দান। ঐ বালিকার বুকের নীচে যে নারীত্বের এতো মাধুর্য গোপন ছিল, কে জানতো। সেই মধু আকণ্ঠ তাকে পান করাল' সুনন্দা। অকৃপণ তার আতিথ্যের আয়োজন।

কৃতজ্ঞতায় মন তার দোর খুলে দিল। তার সচেতন আত্মা সজাগ দৃষ্টি দিয়ে সুনন্দাকে দেখলে।

এমনি ভাবেই অনাদিকাল ধ'রে, শারীরিক মিলনের মাধ্যমে নর-নারীর আত্মার মিলন ঘটে আসছে। ক্ষুধিত শিশুর মতো পুরুষ নারীর পানে চায়। নারী তার দেহের সুষমা আর সুধা দিয়ে তার ক্ষুধা মেটায়। পুরুষ যা পায় সেই চরিতার্থতার কৃতজ্ঞতায়, সে তার আত্মাকে দেয় সেই নারীর পানে মুক্ত ক'রে।

নারী দেহের মধ্যে দিয়ে পায় জীবনের আস্বাদ। গর্ভে ধরে পুরুষের সন্তানকে। দেহের দোসর হয় আত্মার দোসর।

আমাদের শাস্ত্রকার মুনি ঋষিরা সম্ভোগের এই রূপকে প্রাধান্য না দিলেও আসলে এই হ'চ্ছে নরনারীর শাশ্বত জীবন আদর্শ। দেহের ক্ষুধাই প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ। মিলনের তৃপ্তি আনে জীবনের আবেদন। প্রেম দেহ হ'তে মনে, মনের গভীরে, অন্তরাত্মায় সঞ্চারিত

হ'য়ে ছুয়ের আশ্চর্য্যভাবে মিলন ঘটায়। বিবাহের বন্ধন সেই মিলনের উচ্চস্তর। তাই সমাজ স্বামীকে সাজাল দেবতা, স্ত্রীকে বানাল সহধর্মিনী।

বাবু ছিল অন্তরে বাহিরে কুমার। মন ছিল তার বালকের মতোই কোমল ও শুভ্র। সুনন্দার সংস্পর্শ, নারীদেহের যাদুস্পর্শ তার জীবনে আনল' একটা আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। অনাস্বাদিত জীবনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে বাল্যের সীমা ছাড়িয়ে তারুণ্যে উত্তীর্ণ ক'রে দিল। তাকে পৌঁছে দিল এক নতুন দেশে। তার ছোট্ট জগতের মাঝে যে দেশ এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। যেখানে জীবনের একটি পরম রহস্য সঙ্গোপন।

এখন সে নারীকে চিনেছে। বিচার ক'রে, মীমাংসা ক'রে নিজের মাঝে তাকে গ্রহণ করেছে। মিলনের মাধুর্যে সে নিজের সত্বা হারিয়ে সুনন্দার সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে।

এই ঐক্যবোধই তার চেতনার সমগ্র স্থানটুকু জুড়ে রইলো। সমস্ত নারীজাতির মাঝে ঐ একটি মেয়ে তাকে পৌঁছে দিল কামনার স্তব্ধতায়। ছুদণ্ডের ছেলেখেলা তার জীবনকে ওলোট-পালোট ক'রে দিল।

মেয়ে পুরুষের প্রথম মিলন তাদের দেহমনে কী আশ্চর্য পরিবর্ত্তনই ঘটায়। মেয়ে হঠাৎ সৌন্দর্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। যৌবন হ'য়ে ওঠে ধারালো। বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ চকিত চাউনিতে অধীর প্রত্যাশা। আসন্ন পরিপূর্ণতার আভাসে সমস্ত শরীরে একটা পুলকের রোমাঞ্চ। অন্যমনস্ক মনের গভীরে প্রতীক্ষার আকুলতা আর অধিকারের বিজয় উল্লাস। আর পুরুষ হ'য়ে ওঠে শান্ত, অন্তর্মুখী। বলিষ্ঠ বাহু ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে, কম্পিত আগ্রহে। ক্ষিপ্র চাউনি হ'য়ে ওঠে অনুসন্ধিৎষু। গভীর আরামের স্বাদে চোখে নামে আবেশের তন্দ্রা।

এই হলো মেয়ে পুরুষের নতুন জীবনের সংজ্ঞা। দিদিমা ঠাকুরমার কথায় 'বিয়ের জল'। এ অনিবার্য।

শারীরিক এই মিলন নরনারীর জীবনের সব চেয়ে বড়ো প্রেরণা। প্রচণ্ড এর আকর্ষণ। এ প্রকৃতির লীলা। প্রকৃতির ঝড়। এরই মাঝে সৃষ্টির সূচনা। মেয়ে পুরুষের মনে এই ঝড় তুলে প্রকৃতি আপনার কাজ করিয়ে নেয়। এর আকর্ষণ যেমন তীব্র, এর অনুভূতিও তেমনি মধুর।

সুনন্দাকে ছেড়ে আবার সেই পুরাণো জীবনে ফিরে এসে বাবুর মনে হলো, আসল পৃথিবীর শরীরী জীবনের সঙ্গে আর তার কোন যোগ নেই। জীবনের এই ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মূলে কোন সার নেই, স্বাদ নেই, মধু নেই। সব কিছু, তারুণ্যের যা কিছু সম্পদ সব সে গচ্ছিত রেখে এসেছে, দূরে, সেই সুন্দরী মেয়েটির কাছে।

সুনন্দা তার কাছ হ'তে দূরে। সে দূরের পরিমাপ হয় না। সুনন্দা আজ তার নাগালের বাইরে। কিন্তু সে তার দেহমনের মূলে বাসা বেঁধেছে। সুনন্দা ছাড়া তার জীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

একটা অপার অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসেছে। সে পাগলের মতো অস্থির আর অচৈতন্য। আর কারুর কথা সে ভাবে না। নিজের কথাও নয়। হৃদ্‌পিণ্ডের মতো সুনন্দার চিন্তা শুধু বুকের নীচে ধক্ ধক্ করতে থাকে। সে চিন্তাও একটা দুঃসহ যন্ত্রণা। দীর্ণ হৃদয়ের বেদনায় তার দেহটা ছিড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যায়।

সুনন্দাকে সে চিঠি লিখলে।

শারীরিক উপস্থিতির অভাব হয়তো পূর্ণ করবে তার মধুর আশ্বাস-পূর্ণ দুটি ছত্র লেখা।

চিঠির উত্তর কিন্তু এলো না। এলো চিঠিখানা সশরীরে ফিরে। ওয়াল্‌টেয়ারের ছাপ বুকে নিয়ে। তারি পানে চেয়ে চেয়ে বাবুর বিরহী অন্তর উদ্বেল হ'য়ে উঠলো।

ওয়ালটেয়ার! তার সমুদ্রতীর। তার ধূসর ফিকে রঙের পাহাড়। তার লাইট্‌-হাউস, ডলফিনস্‌ নোস্‌, ভ্যালিগার্ডেন, ভাইজাগ্‌ পোর্ট। বাবুর চোখে স্বপ্নের দেশ। তার জীবনলীলার ক্ষেত্র। সুনন্দার হাত ধ'রে নীল সমুদ্রের তীরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জীবনের প্রথম সূর্যোদয় দেখেছিল। ওয়ালটেয়ারের মধুময় স্মৃতি তার জীবনে অবিস্মরণীয়।

সুনন্দা সেখানে নেই। ওয়ালটেয়ার ছেড়ে চলে গেছে।

দূরত্বের ব্যবধান দুর্লজ্ঘ্য হ'য়ে উঠলো।

কাশী গেছে। দিদার কাছে। কিন্তু কাশীর ঠিকানা তো তার জানা নেই। নিরাশার কশাঘাতে জর্জরিত হ'য়ে তার অন্তরাত্মা হাহা ক'রে উঠলো। সুনন্দার বিরহ তার অস্থিমজ্জায় বাসা বাঁধল। সেই বিরহ দিয়ে সে উপলব্ধি করল, যে চরিতার্থতায় সুনন্দা তার জীবন ভ'রে দিয়েছে, তারি নাম প্রেম।

৪

আভা ফিরে এসেই লক্ষ্য করলে, বাবুর এই অপ্রত্যাশিত মনোভাব। কিন্তু হেতু খুঁজে পেলে না। মনে হলো, হয়তো তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির উপর অভিমান। আভা মনে মনে হাসলে।

আভা প্রশ্ন করলে, আমার ওপর রাগ করেছো বাবু?

বাবু উত্তর দিল, রাগ অতো সস্তা নয়। অপাত্রে খরচ করবার মতো রাগ আমার নেই।

আভা নিশ্চিন্ত হলো। বাবুকে চিনতে তার বাকি নেই। কথায় কথায় তার অভিমান। এর মাঝে নতুন কিছু নেই। সে মুখ টিপে হাসলে।

বাবু নিঃশব্দে তার পানে তাকালে। আভা তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদরের কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলে, খুব কষ্ট হয়েছে, না?

—না। কষ্ট আবার কিসের? বরং ভালোই হলো। খানিকটা অভ্যেস্ হ'য়ে রইলো।

তার কথা বলার ধরণে, গলার স্বরে আভা হাসি চাপতে পারলে না। সে হাসতে হাসতে তার মাথাটি বুকে চেপে ধ'রে বললে, দুখ্যু কি আমিও কম পেয়েছি।

বাবু মাথা তুললে না। গভীর আরামে তার বুকের মাঝে চোখ বুজলে। অপরিসীম ক্লান্তি আর ভীরু একটা কম্পন সে সারা শরীরে অনুভব করলে। মুখে কিন্তু বললে, বাজে কথা বলে মন ভুলিয়ে লাভ কি? চিঠিতে তো ও সব কথা অনেক শুনেছি।

আভা বললে, তুমি ভারি নিষ্ঠুর হচ্ছো বাবু। ওই রকম ক'রে চিঠি লেখে?

বাবু হঠাৎ চমকে উঠলো। তার মনে পড়লো, আভা লিখেছিল, দূরে না এলে ভালোবাসার গুরুত্ব বোঝা যায় না। আজ সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে, সে কথা কতো সত্যি। আভা তাকে ভালোবাসে। তার কাছ হ'তে দূরে গিয়ে সেই সত্যকে সে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে। তাই সে লিখে তাকে জানিয়েছিল। কিন্তু সে তাকে নির্মম হ'য়ে আঘাত হেনেছে।

সে আঘাত আজ তারি বুকে। সুনন্দার বিচ্ছেদ ব্যথা তার বুকখানাকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কি ভেবে বাবু বললে, আমায় মাপ করো আভাদি।

বাবুর গলার স্বরটা কিন্তু আভার কানে অস্বাভাবিক শোনাল।

আভার কাছে বাবুর এই প্রথম গোপনতা।

আভা জান্‌লে না তাদের অভিসারের গোপন কাহিনী। আভা তার গোপন মনের কোন নির্দ্দেশই পেল না। আভার কাছে এতদিন তার গোপন কিছুই ছিল না। বাবুর মন ছিল, পাথরের বুকে প্রবাহিত স্রোতধারার মতো স্বচ্ছ ও নির্মল। সেখানে কাদামাটির পলি পড়েনি। তাই আভার কাছে ওর কোন কিছুই বলতে বাধতো না। দ্বিধা ছিল না। সঙ্কোচ ছিল না। লজ্জা ছিল না। মনে কালি ছিল না ব'লেই সে সুনন্দার প্রথম অভিযানের কথা, সিনেমার অন্ধকারে তার গণ্ডে চুম্বনের কথা পর্যন্ত বল্‌তে তার বাধেনি। বলতে তার বাধেনি কারণ তখন সুনন্দার প্রতি তার মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিরূপ। আজকের মনোভাবের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না, তখনকার মনের আকাশে।

এখন তার ভিতরের চেহারা গেছে বদ্‌লে। সুনন্দার আহ্বানে মন তার সাড়া দিয়েছে। মনের অদৃশ্যলোকে সুনন্দার প্রতি বিরাগের চিহ্ন মাত্র নেই। যা আছে, তা গভীর অনুরাগ। গোপন মনের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা দিয়ে সে তার আত্মাকে ঢেকে রাখতে চায়। তার সমস্ত কল্যাণের দায়িত্ব এখন তার নিজের। নিজের অঙ্গের মতোই সুনন্দা

এখন তার জীবনে অপরিহার্য্য। তার মর্য্যাদা এখন নিজের মর্য্যাদা সে অন্তরের নিভৃততম দেশের শুদ্ধতা ও শুচিতা দিয়ে সুনন্দাকে ঢেকে দিতে চায়। লুকিয়ে রাখতে চায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাই আভাকে পর্য্যন্ত হৃদয় খুলে দেখাতে পারলে না।

আভা তাকে লক্ষ্য করে। সে কথা বলে কম। চোখে তার বেদনাময় একাগ্র দৃষ্টি। সদাই যেন তন্ময় হয়ে কি ভাবে। কী যে ভাবে আভা তার কোন সন্ধানই পায় না। মন যেন তার অবগাহিত। মনে তার দোলা নেই। অস্থিরতা নেই। আবেগ উচ্ছাস নেই। সে একা থাকতেই ভালোবাসে। মানুষের সংস্পর্শ যেন সে সহ্য করতে পারে না। আভার কেমন যেন তাকে খাপছাড়া মনে হয়। হঠাৎ সে যেন বেসুরো হ'য়ে গেছে।

বাবু একখানা বই লিখছে। তারি মাঝে সে মগ্ন। আভা ভাবে লেখার মাঝে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে ব'লেই হয়তো সে এতো আনমনা। বাবু নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য আর মানুষের কোলাহল কলরব হ'তে দূরে থাকবার জন্যই নিজেকে এই লেখার মাঝে ডুবিয়ে রাখে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনের পর দিন।

হাতে কাজ না থাকলে সে ছটফট করতে থাকে। বদ্ধঘরে, বই-এর স্তূপের মাঝে তার দিন কাটে।

সুনন্দার কোন সংবাদই সে পায় না।

সুনন্দার অভাব নিজের কাছে নিজেকে ঝাপসা ক'রে দেয়। আর সুনন্দাকে স্পষ্টতর ক'রে তোলে। তার মধুময় চিন্তা অসীমতার ইঙ্গিত নিয়ে এসে, তাকে তার পরিচিত জগৎ হ'তে দূরে নিয়ে যায়। সেই চিন্তাই এখন তার একমাত্র তৃপ্তি।

আভা মাঝে মাঝে এসে উপদ্রব করে। জোর ক'রে, ধমক দিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে যায়। বাবু নিঃশব্দে হাসে। আভার কিন্তু ভালো লাগে না সে হাসি। সুস্থ শরীর মনের হাসি সে নয়। আভার ভয় হয়।

সে যেন হঠাৎ শান্ত হ'য়ে গেছে। তার আচরণে আর উদ্দামতা নেই। প্রথম যৌবনের উচ্ছল আবেগ নেই। আভা তার বড়ো, তার শ্রদ্ধেয়। বাবু সেই সম্মানের দূরত্বটুকু বজায় রেখেই চলে।

আভা কিন্তু তার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনকে অন্য চোখে দেখে। এ যেন উপেক্ষিতের না-পাওয়ার ব্যথা। তাই কি ?

আভার মনে হয়, আঘাত দিয়ে সেই তার কোমল হৃদয়কে বিকল ক'রে দিয়েছে।

———

অষ্টম স্তবক

১

মাসের পর মাস কেটে যায়।

নির্মল মেঘমুক্ত আকাশ আর চোখে পড়ে না। বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে বিরহী যক্ষের মতো বাবুর অন্তর গুমরে কেঁদে ওঠে। আকাশ মেঘে ঢাকা। সারাদিন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে। বাবু নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খোলা জান্‌লা দিয়ে আকাশে মেঘের শোভাযাত্রা দেখে। বুকের উপর বই খোলা থাকে। মন তার আকাশের ধূসর মেঘের মতো কোন্ সুদূরে ভেসে চলে যায়।

সময়ের হিসাব থাকে না। বৃষ্টির ঝাপ্‌টা এসে বিছানা ভিজিয়ে দিয়ে যায়। সে টেরও পায় না।

বেশীর ভাগ সময় তার বিছানায় শুয়েই কেটে যায়। সন্ধ্যায় ঘটা করে মেঘে মেঘে দিক্ ছেয়ে দেয়। তারি সঙ্গে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘের গর্জন। তারপর মেঘ ভেঙ্গে বৃষ্টি সুরু হয়। সারা রাতের দায়ে নিশ্চিন্ত।

বৃষ্টির বিরাম নেই। ঘর হ'তে বাইরে যাবার উপায় নেই। কারুর আগমনের প্রত্যাশা নেই। একা একা বিছানায় শুয়ে নিজের চিন্তার ঘোরে মূর্চ্ছা যাওয়া। মন্দ কি! অবাঞ্ছিত মানুষের উপদ্রবের হাত হ'তে তো নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘতর হ'য়ে ওঠে। অন্ধকারে একা শুয়ে জেগে থাকা এক দুশ্চর তপস্যা। সারারাত একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনে কাটানো যায় না।

সুনন্দা। সুনন্দার চিন্তা তার মনের মাঝে আগুন ধরিয়ে দেয়।

হঠাৎ একদিন ভোরের দিকে গা-হাত ভেঙ্গে কাঁপুনি সুরু হলো। সে আর বিছানা ছেড়ে উঠ্তে পারলে না। নিজেকে ভারী দুর্বল ও অসুস্থ মনে হলো।

ডাক্তার নিয়ে আভা এলো। ডাক্তার বললে, বুকে সর্দি নিয়ে জ্বর হ'য়েছে। জ্বরটা বাঁকা।

চিকিৎসা চললো। এক হপ্তা পরে ডাক্তার রায় দিল, প্লুরিশি। হোষ্টেলে চিকিৎসা হবে না।

কেবিন ভাড়া নিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

খবর পেয়ে হাসপাতালে দেখ্তে এলো মিসেস্ হাবার্ট আর এথেল্। আভার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও তাকে পরিচয় পত্র পেশ ক'রে তাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে হলো না।

অল্পক্ষনেই তারা ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো এবং মিসেস্ হার্বার্টের আগ্রহাতিশয্যে ও একান্ত অনুরোধে আভা বাবুকে নিয়ে তাদের থিয়েটার রোডের বাড়ীর একাংশে নতুন ক'রে সংসার পাতলে।

সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের মধ্যে অনেকদিন পরে আবার দুজনে একান্ত হ'য়ে উঠলো। ছোট একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। তিনখানি ঘর। একখানি ড্রয়িং রুম ও দুখানি শোবার ঘর। ঘরগুলি আসবাব পত্রে সুসজ্জিত। এথেল ঘরের দরজা জানলায় রঙীন পর্দা দিয়ে দিল। দু' একটা টুকিটাকি ছোট আসবাব ও নিজেদের বাড়ী হ'তে পাঠিয়ে

দিল। আভা, মা ও মেয়ের সৌজন্যে, কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হলো। বিশেষ ক'রে এথেলকে তার ভারী ভালো লাগলো।

শ্রীমতী হার্বার্টের ব্যবস্থাপনায় বাবুর চিকিৎসা চললো, সুশৃঙ্খলে। আভার শুশ্রূষা ও এথেলের সহচর্য্য তাকে কিছুদিনের মধ্যেই নিরাময় ক'রে তুললে। বাবুর মুখে ফুটলো স্বাস্থ্যের দীপ্তি। দেহ হ'তে রোগ কাটলো। কিন্তু তার মনের মাঝে যে দুরারোগ্য ব্যাধি আশ্রয় ক'রে রয়েছে, তার সন্ধান কেউ পেল না। তার মনের চেহারা অসুস্থই থেকে গেল। সেটা অবশ্য আভার চোখে।

বাবু অন্যমনস্কে খবরের কাগজখানা খুলে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে দূরপানে চেয়ে ব'সে থাকে। আভা চুপি চুপি আড়াল হ'তে তাকে লক্ষ্য করে। মন তার আপন ভাবনায় নিবিষ্ট। ভাবলেশহীন চোখ যেন তার আপন চোখ নয়। আভা অলক্ষ্যে দৈবাৎ তার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে চমকে উঠে এমনিভাবে তার পানে তাকায় যেন সে ধরা পড়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে মৃদু হাসে। আভার অন্তর কিন্তু কেঁপে ওঠে, একটা অজানা ভয়ে।

বাবুর অন্তরে আভা যে তার একাধিপত্য হারিয়েছে এ কথা সে বোঝে বৈকি! যে বাবুকে রেখে সে রাঁচি গিয়েছিল, সে বাবুকে আর ফিরে পায়নি। তার মনে হয় তাকে আয়ত্ত করবার শক্তি পর্য্যন্ত সে হারিয়েছে। সে যেন নিতান্ত দুর্বল আর নিরস্ত্র। আভা অস্থির হ'য়ে ওঠে।

এথেল সুন্দরী। এথেলের মতো মেয়ে যে কোন পুরুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে তার সঙ্গ দিয়ে। আভা গোপনে তাদের লক্ষ্য ক'রে দেখেছে এথেলের জন্য বাবুর গোপন মনে কোন ঔৎসুক্য আছে কিনা। কিন্তু তার নারীমনে সে কোন সাড়া পায়নি। এথেলকে

হয়তো তার ভালো লাগে। কিন্তু সে ভালোলাগা তো পুরুষের কামনা নয়। তার মাঝে আর কোন প্রেরণা নেই। বরং এথেলের মাঝে একটা ঔৎসুক্য আছে, আগ্রহ আছে, একটা তন্ময়তা আছে। সে যেন একান্ত অনুগত সেবিকার মতো হৃদয়ের নৈবেদ্য সাজিয়ে তার প্রতীক্ষা করছে।

আভা কিছুতেই বাবুর মনের নাগাল পায় না। তার মন যেন একটা অদৃশ্য আড়ালের পেছনে। আভা নীরবে ব'সে এই স্তব্ধতার ভার সহ্য করতে পারে না। বাবুর সুখের জন্য তার অদেয় কিছুই নেই। তাকে না-পাওয়ার বেদনা যদি ওর জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দেয়, আভা তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য নিজেকে দেবে উৎসর্গ ক'রে। আর সে বিচার করবে না। সূক্ষ্ম মনের অনুভূতি দিয়ে নিজের সমস্যার আর সে মীমাংসা করবে না।

বাবু তার উত্তরে বলে, আমাদের ভেতরের সমস্যা নিজেরাই তো মীমাংসা ক'রে নিয়েছি। ও কথা তুলে আর আমায় লজ্জা দাও কেন?

আহতস্বরে আভা বলে, কিন্তু তুমি তো সুখী নও। আমার মনে হয় আমিই আঘাত দিয়ে—

বাবু বাধা দিয়ে বলে, মোটেই নয় আভাদি। আমার মতো সুখী কেউ নয়। তোমার কাছে চেয়ে পাইনি, এমন কোন কিছুর কথা আমার মনে পড়ে না। আমার বিকৃত মনের কামনাকে স্বীকার ক'রে নিতে কোথায় তোমার বাধা সে কথা আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছি। আমায় বাঁচিয়েছো তুমি, তোমার অন্তরের কল্যাণস্পর্শ দিয়ে। আমার মাথা উঁচুতে উঠলেও, তুমি আমার বড়ো। আমার পূজনীয়। আমি তোমায় ভুল বুঝতে পারি না।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে আভা জিজ্ঞেস করে, তবে?

বাবু হাসতে হাসতে বলে, আমাদের মাঝে তো আর কোন সমস্যা নেই, কোন প্রশ্ন নেই।

—কিন্তু তোমার মনে একটা ব্যথা জমা হ'য়ে রয়েছে। বলবে না কিসের ব্যথা?

—বলবো। সময় হ'লে তোমাকেই জানাবো। এখন আমায় জিজ্ঞেস করো না। এ আমার অনুরোধ। কারণ তোমার কাছে মিথ্যে আজো বলিনি।

২

আরো ক'মাস কেটে গেল।

বাবু পূর্বের মতোই আবার পড়াশুনোয় মন দিয়েছে। দেহে ফিরে পেয়েছে পূর্বের স্বাস্থ্য। শীতের 'পর বসন্তের অরণ্যের মতো। চোখে সেই মর্মভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তার যৌবন যেন আরো ধারালো হ'য়ে উঠেছে। শুধু তার মনের নিভৃততম দেশে শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট গোধূলি। সুনন্দার বিরহ তার জীবনের উৎসবকে ম্লান ও ম্রিয়মান ক'রে তোলে। তার স্মৃতি, সমুদ্রতীরের একটি সপ্তাহের মধুময় উজ্জ্বল স্মৃতি তার অগোচর মনের আপ্রান্ত বিদ্যুৎ স্পর্শ দিয়ে চকিত ক'রে তোলে।

সুনন্দার আকস্মিক অন্তর্ধান সত্যই রহস্যময় ও বিস্ময়কর। বিদ্যুৎ-শিখার মতো সে তার অন্তর ঝলসে দিয়ে কেন যে সূচীর অন্ধকারে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল, তার রহস্য কী চিরদিন বাবুর কাছে অজানা থেকেই যাবে? কেন? এ 'কেন' জীবন জিজ্ঞাসার মতো চিরদিন কি দুর্জ্ঞের

থেকে যাবে! ফিরে আর আসবে না কি সুনন্দা নিজের অধিকার দাবি করতে?

বাবু অবাক্ হ'য়ে ভাবে।

তার জীবনের চারিপাশে যে সব মেয়ের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের সে দেখেছে, চিনেছে, সুনন্দা ঠিক তাদের দলের নয়। নীতি ও সভ্যতার পোষাকী পরিচ্ছদে তার আদিম মনের উদ্দামতা ঢেকে দিতে পারেনি। দলের মাঝে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভায় সে স্বতন্ত্র। সেখানে সে দুঃসাহসী। হয়তো পথভ্রষ্ট। বৈশাখী ঝড়ের মতো সে আকস্মিক ও প্রচণ্ড। কণ্ঠে ঝড়ের ইঙ্গিত, চোখের দৃষ্টিতে অক্লান্ত আহ্বান আর বুকের অতলে অনন্ত কামনা নিয়ে সে নিমেষে ঝড়ের সমুদ্রের মতো মেতে ওঠে। তার কুণ্ঠাহীন জীবনের মাধুর্য্য দিয়ে, আদিম সৌন্দর্য্যের মৌলিকতা দিয়ে, সৃষ্টি রহস্যের সন্ধান দিয়ে রক্তে দেবে আগুন ধরিয়ে। ঝড় থেমে গেলে, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির অবসন্ন শান্ত রূপের মতোই তার মুখে ফুটে উঠবে, অসামান্য অলৌকিক দীপ্তি! বাবুর মনে হয় দেহের সংকীর্ণ সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে সুনন্দা তার দেহাধারে যে চেতনার অনির্বাণ দীপ জ্বেলে রেখে গেছে, তারই আলোয় সে জীবনের গভীরে সত্যকার প্রেমের মাধুর্য্য অনুভব ক'রেছে। তার দেহতটে সুনন্দা যে চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেছে তা কোন-দিনই মুছে যাবে না। তার জীবনের রাজপথে অগণন নারীর ভীড়ে সুনন্দা কোনোদিন হারিয়ে যাবে না।

রূপলাবন্যময়ী এথেল তার তারুণ্যের পশরা নিয়ে, সর্বক্ষণ তার মধুর সঙ্গ দিয়েও যদি তাকে চঞ্চল ও আত্মহারা করতে না পারে, তবে সত্যই সেটা সুনন্দার প্রচণ্ড শক্তির পরিচয়। রূপময়ী এথেল, যদি পারে, তবে

আগে তার চিত্ত জয় ক'রে পরে করবে দেহদান। তাও নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে। যেমন বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। সুনন্দার নিয়মনিষ্ঠা নেই। সমাজ শৃঙ্খলা নেই। ভবিষ্যতের কোন ভাবনা নেই। সুনন্দা যা পারে, সব মেয়ে তো তা পারে না।

শ্রীমতী হার্বার্ট কিন্তু আভাকে দেখে, আভা ও বাবুর মনের চেহারা দেখে নিঃসংশয়ে ধারণা ক'রে নিয়েছিল যে এদের গোপন মনের একটা বন্ধন আছে। শ্রীমতী হার্বার্টের উদার মনে সেটা মোটেই বিসদৃশ ঠেকেনি বা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আভা বাবুর চেয়ে বয়সে বড়ো হ'লেও, আজো সে কুমারী। এদের যদি মিলন ঘটে, দোষের কি? দুজনের কারুকেই তো দোষ দেওয়া চলে না।

শ্রীমতী হার্বার্ট এথেল সম্বন্ধে মনে মনে যে আশা পোষণ করেছিল সে স্বপ্ন তার ভেঙ্গে গেছে। মেয়ে সম্বন্ধে একটু সজাগ ও সচেতন হ'য়ে উঠেছে। মেয়ের মনে যে প্রেমের আঁচ লেগেছে, সে কথা বুঝতে মায়ের বাকি নেই। মেয়ে পাছে দুখ্যু কষ্ট পায় তাই তাদের অবাধ মেলামেশার পানে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তবে আভা সম্বন্ধে তার সংশয় যদি সত্য হয়, আভাই তাকে পাহারা দেবে।

শ্রীমতী হার্বার্ট কিন্তু আভার আচার-আচরণে, শালীনতায় ও স্বভাবের মাধুর্যে মুগ্ধ। চমৎকার মেয়েটি।

এথেল বলে, সুইট্ ডার্লিং। কী সুন্দর দেখতে মা। কে বলবে অমিয়র চেয়ে বয়সে বড়ো।

—বড়ো মানে? অমিয়কে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছে। অমিয় ওরই মনের কাউন্টার পার্ট। ওরি আদর্শে এতো বড়ো হ'তে পেরেছে।

এথেল আজকাল সন্ধ্যায় আভার কাছে পড়াশুনো করে। এথেল আভার একান্ত অনুগত হ'য়ে উঠেছে।

আভা এথেলকে পড়ায়। বাবু বলে, কেন পণ্ডশ্রম করচো আভাদি। ওর মতো মাথা-মোটা মেয়ের কোন চান্স নেই। তার চেয়ে ও যা পারে তাই করতে দাও। পিয়ানো বাজাক্।

আভা মুখ না তুলেই হাসে। বলে, পরে বাজাবে। এখন একটু পড়ুক।

এথেল মুখখানা কালো ক'রে বাবুর পানে চায়। আভা তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে, ওর কথা শোন কেন? বুদ্ধি সকলেরি সমান। ওর ভাগ্য ভালো তাই ভালো ক'রে পাশ করেছে।

বাঁকা চোখে ভ্রুভঙ্গী ক'রে এথেল বলে, তাই গরবে আর দেখতে পায় না। আভাদিকে পেয়েছিলে তাই।

—তুমিও তো আভাদিকে পেয়েছো। দেখি কী করো।

আভা হাসে।

বাবু চলে গেলে, এথেল আভাকে জিজ্ঞেস করে, আভাদি, আমি কি খুব বোকা?

—পাগল।

এথেলের বিষণ্ণ সুর আভাকে আঘাত করে।

এথেল বলে, আমার দাদা ফ্রান্সিস্ ও বল্তো, আমার মাথা মোটা। কিচ্ছু হবে না।

আভা গলায় জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় হবে। চেষ্টা থাকলে আবার পরীক্ষায় পাশ করা যায় না?

আভা তাকে গল্পচ্ছলে শোনায় বাবুর শৈশবের কথা। কী দুরন্ত

আর কী দুষ্টুই ছিল। লেখাপড়ায় ছিল তেমনি অমনোযোগী। এথেল একাগ্রমনে শোনে বাবুর বাল্যের এই সব বিচিত্র কাহিনী। আভার সঙ্গে তার পরিচয়ের প্রথম দিনটি তাদের জীবনের এক স্মরণীয় দিন। তারপর তার পিতার আকস্মিক মৃত্যু তার জীবনের গতি দিল বদলে। আত্মীয়স্বজনহীন নির্বান্ধব অবস্থায় সে স্থায়ীভাবে স্থিতিলাভ করল, আভার স্নেহাশ্রয়ে।

সে যেন রূপকথা। দুজনের মিলিত জীবনের বিচিত্র অ্যাড্‌ভেঞ্চার।

আভার পানে চেয়ে চেয়ে এথেলের মনে হয় এই মেয়েটি তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে বাবুর জীবনকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলেছে। এ না থাকলে দুর্ভাগ্যের দুর্বার স্রোত যে ওকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো, কে জানে। এথেল শিউরে ওঠে।

আভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে এথেলের তরুণ মন ভরে ওঠে।

৩

দিনের পর দিন কেটে গেল। বছর পেরিয়ে বছর ঘুরে গেল। সুনন্দার চিন্তাকে তবু কাটিয়ে উঠতে পারে না, বাবু। যতো দিন যায়, সুনন্দা আর তার মধুময় চিন্তা তার হৃদয়ে দু'কূল ছাপানো খরস্রোতার মতো বিরাট রূপ ধ'রে উত্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে। যা ছিল ভালোলাগার ক্ষীণ স্রোতধারা, আজ তা ভালোবাসার প্লাবন। তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দুঃসাধ্য এর দুর্বার গতি রোধ করা। বাবুর অন্তরাত্মা আর্তনাদ ক'রে ওঠে। ফিরে এসো নন্দা! ফিরে এসো।

বাবু এম, এ পাশ ক'রে এডুকেশন্যাল সার্ভিসে ভালো চাকরি

পেয়েছে। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের চাকরি। শীগগিরী তাকে দিল্লী যেতে হবে। চাকরিতে রিপোর্ট করতে। সুনন্দার অপেক্ষায় সে এই চাকরি স্বীকার ক'রে নিয়েছে। তার মনের দৃঢ় বিশ্বাস সুনন্দা একদিন ফিরে আসবে। এবং তার জন্যে তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। যে উদ্দীপনা নিয়ে সে ইংলণ্ড যাত্রার স্বপ্ন দেখতো, সে উদ্দীপনা স্তিমিত হ'য়ে এসেছে সুনন্দার প্রত্যাশায়। মনের বিস্তীর্ণ আকাশ তার উদয়ের আভাসে কাঁপছে। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের মতো সেখানে আবির্ভাব হবে সুনন্দা। স্নিগ্ধ আলোয় ভরে যাবে বাবুর পৃথিবী। এখন দূ'রে যাওয়া চলে না। তাকে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। প্রয়োজন হ'লে অনন্তকাল ধ'রে তাকে সুনন্দার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সুনন্দাকে বাদ দিয়ে তার জীবনের কোন সত্তা নেই।

বাবু আভাকে বলে, এইবার তুমি চাকরি ছেড়ে দাও আভাদি। এতোদিন তো কাজ করেছো, শুধু আমার জন্যে। এখন আর কাজ করবে কার জন্যে ?

মৃদু হেসে আভা বলে, কেন, নিজের জন্যে।

—আমার উপার্জনকে নিজের ব'লে মেনে নিতে না পারলে, অবিশ্যি করতে হবে বৈকি।

বাবুর কণ্ঠে রুদ্ধ অভিমান।

আভা মনে মনে হাসলে।

বাবু তার পানে চেয়ে হঠাৎ শক্ত হ'য়ে বললে, মেয়েরা একবার রোজগার করতে শিখলে, তারা আর মেয়ে থাকে না। স্বাবলম্বী মেয়েরা ঘর করার অযোগ্য। স্ত্রী হবার এমন কি মা হবারও অযোগ্য। মেয়েদের

সমস্ত মাধুর্য নষ্ট ক'রে দেয়। তাই আমাদের শাস্ত্রকাররা মেয়েদের স্বাতন্ত্র দেয়নি।

—তাই নাকি? আভা হাসলে।

—নিশ্চয়। নিজের শক্তি সামর্থের এই যে চেতনা, এই যে ফল্‌স্ প্রাইড, মেয়েদের জীবনের মূলে ঘুন ধরিয়ে দেয়। সে না পারে নিজে সুখী হ'তে। না পারে কারুকে জয় ক'রে সুখী করতে। না পারে তার দেহ বাড়তে, না পারে মন বাড়তে।

আভা লক্ষ্য করলে বাবুর মুখখানা উত্তেজনায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে। আভা চাপা হাসিতে চোখদুটি ভ'রে বললে, আজকাল হঠাৎ অকারণে এমন উত্তেজিত হ'য়ে ওঠো কেন বল'তো? এতো সুস্থ শরীরের লক্ষণ নয়।

বাবু অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে বললে, এটা কিন্তু আমাদের দেশের জলমাটির প্রভাব। সত্যি, বিনা কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হতে অন্য কোন দেশের লোককে তুমি দেখতে পাবে না। এ দেশের মহামনীষী, আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার নেহেরু পর্য্যন্ত এই ব্যাধিগ্রস্ত। বিনা কারণে দপ্ ক'রে আগুনের মতো জ্বলে উঠতে ভদ্রলোকের জোড়া নেই।

দুজনেই একসঙ্গে হাসলে।

বাবুর মন ছিল, নিয়তি-নিরূপিত নিজের ভাবীকালের পানে। সেখানে, সেই সুদূর দিল্লীতে গিয়ে সে নিজের আদর্শে সংসার রচনা করবে। সে সংসারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে আভা। আভার ও নিজের জীবন আদর্শ দিয়ে তারা সুনন্দাকে গড়ে তুলবে। কিন্তু কোথায় সুনন্দা? আর যে নিজেকে সে আভার কাছে লুকিয়ে রাখতে পারে না।

বাবু বললে, অনেকদিন কাজ করেছো। এইবার সংসারে মন দাও। মাস খানেকের মধ্যেই কিন্তু তোমার দিল্লী যাওয়া চাই।

নীলিমা এসে ঘরে ঢুকলো। কারুকে কোন কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এসেছি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। এখানে নিয়ে আসবো কি ?

নীলিমাকে দেখে দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। তার বেশভূষার পারিপাট্য এবং মুখখানি ঘিরে মাথার উপর শাড়ির আঁচলটি তুলে দেবার ভঙ্গিটিতে তাকে বেশ মানিয়েছে।

কোঁচানো ধূতি ও মিহি পাঞ্জাবি গায়ে একটি সুদর্শন তরুণকে সঙ্গে ক'রে নীলিমা ঘরে ঢুকলো। তার শাড়ির প্রান্ত শুধু মাথার শোভা বর্দ্ধন করেনি। সিঁথীতে সিঁদুরের রক্তচ্ছটা। কপালে সিঁদুরের টিপ। চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বাবু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সলজ্জ হাসিতে মুখভরে নীলিমা অপাঙ্গে বাবুর পানে তাকালে।

নব পরিণীতা নীলিমা স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।

নীলিমার স্বামীর নাম বলদেব পানিগ্রাহী। উড়িষ্যাবাসী ডাক্তার। কটক হাসপাতালের হাউস্ সার্জন। বেশ হাসি মুখ ডাক্তারের। সলজ্জ সপ্রতিভ ভাব। এদের দু'জনের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, ট্রেনের কামরায়। মাস পাঁচ ছয় আগে।

বাবু বললে, আমি জানতুম। নীলিমা ইজ্ অ্যান্ আউট এ্যাণ্ড আউট রোমান্স।

সকলে হেসে উঠলো।

আভা নীলিমাকে প্রশ্ন করলে, চাকরি ?

নীলিমা হাসির ঢেউ তুলে জবাব দিল, দু'কূল তো রাখা চলে না। ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। মেয়েদের জীবনের আসল চাকরি করতে চলেছি। আশীর্বাদ করো যেন—

মাথা নীচু ক'রে নীলিমা আভার পা দুটি স্পর্শ ক'রে মাথায় ঠেকালে। তার দেখাদেখি স্বামী পানিগ্রাহীও নত হ'য়ে আভাকে প্রণাম করলে। আভা তাদের চিবুক স্পর্শ ক'রে আশীর্বাদ করলে।

বাবু পানিগ্রাহীর সঙ্গে আলাপ জমালে। পানিগ্রাহী তাদের কটক যাবার নেমন্তন্ন করলে।

নীলিমা চাপা গলায় আভাকে বললে, জানো আভাদি, মনে হ'চ্চে যেন সত্যিকার জীবনে ফিরে এলুম।

আভা হাসবার চেষ্টা করলে কিন্তু চোখ দু'টি বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে এলো। একটা চাপা হতাশ্বাসের শব্দ।

৪

দিল্লী যাবার আগের রাত্রে।

এথেল এতোদিন নিজের মনের সূক্ষ্ম ভাবাবেগের সঙ্গে নিজেই লড়াই ক'রে এসেছে। কিন্তু বাবুর আসন্ন এই বিদায়ের ক্ষণে সে আর আলো-ছায়ার আবছায় ছায়াচ্ছন্ন মন নিয়ে অপেক্ষা করতে পারলে না। নিজের প্রত্যাশার সঙ্গে তার মনের কোথাও মিল আছে কিনা সেইটুকু সে জানতে চাইলে। হঠাৎ এমনি ভাবে সে প্রশ্নটা করলে যে বাবু চম্‌কে গেল।

—তুমি কোন মেয়েকে ভালোবেসেছো, অমিয় ?

প্রথমটা বাবু থতিয়ে গেল। কিন্তু সে নিজেকে আর অপ্রকাশ রাখতে চায় না। তার জন্য যদি কোন মেয়ের মনে কোন দুর্বলতা গোপন থাকে, তাকে সে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চায় যে সে আর 'ওপেন' নয়। সে এন্‌গেজড্‌। মন তার বাঁধা।

এথেলকে কাছে টেনে নিয়ে বাবু সস্নেহে জিজ্ঞেস করলে, আমাকে হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন এথেল ?

আনতমুখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে এথেল বললে, জান্‌তে খুব ইচ্ছে না হ'লে এ প্রশ্ন করতুম না।

বাবু তার মাথার চুলগুলি নাড়তে নাড়তে কৌতুহলী দৃষ্টি দিয়ে তার রাঙা মুখের পানে তাকালে। অনেকদিন পরে সে যেন এথেলকে দেখ্‌ছে। এথেলের মনের মাঝে যে তার জন্য একটু প্রত্যাশার নরম মাটি লুকানো আছে, এ কথা বুঝতে বাবুর বাকি ছিল না। কিন্তু ওয়ালটেয়ার হ'তে ফিরে আসবার পর আর কোন মেয়ের জন্যই তার মনে ঔৎসুক্য ছিল না। কারুর কথাই সে ভাবেনি। ভাববার অবকাশ হয়নি। আজ হঠাৎ এথেলের মুখের সকরুণ ভঙ্গীটির পানে চেয়ে তার হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে এল। কিন্তু সে আজ আর তাকে গোপন করবে না। আর সে কারুর কাছে নিজেকে চাপা দিয়ে রাখবে না।

বাবু তার শুভ্র সুকোমল একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বাসি এথেল। একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু এর বেশী এখন আর জানতে চেয়ো না এথেল।

—না। জানতে চাইবো না। শুধু একটি কথা আমায় বলো, সে কি আভাদি ?

—না। আভাদি নয়। অন্য মেয়ে।

হঠাৎ এথেলের মুখের চেহারা গেল বদলে। মুখের যেখানটিতে তার মনের ছবিটি ধরা পড়েছিল, সেখানে যেন একটা ব্যথা বিস্ময়ের কালো ছায়া নিবিড় হ'য়ে ফুটে উঠলো। মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে সে বাইরের পানে তাকালে। জানলার পর্দাগুলো বাতাসে দুলছে। তারি ফাঁকে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। ফিকে জ্যোৎস্নার আলো ভেসে আস্‌ছে। সেই আলো এথেলের মুখের উপর ছিটিয়ে পড়ে কাঁপছে। বাবু তার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে মনের ভাবটি বুঝতে চেষ্টা করছে। আর এথেল বাবুর ভালোবাসার মেয়েটিকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

যে সত্য এতোদিন বাবু নিজের অন্তরে চাপা দিয়ে রেখেছিল, সেটা প্রকাশ করতে পেরে সে যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ করলে। তার এই স্তব্ধীভূত প্রতীক্ষার মাঝে যে তীব্র দাহন সেটা যদি আত্মপ্রকাশ করতে পারতো তা হ'লে বাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌তো।

এথেলের মুখের রূপ বদলেছে। তার অধীরতা ডুব দিয়েছে মনের গভীরতায়। বেদনাময় দৃষ্টি দিয়ে বাবু তার মুখের পানে চেয়ে রইলো।

বাবুর মনে হয়, আশেপাশে, যারা তাকে চারিদিক থেকে স্নেহের ব্যগ্র বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়, তারা আজ তার কাছে মিথ্যে। আর যে দূরে, যার নিশানা ঠিকানা নেই, সেই তার মনে সত্য হ'য়ে রইলো। এ কী বিড়ম্বনা।

এথেল একসময় বললে, সবেরি শেষ আছে অমিয়। কিন্তু তোমাকে যে ভাবে পেয়েছিলুম, যে ভাবে তুমি আমাদের আপন ক'রে নিয়েছিলে, তা যে এমনি থাপ্‌ছাড়াভাবে অকস্মাৎ শেষ হয়ে যাবে এ আমি ভাবতেও পারিনি।

এথেলের চোখদুটি ছলছলিয়ে এলো। বাবু তাকে খুব কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললে, ভাইবোনের ভালোবাসা এথেল, মরণের আগে শেষ হয় না। তার গৌরবও কোনদিন ম্লান হয় না। দুঃখু করো না বোন্। আমাকে ভুল বুঝোনা।

নবম স্তবক

১

অভাব আগ্রহ বাড়ায়। সুনন্দার অভাব বাবুর মনে অধীরতার পাশে একটা অমঙ্গল আশঙ্কা জাগিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। সুনন্দা সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন বার্ত্তা আজো তার কাছে পৌঁছোয়নি। তার একান্ত অধিকার হারানোর ভয়ে মন তার সব সময়ই আতঙ্কিত।

বাবুর অভাব আভাকেও ব্যথিত ক'রে তুললে। সে অভাব অন্য ধাতের, অন্য জাতের। তার মাঝে হারানোর ভয় নেই। অধিকারের প্রশ্ন নেই। সে শুধু বিচ্ছেদ-ব্যথা। সান্নিধ্যের অভাব। চারিপাশে একটা শূন্যতার অনুভূতি। অভ্যাসের দৈন্য। বাবুর সঙ্গ আভার কাছে আলো বাতাসের মতো। পাশে থাকলে বোঝা যায় না। অভাব অনাটন ঘটলে দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

বাবুকে গ্রহণ করতে পারেনি ব'লে দুখ্যু পেলেও আভা সে দুখ্যু কাটিয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাই বলে, তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে যে নিজেকে আগের মতো সহজভাবে ছড়িয়ে রাখতে পারবে, এ তার পক্ষে দুরাশা। আভার জীবনের আরম্ভ ছিল দুঃসহভাবে একা। বাবু এসেই তার নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে ছিল। সেই বাবুকে ছেড়ে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। এখানকার আস্তানা গুটিয়ে, চাকরি ছেড়ে

যে তাকে বাবুর কাছে দিল্লী যেতে হবে, এ স্বতঃসিদ্ধ। বাবু ব'লে গেছে চাকরি অনেকদিন করেছো। এইবার সংসারে মন দাও। মেয়েলি মনে পারিবারিক বাঁধনের লোভ সব চেয়ে বেশী। সেই তাদের পরমার্থ। সে আহ্বানকে অগ্রাহ্য করা দুঃসাধ্য।

বাবু ছিল এতোদিন তারি অধীন। এইবার তাকে বাবুর সংসারে গিয়ে কায়েমী ক'রে তার সংসারের হাল ধ'রে বসতে হবে। আভার দৈবাৎ মনে হয়, তার অধিকার যেন ক্রমশঃই সংকীর্ণ হ'য়ে আসছে। সে শুধু এতোদিন দান ক'রেই এসেছে। দাবী করেনি। দাবী করেনি ব'লেই হয়তো সে অধিকার হারাতে ব'সেছে। বাবুর উপর অধিকার হারিয়ে সে বাঁচবে কেমন ক'রে? নিঃসম্বল হ'য়ে বাঁচার যে কোন মানে হয় না। সব ছেড়ে যদি বাবুর আশ্রয়ে, তার সংসারকে জড়িয়ে ধ'রে দিন কাটাতে হয়, তা হ'লে শুধু সংসারকে জড়িয়ে ধরার চেয়ে আসল মানুষটিকে গ্রহণ করাই তো শ্রেয়। সেও সুখী হয়। নিজের অধিকার ও অক্ষুণ্ণ থাকে। তার জন্যই তো মেয়েদের সৃষ্টি। আভার ভিতরকার উপবাসী জীবটা লোল রসনা মেলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। যে আবরণ দিয়ে সে তাকে এতোদিন চাপা দিয়ে রেখেছিল, বাবু দূরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে গুণ্ঠন খ'সে প'ড়েছে।

বাধাটা কিসের? নিছক একটা লজ্জা আর নীতির নিঃশ্বাস বৈ তো নয়। পুরুষকে সুখী করতে হলে মেয়েদের প্রকৃতিগত লজ্জা-সংস্কারের বেড়া না ভেঙে উপায় কি? আভার মন আশার আলোয় সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তার মনের ভিতর নতুন ক'রে রঙ্ ধরে।··· সে বাবুকে আশ্রয় ক'রে ভারতের রাজধানীর পটভূমিকায় একটি স্বচ্ছন্দ নীড় রচনার স্বপ্ন দেখে। বাবুর শ্রেষ্ঠতাকে স্বীকৃতি দিয়ে, বলিষ্ঠ পৌরুষকে মর্য্যাদা দিয়ে,

তাকে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নিজের পরিচয়কে সে গৌরবান্বিত ক'রে তুলবে। আভার ভিতরের পুঞ্জিত কামনা অগোচরে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। অন্ধ সংস্কারের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজেকে এমনভাবে উপবাসী রাখার মানে হয় না।

আজ আবার নতুন ক'রে সে বাবুকে মনের আকাশে তুলে ধরলে। কিছুদিন ধরে সে লক্ষ্য ক'রেছে বাবুর চিত্তের অস্থিরতা। মুখের রেখায় ব্যর্থতার বেদনা। দৃষ্টিতে চিত্তজ্বালার বহ্নিশিখা। নিজেকে নিরর্থক মনে হলো। অনর্থক এতোদিন সে বাবুকে দুঃখ দিয়ে এসেছে। আর নয়। এইবার সে প্রেমের বন্যায় তাকে প্লাবিত করে দেবে। তাকে মাথা তুলতে দেবে না। তার মতো বাবুকে ভালবাসতে আর কোন মেয়েই পারবে না।

সকালের ডাকে বাবুর চিঠি এসেছে।

আভা সাগ্রহে চিঠিখানা পড়ছে। দীর্ঘ চিঠি। সে কাজে রিপোর্ট করেছে। কোয়াটার পেয়েছে। এখনো সেখানে সে যায়নি। কিছু ফার্নিচারের অর্ডার দিয়েছে। সেগুলো ডেলিভারী দিলেই কোয়াটারে উঠবে। কোয়াটার ভালোই। তিনখানা ঘর। কিচেন, বাথরুম। তা ছাড়া ঢাকা একটা বারান্দা আছে। সেইখানে তারা চায়ের টেবিল পাতবে। একখানা ঘরে হবে ড্রয়িং রুম। আর দুখানা হবে বেড্ রুম তোমার খানা ছোট। আমার ঘরটা তার চেয়ে একটু বড়ো। ড্রয়িং-রুমের জন্য এখন একটা কৌচ-সেট্ অর্ডার দিয়েছি। তারপর তুমি এলে দুজনে পছন্দ ক'রে কিনবো। আরো অনেক কথা! দুষ্টুমী ভরা কতো অনুযোগ।........

আভা একাগ্রমনে চিঠিখানা পড়ছে। তার কল্পনার আকাশ একটি

বিশেষ আলোয় স্বপ্নরঙীন হ'য়ে উঠছে। চিঠিখানা হাতে নিয়েই সে মনে মনে সংকল্প করে, কাল সে ছুটির দরখাস্ত করবে। তারপর সময়মত চাকরিতে ইস্তফা দেবে। বাবুর বিচ্ছেদ ব্যথা তাকে অসহিষ্ণু ক'রে তোলে।

চিঠিখানা শেষ ক'রে সে ভাবে, বিয়েটা এইখানে চুকিয়ে যাওয়াই ভালো। নিজের পূর্ণ পরিচয় নিয়েই সে সেখানে যাবে। নতুন দেশের নতুন ঘরে সে নতুন পরিচয় নিয়ে উঠবে। নীলিমার কথা মনে পড়ল'। 'আসল জীবনে ফিরে এলুম আভাদি।'

সত্যিই। মেয়েদের আসল জীবনই তো এই। জ্ঞান হবার আগে হ'তেই তারা শিবপূজা করে বরের কামনায়। স্বপ্ন দেখে শ্বশুর বাড়ীর।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে আভা স্বপ্নাবিষ্টের মতো ব'সে রইলো। ব'বুকে সে সার্‌প্রাইজ ক'রে দেবে।

খোলা জানলার পর্দার আড়াল ঠেলে সোনালী রোদ এসে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। পর্দাগুলো হাওয়ায় দুলছে। বাতাসের ঝলক আভার এলোমেলো চুলগুলোকে দোল্ দিচ্ছে। লুটিয়ে-পড়া আঁচলের প্রান্তটা নিয়ে খেলা করছে। খোলা জানলার ফাঁকে আকাশের একটা অংশ দেখা যায়। নির্মল মেঘমুক্ত গাঢ় নীল আকাশ। প্রভাত আলোয় সমুজ্জ্বল। স্থির হ'য়ে আভা যেন নিজের অন্তরের পানে চোখ মেলে চেয়ে আছে। সেখানে কি দেখছে সেই জানে। সেখানেও কি এমনি আলো। আজ তো আর মনের কোথাও তার আড়াল নেই। মন ঠিক ক'রেছে সে।

হাল্‌কা পায়ের মৃদু শব্দে তার ধ্যান ভাঙলো। কতক্ষণ পরে কে জানে।

দরজার পাশে, পর্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে, একটি সুবেশা মেয়ে। কোন ছাত্রী হবে ভেবে আভা ডাকলে, ভেতরে এসো।

এগিয়ে এসে মেয়েটি নত হ'য়ে আভাকে প্রণাম করলে। মেয়েটির কোলে একটি তুলতুলে ফুটফুটে শিশু।

আভা মেয়েটির চিবুক স্পর্শ ক'রে বলে উঠলো, এ্যাঁ নন্দা? তুমি কোথা হ'তে এলে? কেমন আছো?

—আপনি ভালো আছেন, আভাদি?

সুনন্দা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে মেঝের কার্পেটে বসছিল। আভা তার হাত ধ'রে বললে, মাটিতে কেন, উঠে বসো।

সুনন্দা হাসতে হাসতে বললে, ব'সলেই বা আভাদি। তোমার পায়ের তলাতেই মানুষ হ'য়েছি। একে তোমার পায়ে দিতে এসেছি।

সুনন্দা ছেলেটিকে আভার পায়ের কাছে শুইয়ে দিয়ে নিজে তার পাশে বসলো।

—এটি কে রে নন্দা? ছেলেটির পানে ঝুঁকে, মুখ না তুলেই আভা প্রশ্ন করলে।

অপূর্ব বাচ্চাটি! যেন একটি তুলোর পুতুল। কাঁচের মতো দুটি ডাগর কাজল-আঁকা চোখ। আভার পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে আর হাতপা ছুড়ছে। মাথায় এক মাথা কালো পশমের মতো ঢেউ তোলা চুল। গায়ের রঙ্ পাকা আপেলের মতো। চোখ দুটিতে একটা অদ্ভুত আলো চিক্‌চিক্ করছে। তার তুল্‌তুলে গাল দুটি আল্‌তো টিপে দিয়ে আভা ব'লে উঠলো, বাঃ রে! এটাকে কোথা হ'তে নিয়ে এলি, নন্দা?

মাথা নীচু ক'রে আস্তে আস্তে নন্দা বললে, আমার ছেলে।

—ওমা, তাই বল! বিয়ে হলো কবে?

আভা ছেলেটিকে আদর ক'রে কোলে তুলে নিল। বাচ্চাকে আদর করতে করতে অনুযোগের সুরে বললে, বিয়ের সময় তো আমায় মনে করলি না নন্দা। এর বাপ কি করে? খুব সুন্দর দেখতে বুঝি? বাপের মতোই হয়েছে। না রে?

সুনন্দা মুখ তুলতে পারলে না। সে প্রাণপণে রোধ করবার চেষ্টা করছে উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ।

আভা চমকে উঠলো। তবে কি শিশুর পিতা—

আভা চকিতে সুনন্দার সিঁদুরহীন শূন্য সিঁথার পানে চেয়ে শিউরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আভার মনোভাব বুঝতে পেরে একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় সুনন্দার বুকের নিচেটা দুলে উঠলো। সে যেন দৈবাৎ ঘুম হ'তে জেগে উঠে বললে, না, না আভাদি। তা নয়।

গভীর আশ্বাসের কণ্ঠে আভা বলে উঠলো, নয়? তবে—?

উৎসুক দৃষ্টি মেলে সে সুনন্দার মাথার পানে চাইলে।

সুনন্দা শক্তি সঞ্চয় ক'রে উত্তর দিল, ও আমার আর বাবুর সন্তান।

আভার হাত হ'তে বাচ্চাটা মেঝেয় পড়ে যেতো, যদি না সুনন্দা তাকে ধ'রে ফেলতো। স্প্রিং-এ দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো সোজা দাঁড়িয়ে উঠে আভা বললে, বাবুর সন্তান? মিথ্যে কথা।

সুনন্দার পাংশু মুখে হাসির ছোপ লাগল'। বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধ'রে আস্তে আস্তে বললে, এতোদিন পরে মিথ্যে বলবার জন্যে তোমার কাছে আসিনি। মিথ্যে? আমি ভেবেছিলুম, তোমার কাছে ওর পরিচয় দিতে হবে না। তুমি দেখলেই চিনবে।

আভা যেমন উঠে দাঁড়িয়েছিল তেমনি ধপ করে ব'সে পড়লো। তার পায়ের নীচে ভূমিকম্প হচ্চে নাকি? পৃথিবী টলচে। সে পা রাখবার ঠাঁই পাচ্ছে না। অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতো তার কণ্ঠ হ'তে নির্গত হলো, বাবু? বাবু?

—তুমি না চিনলেও নিজের সন্তানকে সে নিশ্চয়ই চিনবে।

দুজনেই চুপচাপ। সুনন্দার কথা ফুরিয়ে গেছে। আভার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েছে। আভার হৃদ্‌পিণ্ডটা পাথর হ'য়ে গেছে। সুনন্দা নিজের অগোচরে বাচ্চাকে বুকের উপর দোলাচ্চে।

বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ল। সুনন্দা নিঃশব্দে তাকে মেঝের কার্পেটে শুইয়ে দিল। আভার চোখের দৃষ্টি ঘুমন্ত শিশুর উপর ছিটকে পড়ল'। সত্যিই তো। এ যে বাবুর শিশু সংস্করণ। মুখের নিচের দিকটা, চাপা ঠোঁট দুখানি, হুবহু বাবুর মতো। বাবুর মতোই সোজা ধারালো নাক। হাত পায়ের আঙুলগুলির গড়ন অবিকল বাবুর মতো। শুধু মাথার চুলগুলি সুনন্দার মতন।

সুনন্দা আড়চোখে দেখলে, আভার মুখের রূপ বদলাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে। কখনো রাঙা হ'য়ে উঠছে রক্তের জোয়ারে। কখনো বিবর্ণ রক্তশূন্য হ'য়ে যাচ্ছে। কখনো চোয়াল দুটি দৃঢ় সম্বদ্ধ, কঠিন। কখনো কান্নার উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ছে। চোখে সর্বহারার দৃষ্টি। যেন একখানা শস্য-হীন, রুক্ষ, রিক্ত মাঠ।

সুনন্দা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো।

অনেকক্ষণ পরে নিতান্ত নির্লিপ্তের মতো আভা বললে, বাবু তো এখানে নেই। সে দিল্লীতে।

সুনন্দা বললে, জানি। আমি এসেছি তোমার কাছে।

—আমার কাছে, কেন ?

—তোমার ক্ষমা চাইতে। আর আমার বাচ্চার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করতে।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আভা বললে, এ ভুলের কোন প্রতিকার নেই নন্দা।

—ভুল ভেবে তো এ কাজ করিনি, আভাদি। আমি ভালোবেসে নিজেকে দিয়েছি। সে ভালোবেসে আমাকে নিয়েছে। আর ভুলই যদি হয়, সংসারের চোখে, ভুল বুঝেও কি সব সময় ভুল ছাড়া যায় ? তাই বলে কি তার প্রতিকার নেই ? তাকে মানিয়ে নেওয়া চলে না ?

আভা উঠে দাঁড়ালো। তার সারা মুখ এবং কান দুটো লাল টক্‌টক্ করছে। চোখ দিয়ে আগুনের শিখা ঠিক্‌রে পড়ছে। ঘরের মাঝে পায়চারী করতে করতে সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, ভুল মানুষেই করে। করছে এবং করবেও। কিন্তু মারাত্মক জঘন্য ভুল যাতে না করে, তার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। নীতি ও সংযম হচ্ছে সমাজের কাঠামো। এ ভুল করবে, যারা নিরক্ষর। যাদের রক্তে আদিম বর্বরতা এই সভ্য যুগেও বাসা বেঁধে আছে। বাবুর শিক্ষা ও সংস্কার যদি সেই কদর্য ও কুৎসিৎ ভুলের প্রশ্রয় দেয়, তার ক্ষমা নেই। তাদের সভ্য-সমাজে বাস করবার কোন অধিকার নেই। তারা পবিত্র মাটির কলঙ্ক। সমাজের পাপ।

সুনন্দা নিঃশব্দে আভার উত্তেজিত রাঙা মুখের পানে তাকালে। আভা হঠাৎ সরে গিয়ে বাইরের রৌদ্রদীপ্ত আকাশের পানে চেয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালো। তার দীপ্ত গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সুনন্দা ব্যথিত চোখে তার পানে চেয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

আভা কাঁদছে। এদের কুৎসিৎ কলঙ্কের অপমানে, না নিজের জীবন হ'তে বাবুর আকস্মিক অপসারণের ক্ষোভে? সুনন্দা চোখ তুলে তাকালে। এক ঝলক রোদে তার মুখখানা কেমন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সুনন্দার মনে হলো সভ্যতার জটিল নীতির নিষ্পেষণে সে অসহায়। দিশেহারা হয়ে গেছে।

আভার উত্তেজনার অধীর বেগটা কমে আসতেই সে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে এসে বসলো। অপমানের গ্লানি কমে এসে মুখে নামলো বিষণ্ণতার ছায়া। মুখখানা বিকৃত ক'রে গভীর বিরক্তিতে আপন মনে বললে, বাবুর ছেলে, কানীন্!

সুনন্দা বললে, কুন্তীপুত্র কর্ণ ছিলেন কানীন্। তাঁর জগৎজোড়া গৌরব তার জন্যে মলিন হ'য়ে যায়নি।

নির্লজ্জ মেয়েটার স্পর্দ্ধা দেখে আভার মুখখানা শক্ত হ'য়ে উঠলো। অসহিষ্ণু কণ্ঠে ব'লে উঠলো, এটা কর্ণকুন্তীর সত্যযুগ নয়।

—সত্যযুগের পাপ যদি এ যুগের মানুষকে স্পর্শ ক'রে থাকে, তা হ'লে এ যুগের পদস্খলন হবে কেন?

সুনন্দার কণ্ঠের দৃঢ়তা আভাকে বিস্মিত ক'রে তুললে। শুধু বিস্মিত নয়, তার শান্ত স্নিগ্ধমুখের অপূর্ব কমনীয়তা তাকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করলে। তার শুভ্র সুকোমল ঘাড়টি বাঁকিয়ে বড়ো বড়ো চোখ দুটি মেলে তার মুখের পানে সোজা তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিটি তাকে মুগ্ধ করলে।

সুনন্দা বেশ সহজ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, না আভাদি, এর মাঝে ভুল নেই। পাপ নেই। প্রেম যেখানে সব চেয়ে বড়ো আর সত্যি সেখানে পাপস্পর্শ করতে পারে না। দেহের কামনা হৃদয়ের মাঝে বয়ে আনলো প্রেমের নির্ম্মাল্য। সেই আশীর্ব্বাদী ফুলের সুগন্ধে বুক ভ'রে আমরা

জীবনের নতুন পথে পা বাড়ালুম। প্রেম যদি সত্য হয়ে আমাদের মনে এমনভাবে তীব্র ধাক্কা না দিত, তা হলে একান্ত বিশ্বাসে, এতো সহজে আমরা পরস্পরের কাছে ধরা দিতুম না। এ নারীপুরুষের অনাদি-কালের প্রেম। যার গতিবেগে আত্মসমর্পনের সূক্ষ্ম বাধা ভেসে যায়।

সুনন্দা থামলো। আভা অবাক হ'য়ে তার মুখের পানে চেয়ে শুনেই যাচ্ছে। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সে। মনের মাঝে ছটফট করছে।

আনতমুখে শাড়ির আঁচলটা ভাঁজ করতে করতে সুনন্দা বললে, আমার মনে কোন খট্‌কা নেই। অন্তরের গভীর নিষ্ঠা আর প্রেম আমাদের সত্যবাঁধনে বেঁধেছে। আর কেউ না জানুক, অন্তর্যামী তা জানেন। জীবনে আমার সংসারের গ্রন্থি পড়েনি। তাই বলে ভালোবাসার অভাবও ঘটেনি। আমি নিজের জন্যে যা পেয়েছি, তার বেশী কিছু চাই না।

একটু থেমে ঘুমন্ত শিশুর পানে চেয়ে বললে, আমার জীবনে এ বড়ো কম আশীর্ব্বাদ নয়। নিজের জন্যে লোকমতকে বাঁচিয়ে চলার কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আমার সন্তানকে এর পিতৃত্বের গৌরব হ'তে বঞ্চিত করবো কেমন ক'রে?

সুনন্দার সুন্দর ললাটে মাতৃত্বের পবিত্র দীপ্তি। চোখে গভীর সকরুণ স্নেহ। সুনন্দা যেন দৈবের রচনা। শাশ্বত মাতৃত্বের পূর্ণ ছবি। সুনন্দাকে হিংসে হয়।

আভা প্রশ্ন করলে, তোমার নিজের মনে কোন অভাব নেই?

অকুণ্ঠিত স্বরে সুনন্দা জবাব দিল, না। তা হ'লে এতোদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতুম না। এ যে এমনভাবে আমার পথ আগলে দাঁড়াবে,

কেমন ক'রে জান্‌বো। বাবুকে বিদায় দেবার আগে ব'লেছিলুম, যা আমি পেয়েছি তারি ওপর বিরহের সৌধ গড়ে, তার পানে চেয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো। সে কথা সত্যি। আজো সে কথা বলতে পারতুম, যদি না—

আভা বললে, কিন্তু এরপরও তুমি তোমার অধিকার দাবি করলে না কেন? তাকে বিয়ে করতে বললে না?

—সে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি।

—তার মানে?

সুনন্দা নিঃশব্দে মাথা হেঁট করলে। তার নাকের ডগাটি লাল হ'য়ে উঠলো।

—এরপরও তুমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হ'লে না? অথচ ব'লচো তাকে ভালোবাসতে!

সুনন্দার কাছ হ'তে কোন জবাব পাওয়া গেল না। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে রইল। একটু পরে আভা আবার বললে, বাবু সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। সত্যি বলবে?

—ব'লতেই তো এসেছি আভাদি! মন ঠিক্ ক'রে এসেছি, তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়ে সংসার করবো ব'লে। সংসারে অসম্মানের ধূলোমাটি মাখিয়ে তো একে বাঁচাতে পারবো না।

আভা প্রশ্ন করলে, তোমার ধারণা তোমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসতে?

—নিঃসন্দেহ। আমি ওকে অসম্ভব ভালোবাসি। সেও তাই। তুমি তো জানো আর বাবুর কাছেও শুনছো, আমি ওকে কি ভালোবাসতুম। ওর সঙ্গ পাবার জন্যে মাঝে মাঝে আমি পাগল হ'য়ে

উঠতুম। তা ছাড়া, মাপ করো আভাদি! তোমার কাছে বাধা পেয়ে আমি বাধা পাওয়া প্লাবনের মতো ফেঁপে ফুলে উঠতুম। তারপর তুমি তো সব জানো।

—আমি কিছুই জানি না। তোমাদের এ ঘনিষ্ঠতা কোথা এবং কেমন ক'রে গজালো তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি।

মাথা নীচু ক'রে সুনন্দা বললে, কেন, ভাইজ্যাগ-এর কথা তোমায় কিছু বলেনি ?

—ভাইজ্যাগ্ ? অবাক্ হ'য়ে আভা তার পানে তাকাল।

—তুমি তখন রাঁচিতে। যেদিন আমাদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো, সেইদিন ঠিক্ হলো আমরা ওয়ালটেয়ার যাবো বেড়াতে। আমি, বাবু আর আমার দিদি। ভাইজ্যাগে আমাদের নিজের বাড়ী। সেইখানে, সেই সমুদ্রতীরে আমাদের মনের অনন্ত কামনা সমুদ্র তরঙ্গের মতো অশ্রান্ত গর্জন ক'রে ক'রে আমাদের গ্রাস ক'রে ফেল্লে। এখন মনে হয় সে সৃষ্টির ঝড়। তার হাতে আমাদের নিষ্কৃতি ছিল না।

—তারপর ?

—ঠিক ছিল বাবু এক হপ্তা থাক্বে। স্বপ্নের মতো হপ্তা কেটে গেল। বাবুকে ফিরতে হলো। বুক ভেঙে গেল। বাবু বিয়ের প্রস্তাব করলে। আমি রাজি হ'লুম না।

—কেন ?

—আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ওকে তুমি ভালোবাসো। তোমার কাছ হতে ওকে কেড়ে নেওয়া সে যেন ভারী বিশ্রী। তা ছাড়া নিজেকে ওর স্ত্রী হবার যোগ্য মনে করতুম না।

—তারপর আর তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি ?

—না। ওয়ালটেয়ার স্টেশনে শেষ দেখা। তারপর ইচ্ছে ক'রেই আমি গা ঢাকা দিয়েছিলুম। এখন মনে হয় অনর্থক দুজনেই কষ্ট পেয়েছি।

আভার মুখে একটা বিদ্বেষের ছায়া ঘনিয়ে এলো। সুনন্দার উপর ঈর্ষায় ওর চোখ দুটো জ্বালা করছে। এই মেয়েটি দস্যুর মতো ঘরে ঢুকে ওকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। বাবুর অন্তরে ওর সহজ অধিকারের স্থানটিকে দুর্গম ক'রে তুলেছে। সেখানে আর তার প্রবেশের পথ নেই। আভার হনে হলো, যে বজ্র তাকে মাথা পেতে নিতে হবে, তারই বিদ্যুৎ-শিখা এই মেয়েটি।

একটা নির্মম কাঠিন্যে মুখ ভ'রে হিংস্র দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে চেয়ে আভা জিজ্ঞেস করলে, বাচ্চার জন্মবৃত্তান্ত বাবুকে জানিয়েছিলে?

—প্রত্যক্ষে ওকে জানাইনি। জানাবার উদ্দেশ্যেই স্টেটস্‌ম্যান সংবাদপত্রের জন্মস্তম্ভে এই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলুম। নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়েনি!

সুনন্দা নিজের ব্যাগ হ'তে সংবাদপত্রের ছোট্ট একটা কাটিং বের ক'রে আভাকে দিল।

আভা পড়ল: জন্ম। মার্চ ১০ই। বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট, সেণ্ট মেরী নার্সিং হোমে। বাবু নন্দার: এক পুত্রসন্তান।

একটা বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আভা বললে, এটা ওর চোখে পড়েনি, কি স্বেচ্ছায় ইগনোর করেছে, কেমন ক'রে বুঝলে?

—না, না। তা করতে পারে না। আমি জানি।

আভা মুখ ফিরিয়ে নিল। ঘৃণায় কি বিরক্তিতে বোঝা গেল না। সুনন্দার পানে না চেয়েই সে ব'লে উঠলো. কী তুমি জানো? দীর্ঘ

আঠারো মাস যার সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ নেই, এমন কি চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান নেই, তার এখনকার মনের কথা জানবে কেমন করে?

সুনন্দা চুপ ক'রে তার মুখের পানে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

আভা নিষ্ঠুর শ্লেষের কণ্ঠে বললে, এক হপ্তার খেয়ালি প্রেম। তার পরমায়ু শেষ হ'য়েছে আঠারো মাস আগে। তবুও তোমার ধারণা সে এখনো তোমায় ভালোবাসে। এখনো তোমার আশা পথ চেয়ে আছে।

—আমার ধারণা নয়। একান্ত বিশ্বাস।

গলায় জোর দিয়ে সুনন্দা উত্তর দিল।

—এ বিশ্বাস জন্মালো কেমন ক'রে? এমনো হ'তে পারে সে তোমায় কোনদিন ভালোবাসতো না এবং এখনো বাসে না। শুধু একটা 'ফান্' করবার জন্যে ক'টা দিন তোমাকে নিয়ে আনন্দ ক'রে, তোমায় ভাসিয়ে দিয়ে স'রে পড়লো।

সুনন্দা ভিতরে জ্ব'লে উঠলো। অধীর আক্রোশে, রুদ্ধস্বরে বললে, আমার চেয়ে হয়তো তুমি তাকে ভালো চেনো। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে আমার চোখে তাকে ছোটো করবার অধিকার তোমার নেই।

বলতে ব'লতে ব্যাগ হ'তে এক বাণ্ডিল বাঙলা সংবাদপত্রের কাটিং বের ক'রে সে আভার হাতে দিল।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললে, এইগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে এখনো সে আমায় ভালোবাসে কিনা। এখনো আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে কিনা। এইখানা শেষ। দিল্লী যাবার আগের দিন প্রেসে দিয়েছে।

বিবর্ণ রক্তহীন মুখে আভা পড়লো:

....ফিরে এসো নন্দা। জীবনকে আমার মরুভূমি ক'রে দিও না। নতুন কর্মস্থান দিল্লী যাচ্ছি, কাল। তবু মনে কোন আশা নেই। আনন্দের উদ্দীপনা নেই, প্রেরণা নেই। যা তোমার আপনার, তাকে কেউ পর করে দিতে পারে না। তুমি এসে তোমার শূন্যস্থান পূর্ণ করো। যতোদিন না এসো, ততদিন এ স্থান শূন্যই থাকবে। তোমার জন্যে।........বাবু।

সব টুকরোগুলো এক এক ক'রে আভা পড়লো। রুদ্ধশ্বাসে। একই কথা। সেই আকুলতা। সেই প্রার্থনার সুর। সেই কাকুতি। 'ফিরে এসো নন্দা'।........পড়তে পড়তে আভার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। সে চোখ বন্ধ ক'রে কৌচের পিঠে দেহটা এলিয়ে দিল। অসীম ক্লান্তিতে। কিসের একটা যন্ত্রণায় তার হৃদয় ছিঁড়ে যাচ্ছে। কেউ যেন সজোরে তার হৃদপিণ্ড চেপে ধ'রেছে। কুণ্ডলি পাকানো সহস্র চিন্তা ফণা বিস্তার ক'রে তাকে দংশন করছে। একরত্তি এই মেয়েটার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাকে বিপর্যস্ত হ'য়ে পরাভব মান্‌তে হলো। মেয়েটা শুধু তাকে আঘাত করেনি, গভীর লজ্জা দিয়েছে। তার মুখের পানে চোখ তুলে তাকাবার না আছে শক্তি, না আছে সাহস।

একটা দীর্ঘ অসাড় স্তব্ধতা।

আভা ভাবছে, এ অনিবার্য্যকে ঠেকানো যাবে না। হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে এই যাদুকরী মেয়েটার হাতে তুলে দিতে হবে। মূলচ্যুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে হবে।

আভার নিমীলিত চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সংসারে তার মতো নিঃসম্বল বুঝি আর কেউ নেই।

সুনন্দা তার অশ্রুসিক্ত কাতর অসহায় মুখের পানে তাকাল। সে

ধীরে ধীরে তার কাঁধের উপর হাত রেখে ঝাপ্‌সা গলায় ডাকলে, আভাদি!

আভা নিজেকে সামলাতে পারলে না। ভগ্ন ভঙ্গিতে সুনন্দাকে আশ্রয় ক'রে বালিকার মতো কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল, নির্বাপিত কণ্ঠে বললে, বাবুকে তুমি আমার কাছ হ'তে কেড়ে নিলে, নন্দা?

আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে সুনন্দা বললে, কেড়ে নেবার শক্তি কোথা আভাদি! ভিক্ষে চেয়ে নিচ্ছি। জানি, স্নেহ হস্তান্তর করার মতো মর্মান্তিক আর কিছু নেই। তাই মা ভাবে, বউ এসে ছেলে কেড়ে নিল।